অসকার ওয়াইলড
জীবনী ও সাহিত্য

"Neither logic nor morality have anything to do with it. It's a matter of luck. If you have been locked up you are inside, if you have not you are free. That's all there is to it. The fact that you are a mental patient or that I am a doctor is purely a matter of chance."

—*ANTON CHEKHOV*

অসকার ওয়াইলড

জীবনী ও সাহিত্য

ভবানী মুখোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

১০

প্রথম সংস্করণ
নভেম্বর-১৯৬৫

প্রকাশক
স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
বিশু গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রক
শ্রী মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৬

পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

জীবনী-সাহিত্যের সার্থক রূপকার

বিনয় ঘোষ

স্নেহভাজনেষু

এই লেখকের লেখাঃ

উপন্যাস

স্বর্গ হইতে বিদায়
ছায়ামানবী
অগ্নিরথের সারথী
একাকিনী নায়িকা
কালোরাত
কান্নাহাসির দোলা
খেলনার মুক্তি

ছোটগল্প

নির্জন গৃহকোণ
যথাপূর্বং
সেই মেয়েটি
বনহরিণী
চন্দ্রমল্লিকা
নির্বাচিত গল্প

অনুবাদ

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প
ওয়ান ওয়ার্লড
রেজর্স এজ
মাদার রাশিয়া
বিপ্লবী যৌবন
অন্ধকার দিন
ডোরিয়ান গ্রের ছবি
আর্চবিশপের মৃত্যু
ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী
রোমান হলিডে

জীবনী

জর্জ বার্নাড শ
বিশ্বসাহিত্যের লেখক

নিবেদন

"অসকার ওয়াইলড"—জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কিত এই গ্রন্থটির প্রকাশ-মুহূর্তে সর্বাগ্রে স্মরণ করি স্বর্গতঃ সজনীকান্ত দাসকে। ১৩৬৭ সালের শনিবারের চিঠির বিশেষ শারদীয় সংখ্যায় তিনি তিনখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য প্রকাশের পরিকল্পনা করেন, তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান রঞ্জনকুমার দাস সেই পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করেন। 'অসকার ওয়াইলডে'র ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনকাহিনী সেই সূত্রে রচিত হয়। সেইকালে সজনীকান্তের ভগ্ন স্বাস্থ্য, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তবু তিনি সযত্নে সমগ্র রচনাটির প্রুফ স্বয়ং দেখে দিয়েছিলেন এবং প্রায় প্রতিদিন এই সম্পর্কে বর্তমান লেখকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। 'শনিবারের চিঠি'র পাঠকবৃন্দ এই রচনাটি প্রকাশের পর যে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখেছিলেন সেইগুলি সজনীকান্তের সহৃদয়তায় আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং তিনি যেভাবে আমাকে সেদিন অভিনন্দিত করেছিলেন তা আমার কাছে অবিস্মরণীয়। গভীর পরিতাপের বিষয় তাঁর জীবদ্দশায় এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে অসকার ওয়াইলডের এই জীবনী সম্পূর্ণ নতুনভাবে এবং শনিবারের চিঠিতে প্রথম প্রকাশিত রচনার প্রায় দ্বিগুণ আকারে পরিবর্তিত করে প্রকাশ করা হল। শেষের দিকের কয়েকটি অনুচ্ছেদ সাপ্তাহিক 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছিল।

অসকার ওয়াইলডের অভিশপ্ত জীবনকাহিনী ও তাঁর অনন্য-সাধারণ সাহিত্যপ্রতিভা বিষয়ে বাংলাভাষায় কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি, কিন্তু অসকারের সমকালীন ও পরবর্তী বহু সাহিত্যিক ও সমালোচক ইংরাজীতে প্রায় দুশোখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

অসকারেরর অনেক চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, এখনও অনেক নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। অসকার ওয়াইলড নিজেই তাঁর জীবনী রচনার উপযোগী অনেক উপাদান তাঁর রচনা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে রেখে গেছেন।

রবার্ট হ্যারবরো সেরার্ড আর লর্ড আলফ্রেড ডাগলাস অসকারের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এঁরা দুজনেই অসকার-বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু দুজনেই জীবনীকার হিসাবে তেমন নির্ভরযোগ্য নন। অনেক কল্পিত বিষয় আরোপ করা হয়েছে, প্রকৃত ঘটনা অনেকস্থলে চাপা পড়ে গেছে। সেরার্ড অনেক স্ব-বিরোধী উক্তি করেছেন আর আলফ্রেড ডাগলাসের রচনা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এবং ঈর্ষায় কলুষিত। সেরার্ডের প্রথম দিককার রচনা যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি ছিলেন ডাগলাসবিরোধী এবং শেষের দিকে তিনি রসবিরোধী এবং ডাগলাসপ্রেমী হিসাবে প্রকাশিত।

নিজস্ব মতবাদের বাইরে কোনো কিছুই বিচার করার শক্তি ডাগলাসের ছিল না। ১৯৪৮-এ আলফ্রেড ডাগলাসের একটি জীবনীগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। "স্পয়েল্ট চাইলড অব জিনিয়াস" নামক এই গ্রন্থের লেখকের নাম উইলিয়াম ফ্রীম্যান এবং অসকার বিষয়ক কিছু নতুন উপাদান এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস অসকারের সাহিত্যিক সহচর ছিলেন কিন্তু তাঁর রচিত অসকার কাহিনী একেবারে অবিশ্বাস্য, তিনি অপরের লিখিত তথ্যের ওপর অবাধ কল্পনা চালিয়ে এক মনোরম কেচ্ছা রচনা করেছেন। তবে এই গ্রন্থে অসকারের কিছু চিঠিপত্র এবং রবার্ট রস, আলফ্রেড ডাগলাস এবং জর্জ বার্নাড শ লিখিত মন্তব্য আছে।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত এবং মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও যিনি বন্ধুকৃত্য করেছেন, দুর্দিনের চরমতম সংকটে যখন সবাই বিরূপ তখনও যিনি দুর্দশাগ্রস্ত বন্ধুকে বর্জন করেন নি, যিনি কলঙ্কিত মানুষটিকে

মৃত্যুর পর যথাযোগ্য গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই রবার্ট রস দুঃখের বিষয় অসকার ওয়াইলড বা নিজের সম্পর্কে কোনো কিছুই লিখে যেতে পারেন নি। এ্যাব্রে বিয়ার্ডসলী সম্পর্কে যে মনোরম জীবনী তিনি লিখেছেন তাতে অনেক কথা উহ্য রয়ে গেছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে "রবার্ট রস : ফ্রেণ্ড অব ফ্রেণ্ডস" নামে মার্গারী রস যে জীবনকাহিনী রচনা করেছেন তা মূল্যবান। যে-মানুষটি স্বার্থহীন নিরভিমান মন নিয়ে সমসাময়িক অসংখ্য শিল্পী ও সাহিত্যিকের উপকার করে গেছেন সেই মানুষটির স্মরণে রচিত এই গ্রন্থটিতে ওয়াইলডের মৃত্যু ও তাঁর ডি প্রফুনডিস নামক গ্রন্থটি কি অবস্থায় প্রকাশিত হয় তার পশ্চাদপট পাওয়া যাবে।

অসকারের বিচার বিষয়ে প্রথম বিস্তারিত বিবরণ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে "অসকার ওয়াইলড থ্রী টাইমস ট্রায়েড" নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের লেখক ক্রীষ্টোফার মিলার্ডকে (ষ্টুয়ার্ট ম্যাসন) সাহায্য করেন তাঁর প্রকাশক সিসিল পামার। ষ্টুয়ার্ট ম্যাসন পরে ১৯১৪তে অশেষ পরিশ্রম সহকারে অসকারের একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী রচনা করেন। এইচ মণ্টগোমারী হাইড "নোটেবল ব্রিটিশ ট্রায়ালস" নামক একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে সমকামীত্বের আইনগত, ঐতিহাসিক এবং নিদানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সংযোজিত হয়েছে।

ওয়াইলডের বন্ধুমহলের বাইরে যিনি অসকার বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন তাঁর নাম বোরিস ব্রাসল। এই গ্রন্থে অসকার সাহিত্য বিষয়ে এক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এবং অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে। হেসকেথ পীয়ারসনের গ্রন্থটিতে অসকার ওয়াইলডের বিচিত্র জীবনের সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে সি. মার্টিন সেকার কর্তৃক আর্থার র‍্যাণসম লিখিত 'অসকার ওয়াইলড : এ ক্রিটিক্যাল ষ্টাডি' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের তথ্য সরবরাহ করেছিলেন রবার্ট রস এবং সম্ভবতঃ

তিনিই উদ্যোগী হয়ে গ্রন্থটি র‍্যানসমকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। র‍্যানসম গ্রন্থটি রসকেই উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি লিখেছিলেন : "১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশের পর আমাকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়, আমি অবশ্য চারদিন ব্যাপী বিচারের পর স্পেশ্যাল জুরী কর্তৃক সসম্মানে মুক্তিলাভ করি। এই সংস্করণে সেই সব অংশ মুদ্রিত করার আমার অধিকার থাকা সত্ত্বেও আমি অকারণে কাউকে ক্ষুণ্ণ করতে রাজী নই। তাই শুধু বিশ্লেষণী আলোচনার মধ্যেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ করে সেই সব অংশ বর্জন করেছি।" আমার কাছে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণটি আছে, এই সংস্করণের তথ্যাবলীও মূল্যবান।

যে সব গ্রন্থ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করা হয়েছে তার একটি তালিকা গ্রন্থশেষে গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। আমার যে সব শুভার্থী বন্ধু কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহে সহায়তা করেছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, এই গ্রন্থের তরুণ প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই, তাঁর আগ্রহাতিশয্যে ও তাগিদের ফলেই এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে, আমার দীর্ঘসূত্রতার জন্য তাঁর উৎসাহ যে স্তিমিত হয়নি তাতে যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ আছে।

"কমল কুটীর"
৬৬, অভয় বিদ্যালঙ্কার রোড
কলিকাতা-[illegible]

ভবানী মুখোপাধ্যায়

অসকার ওয়াইলড
জীবনী ও সাহিত্য

এক

বিচিত্র অভিশাপ

সারাদিন ধরে বিরামবিহীন তুষার বর্ষণে পথঘাট পিচ্ছিল। চলা-ফেরা করা কঠিন, গাড়িঘোড়ার পক্ষেও তেমন নিরাপদ নয়। তবু সেদিকে কারও যেন লক্ষ্য নেই, সব বাধা উপেক্ষা করে দলে দলে লণ্ডনের অভিজাত মহলের নরনারী সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হচ্ছেন লণ্ডনের সেণ্ট জেমস থিয়েটারে। আজ একটি নতুন নাটকের উদ্বোধন রজনী। নাট্যরসিক লণ্ডনবাসীদের কাছে এই আকর্ষণ দুর্দমনীয়।

নাট্যকার নিতান্ত নবীন নন, এর আগে তাঁর দুখানি নাটক সাফল্যলাভ করেছে, তৃতীয় নাটকটি সম্প্রতি 'হে মার্কেট থিয়েটারে' স্বয়ং প্রিন্স অব ওয়েলসের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হয়েছে, সুতরাং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ তুচ্ছ, ব্যক্তিগত ক্লেশ উপেক্ষণীয়।

নবীন নাট্যকার অসকার ওয়াইলডের "The Importance of Being Earnest" নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। তাই বিদগ্ধ দর্শকে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। এই নাটকই অসকার ওয়াইলডের সাফল্যের স্বীকৃতি। নাট্যকার হিসাবে এই তাঁর সিদ্ধি-দিবস।

সেদিন কিন্তু নাট্যশালার ভিতরে ও বাইরে দুটি নাটকের অভিনয় চলছিল। নাট্যশালার ভিতরে অসংখ্য নাট্যরসিক দর্শকের ভিড় আর বাইরের নাটকের দর্শক দু-চারজন থিয়েটার-কর্মচারী ও পাহারাওলা। এই সেই ভিক্টোরীয় যুগের এক নিদারুণ বিয়োগান্ত কাহিনীর সূচনা। অসকার ওয়াইলডের জীবনের উজ্জ্বলতম দিনটিতেই নেমে এসেছিল অভিশাপ আর সর্বনাশ।

সেই শীতের রাতে একজন থিয়েটার-ভবনের দোরে দোরে ধাক্কা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভিতরে যেতে চায়, তার হাতে এক বোঝা শাকসবজি, তার মধ্যে গাজরগুলো বেশ দেখা যাচ্ছে। তাকে কিন্তু কেউ ভিতরে প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে না, সকলেই ভাগিয়ে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন ভিতরে যাওয়া গেল না তখন নিষ্ফল আক্রোশে অভিসম্পাত করে লোকটি চলে গেল।

এই সব গাজর এবং অন্যান্য সবজি নাট্যকারকে ছুঁড়ে মারার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল। যে মুহূর্তে দর্শকরা নাট্যকারকে অভিনন্দন জানাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই কাজ সারতে হবে এই ছিল বাসনা। মঞ্চস্থ নাট্যকারকে অপদস্থ করার এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিশোধ-উন্মত্ত মানুষটি অন্য উপায় চিন্তা করলেন। ইনিই সেই মার্কুইস অব কুইনসবেরী।

মার্কুইসের কনিষ্ঠ সন্তান লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাসের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এই নবীন নাট্যকার অসকার ওয়াইলড। কয়েক মাস ধরেই ওয়াইলডকে অপদস্থ করার সুযোগ খুঁজছেন ভদ্রলোক। কিছুতেই ডগলাস আর ওয়াইলডের বন্ধুত্বের অবসান ঘটাতে পারছেন না। অনেক ভয় দেখিয়েছেন, অনুনয় করেছেন—কিছুতেই কিছু নয়। অথচ এই ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব সারা লণ্ডন শহরের এক মুখরোচক কলঙ্ক কাহিনী। ক্লাবে, মজলিসে, পার্টিতে সর্বত্র এই কুখ্যাত অন্তরঙ্গতার আলোচনা চলে। কাফে রয়্যালে বসে মার্কুইস সচক্ষে এই দুই বন্ধুর নির্লজ্জ কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করেছেন। সম্ভব হলে তিনি ওয়াইলডকে গুলি করতেন, তা নয়, কতকগুলি নিষ্কর্মা লোক প্রেক্ষাগৃহে বসে সেই ঘৃণিত নাট্যকারের নাটক দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছে—এ অবস্থা অসহনীয়।

পিতা যেমন অসকার ওয়াইলডের সর্বনাশ সাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প, পুত্র লর্ড ডাগলাসও তেমনই পিতা মার্কুইস অব কুইনসবেরীকে জব্দ করার মতলব আঁটছেন। কেউ কম নয়, দুজনের দেহেই উদ্দাম স্কটিশ রক্ত

প্রবাহিত। মাকু´ইস অব কুইনসবেরী সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা অবহেলা করেছেন, নিজের স্ত্রীকেও তিনি নির্যাতন করেছেন। লর্ড ডাগলাস তাঁর জননীর পক্ষ থেকেই যেন পিতাকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বন্ধু ওয়াইলডকে নিয়ে পিতার ঈর্ষা ও ক্রোধ লর্ড ডাগলাসের প্রতিশোধস্পৃহা পূরণের একটি পথ মাত্র। এই সূত্রে হয়তো মাকু´ইসকেও জেলে আটকানো সম্ভব হত।

পিতা-পুত্রের এই বিরোধ কিন্তু অসকার ওয়াইলডের জীবনের বিচিত্র অভিশাপ। এই বিরোধই শেষ পর্যন্ত অসকার ওয়াইলডের জীবনে কলঙ্ক ও চরম সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছে।

সেই দুর্যোগময়ী রজনীর কয়েক সপ্তাহ পরে ওল্ডবেলীর ফৌজদারী আদালতে মানহানির মামলার আসামী হিসাবে অসকার ওয়াইলডের বিচার শুরু হল। তাঁর জীবনের এই শেষ অঙ্ক গ্রীক ট্রাজেডির মতই বিয়োগান্ত। Lady Windermere's Fan নামক নাটকে ওয়াইলডের একটি চরিত্রের মুখে উচ্চারিত এই বাণীটি তাঁর নিজের সম্পর্কেও প্রয়োজ্য—

"Misfortunes one can endure—they come from outside, they are accidents. But to suffer for one's own faults—ah !—there is the sting of life."

অসকার ওয়াইলড যেন স্বখাতসলিলেই ডুবে গেলেন। নাট্যকার ওয়াইলডের জীবননাট্যের শেষ অঙ্কের ইঙ্গিতই তাঁর জীবন-কথার মুখবন্ধ।

ভিক্টোরীয় যুগের তিনজন সাহিত্যিকের জীবন অস্বাভাবিকতার দোষে কলঙ্কিত। লুই ক্যারল তাঁর কল্পলোকের এলিসদের নিয়েই জীবন কাটানোর পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর রুচিবিকার ছিল কিশোরী কুমারীদের প্রতি। রাসকিনের রোমান্স-বিলাস নারীর কৌমার্যে, বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি তাঁর নিদারুণ বিরাগ। বিবাহের পর স্ত্রীর রূপমাধুরী নিয়ে আনন্দময় জীবনের জয়গান করলেও ওয়াইলড

আসলে সেই রাসকিনপন্থী। লুই ক্যারল তাঁর বিকৃত রুচি নিয়ে উদ্ভট জীবন যাপন করেছেন, রাসকিন শেষ পর্যন্ত মানসিক বিকারের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, আর ওয়াইলড অসম্মান আর দুর্নামের বোঝা মাথায় নিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেও শেষ পর্যন্ত মানসিক সুস্থতা বজায় রেখেছিলেন।

অসকারের চারিত্রিক ত্রুটির জন্য তিনি স্বয়ং কতখানি অপরাধী তা আজ পর্যন্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। মনস্তাত্ত্বিক বা মনোবিকলনবিদ সাইকিআট্রিস্টের মতে মানুষের মানসিক ও ভাবাবেগজনিত মনোভঙ্গী সম্পর্কে স্বাধীনতা আছে। প্রকৃতি মানুষের চরিত্র গঠন করে, আর সেই প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয় সমগ্র জীবনের রূপরেখা।

ওয়াইলড সর্বদাই মনে করেছেন যে জীবনের বিচিত্র পরিহাসে তাঁকে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, সে অপরাধ তাঁর স্বকৃত, এ কথা তিনি বারবার বলেছেন। যে প্রেমের কোনও সংজ্ঞা নেই, নাম নেই সেই প্রেমের জয়গান করেছেন অসকার ওয়াইলড, কিন্তু সেই প্রেমই তাঁর জীবনে এক বিরাট বোঝা হয়ে পরিণামে বিচিত্র অভিশাপে পরিণত হয়েছে।

যাঁরা নট, তাঁরা ভাগ্যবান। কমেডি কিংবা ট্র্যাজেডি কোন নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে তা তাঁরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারেন, কিন্তু জীবন-নাট্যে আনন্দ বা দুঃখভোগে কারো নিজস্ব বাসনা কার্যকরী নয়, সেই নাটকের ভূমিকার অন্য রূপ।

এই পতনের মুহূর্তে অসকারের বয়স মাত্র চল্লিশ বছর, দেহে মেদস্ফীতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে, তথাপি তিনি সমাজের মধ্যমণি, বিদগ্ধ সমাজের মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের চেয়ে উঁচুতলার সমাজে আসনলাভ করার প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশী। যারা সমাজে সর্বোত্তম, তিনি তাদের সঙ্গে ঘোরা ফেরা করতেন। সরসতা যাঁদের প্রিয় অসকার তাঁদেরও প্রিয়। গৃহকর্ত্রীরা জানতেন অসকারের আগমনে

তাঁর পার্টিটা ভালোভাবে জমবে।. ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছেন—I have known no more charming no more quickening no more delightful spirit.

এই অসকারের জীবনে সেই রজনীতে নিদারুণ অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

দুই

জনক-জননী

অসকার ওয়াইলডের পিতৃদেব চক্ষু-চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, এ ছাড়া প্রত্নতত্ত্ববিদ ও পুরাতত্ত্ব-গবেষক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ডাবলিন শহরে তাঁর পূর্বপুরুষরা ইংলণ্ড থেকে এসে ঘর বেঁধেছিলেন। বার্নাড শ, সেরিডান প্রভৃতির মত অসকাব ওয়াইলডের পরিবারবর্গ ইংরাজবংশোদ্ভুত। অসকারের প্রপিতামহ র‍্যালফ ওয়াইলড সপ্তদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ডাবলিনে এসেছিলেন। ধর্মবিশ্বাসে এঁরা প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টান। ওয়াইলডের প্রপিতামহী, পিতামহী ও জননী সকলেই আইরিশ বংশজাত। (এই ডাবলিন শহরেই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে অসকার ওয়াইলড ভূমিষ্ঠ হন।) তাঁর আর একটি ভাই ছিল দু বছরের বড়, নাম উইলিয়াম, আর পরে একটি বোন আইসোলা অতি অল্প বয়সেই মারা যায়। অন্য মতে ওয়াইলডের জন্ম হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

এই পরিবারের সন্তানরা পোরটোরা রয়্যাল স্কুল এবং ট্রিনিটি কলেজে পড়াশুনা করেছেন। অসকারও বাল্য ও শৈশবে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেছেন এবং কৃতী ছাত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুড়ি বছর বয়সে ম্যাগদালেন কলেজ, অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। কবিতা রচনায় শ্রেষ্ঠ হয়ে নিউডিগেট প্রাইজ লাভ করেন।

অসকার ওয়াইলডের প্রথম জীবনীকার রবার্ট সেরার্ড অসকার চরিত্রে বংশানুক্রম কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা বিশদভাবে দেখিয়েছেন। এর ফলে উত্তরকালে তাঁর সকল জীবনীকারই সেই সূত্র ধরে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, এবং অসকারের অপরাধের বোঝা তাঁর পূর্বপুরুষদের ওপর চাপিয়েছেন। তাঁর পিতামহীর পরিবারবর্গ আভিজাত্যে কুলীন হলেও 'very unstable mentality'-র জন্য কুখ্যাত ছিলেন। অসকারের জননী ছিলেন উগ্রস্বভাবের এবং বাতিকগ্রস্ত, আর তাঁর পিতার চরিত্রের খ্যাতি ছিল না।

প্রাচীন যুগের বিখ্যাত লেখক চার্লস মাতুরিন ছিলেন অসকার-জননীর খুল্ল-পিতামহ। উদ্ভট এবং অবাস্তব কাহিনীকার হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। অসকার-জননী এবং স্বয়ং অসকার এই বাতিকগ্রস্তের দ্বারা পরোক্ষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এই মাতুরিনের "Melmoth the Wanderer" নামক কাহিনা পড়ে তরুণ বয়সে থ্যাকারে ভয়, আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় আকুল হয়েছিলেন। বালজাকও তাঁর রচনা পড়ে তাঁকে বায়রন, মলেয়ার প্রভৃতির সমশ্রেণীর বলেছিলেন, অবশ্য কালের বিচারে আজ তিনি বিস্মৃত। অসকার কিন্তু বালজাকের অভিমত মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর আদর্শ লেখকদের মধ্যে বালজাক অন্যতম ছিলেন। বাল্যকালে তাঁর প্রস্তর-মূর্তির দিকে গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন ওয়াইলড।

ডাঃ ওয়াইলডের যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স ছত্রিশ, স্ত্রীর বয়স পঁচিশ। ডাঃ ওয়াইলড ছিলেন খর্বকায়, স্ত্রী দীর্ঘাঙ্গী। স্ত্রীর আকৃতি সুন্দর, সুদৃঢ় ও সুগঠিত, তার পাশে ডাঃ ওয়াইলড নেহাত অকিঞ্চিৎকর—যেন হাতির গলায় ঘণ্টা। কিন্তু ভদ্রলোকের চরিত্রে আইরিশ বৈশিষ্ট্য ছিল—সীমাহীন লাম্পট্য ও কামুকতার জন্য আইরিশদের অখ্যাতি ছিল।

আকৃতি যাই হোক, ডাঃ ওয়াইলডের রমণীকুলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল, অসংখ্য প্রেমলীলার জন্য তাঁর দুর্নাম ছিল, কিন্তু চিকিৎসক

হিসাবে ডাঃ ওয়াইলড বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কুইন ভিক্টোরিয়ার চিকিৎসক হিসাবে তিনি তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন, অবশ্য কখনও তাঁর চিকিৎসা করেননি। তা ছাড়া আইরিশ লোকগীতির সংগ্রাহক, প্রত্নতত্ত্ব-গবেষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। মেকলে যখন ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহের জন্য আয়ার্লাণ্ডে গিয়েছিলেন, তখন ডাঃ ওয়াইলড তাঁকে বহু ঐতিহাসিক স্থান দেখিয়েছিলেন, প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন তাঁর নখদর্পণে ছিল।

জেন ফ্রানসেসকা সাধারণ প্রকৃতির মহিলা ছিলেন না। তিনি কল্পলোকের প্রাণী ছিলেন, সাধারণ মতামত তিনি গ্রাহ্য করতেন না। অতি-নাটকীয় পরিবেশে স্বরচিত স্বপ্নরাজ্যে তিনি বিচরণ করতেন। বাল্যকালে তিনি জোন অব আর্কের পদাঙ্ক অনুসরণে বিপ্লবী নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করে ফেনিয়ানদের স্যাকসন শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার জন্য প্রেরণা দান করেছিলেন। ছদ্মনামে কবিতা ও গদ্য রচনায় বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। Jacta Alea Est নামক একটি রচনা 'Speranza' এই ছদ্মনামে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখের 'Nation' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎক্ষণাৎ সেই পত্রিকা নিষিদ্ধ হয় এবং ভাইসরয় রাজদ্রোহের দায়ে সম্পাদককে অভিযুক্ত করেন। তিনি লিখেছিলেন—"One instant to take breath,and then a rising ; a rush, a charge from north, south, east and west upon the English garrison, *and the land is ours.*"

পত্রিকা-সম্পাদক গেভান ডাফির রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচার হল। বিচারকালে যখন অ্যাটর্নি জেনারেল প্রবন্ধগুলির অংশবিশেষ পড়ে ডাফির অপরাধ বর্ণনা করছিলেন তখন জেন শ্রোতাদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—এই রচনা আমার, এর জন্য শাস্তি যদি যদি পেতে হয়, সেই শাস্তি আমার প্রাপ্য।

আদালত তাঁকে থামিয়ে দিলেন, আদালতের সম্ভ্রমহানি হচ্ছে। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির ফলে জুরিরা একমত হতে পারেন নি। এর পর ইয়ং আয়র্লাণ্ড মুভমেণ্টের নেতৃবৃন্দ 'ভ্যান ডিমেন'স ল্যাণ্ড' (এ দেশের আন্দামান) নামক বন্দীশালায় প্রেরিত হলেন। ফেনিয়ান সিনফিনের চেষ্টায় আয়ার্লাণ্ড অবশেষে স্বাধীন রিপাব্লিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ডাঃ ওয়াইলডের এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় গোপন সমর্থন ছিল। নিচেল এবং তাঁর দলবলের কারাদণ্ডের তিন বছর পরে তিনি এই বিপ্লবী নায়িকা জেনকে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিবাহ করেন।

এই জোন অব আর্কের গর্ভে অসকারের জন্ম। জননীর বাসনা ছিল কন্যাসন্তানের, তাই পুত্র অসকারকে তিনি মেয়েদের পোশাক পরিয়ে সাজিয়ে রাখতেন। জনৈক বান্ধবীকে তিনি লিখেছিলেন—"A Joan of Arc was never meant for marriage, so here I am, bound heart and soul to the home hearth. Behold me, Speranza, rocking a cardle at this present writing in which lies my second son—a babe of one month old the 16th of this month, November, and as large and fine and healthy as if he were three months. He is to be called Oscar Fingal Wilde. Is not that grand, misty and Ossianic ?"

ওঁদের বাড়িতে প্রতিদিন বৈঠক বসত। ডাঃ ওয়াইলডের বাউণ্ডুলের দল মদ্যপান আর নৈশভোজের হুল্লোড়ে মত্ত আর একদিকে তাঁর স্ত্রী ছিলেন সমসাময়িক লেখকদের সাহিত্যিক প্রেরণা। তাঁর প্রদত্ত ভোজসভায় সাহিত্যিক শিল্পী প্রভৃতি প্রতিভাধরদের ভিড় জমত। এই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি-সম্পন্ন জনকজননীর সন্তান অসকার স্বাভাবিক কারণেই অতি অল্প বয়সে আপনাকে অপরের চেয়ে স্বতন্ত্র

মনে করতে শুরু করলেন। আট বছর বয়সেই তিনি "learnt the ways to shores of old romance and had seen apples plucked from the tree of knowledge"।

অসকারের যখন দশ বছর বয়স তখনই ডাক্তার ওয়াইলড নাইটত্ব লাভ করেন। সুইডেনের সম্রাটের কাছে "অর্ডার অব দি পোলার স্টার" সম্মান লাভ করলেন। রয়্যাল আইরিশ অ্যাকাডেমি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা ও দানের স্বীকৃতিতে 'কানিংহ্যাম মেডাল' দান করলেন। সুতরাং "অসকার ফিংগেল ও' ফ্লাহার্টি উইলস্ ওয়াইলড," সাধারণের চাইতে স্বতন্ত্র, নিজের নামটিকে সংক্ষিপ্ত করে করলেন শুধু অসকার ওয়াইলড।

ডাবলিন তাই অসকার ওয়াইলডকে স্বদেশপ্রেমিক কবি হিসাবে পায় নি। আইরিশ স্বাধীনতা-সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলেছে। এদিকে ইংলণ্ডে আইরিশদের ওপর প্রচণ্ড বিরূপতা, সেখানে নাটকে পরিহাসের চরিত্র সর্বদা একজন আইরিশম্যান। ইংরেজরা বাড়ির চাকর পর্যন্ত আইরিশম্যান রাখতে চান না বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। আইরিশ আত্মীয়-আত্মীয়াকে লণ্ডনে উপেক্ষা করা হত। তাই স্কুল কলেজ ছেড়ে অসকার ওয়াইলড বিশ্বপ্রেমিক হিসাবে লণ্ডনের সমাজজীবনে প্রবেশ করলেন, সেখানেই তাঁর আইরিশ জীবনের সমাপ্তি।

এই কালেই ডাঃ ওয়াইলডের জীবনে এক প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাবলিনের বিচারশালায় ডাঃ ওয়াইলডের নামে যে কুখ্যাত মামলা শুরু হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অসকার ওয়াইলডের মামলা যেন তারই পরিশিষ্ট।

মেরী ট্রাভার্স ট্রিনিটি কলেজের এক অধ্যাপকের মেয়ে। চিকিৎসা উপলক্ষে ডাঃ ওয়াইলডের সঙ্গে তাঁর রোগিণী মেরীর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সেই ঘনিষ্ঠতা পরে শারীরিক অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। বহু

অর্থ ও সময় তার পিছনে ব্যয় করেছেন ডাঃ ওয়াইলড। ডাক্তারের স্ত্রী জেন ঘটনাটি জানতে পেরেছিলেন, তবে স্বামীর চরিত্র তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তাই ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। মেরী যদিও জানত ডাক্তার একনিষ্ঠ প্রেমিকগোষ্ঠির মানুষ নয়, তবু সে ডাক্তারকে একান্তভাবে পাওয়ার চেষ্টায় ছিল। ডাক্তার যথাকালে তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে লাগলেন। বাড়ির একজন হওয়ার চেষ্টায় বেশী মেলামেশা করতে গিয়ে মেরী একদিন যখন শয়নকক্ষে উপস্থিত হল, তখন জেন তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মেরী কিন্তু এত সহজে ছাড়ার পাত্রী নয়। ডাক্তার তাকে পোশাক অলঙ্কার অর্থ ইত্যাদি দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করলেন। উপহারগুলি গ্রহণ করল মেরী প্রেমের পুরস্কার হিসাবে। তারপর ডাক্তার মেরীকে অষ্ট্রেলিয়ায় তার ভাইয়ের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করলেন, এমনকি যাওয়ার ভাড়া পর্যন্ত দিলেন। সেই টাকা নিয়ে মেরী লিভারপুল ঘুরে ফিরে এল। আর একবার টাকা নিয়ে আবার লিভারপুল ঘুরে ফিরে এল মেরী। এতদিনে সে বুঝল ডাঃ ওয়াইলডের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। আগ্রহ ও আন্তরিকতার অবসান ঘটেছে। তার ওপর ডাক্তার-গৃহিণীর এই অপমান আর উপেক্ষা মেরীকে উত্তেজিত করে তুলল। সে কিছু পুস্তিকা সর্বত্র ছাপিয়ে বিতরণ করল—বিশেষতঃ ডাক্তারের বন্ধু, আত্মীয় এবং রোগীমহলে। মেরিয়ন স্কোয়ারের বাড়িতে লেডী ওয়াইলডের কাছেও পাঠানো হল।

মেরীর পুস্তিকা-বর্ণিত “Dr. Quilp” তাঁর রোগিণীকে প্রথমে ক্লোরোফর্ম করে পরে তাঁর ওপর দৈহিক সংসর্গ করেছেন, এই সব কথা বেশ রসালো করে লেখা ছিল। কেলেঙ্কারির চানাচুর সকলেই মুখরোচক মনে করে, তাই সর্বত্র এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল। Dr. Quilp-ই যে ডাঃ ওয়াইলড সে আর কারও বুঝতে বাকী রইল না।

লেডী ওয়াইলড ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রের সমুদ্র-উপকূলে বেড়াতে

গিয়েছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে ওই পুস্তকা বিক্রি করতে চাইত। অবশেষে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ডাক্তার ট্রাভার্সকে একখানি চিঠি লিখলেন—

'আপনার কন্যার অভব্য আচরণের কথা আপনার হয়তো জানা নেই, সে এই সমুদ্রতীরে নিম্নশ্রেণীর খবরের কাগজ বিক্রিওয়ালাদের সঙ্গে মিশে আমার নামে কুৎসা প্রচার করে, এমনকি তার রচিত পুস্তিকাতে তার সঙ্গে ডাঃ ওয়াইলডের অবৈধ সংসর্গের ইঙ্গিতও দিয়েছে। সে যদি তার নাম কলঙ্কিত করতে চায় আমার কিছুই বলবার নেই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আমাকে অপমান করা এবং কিছু অর্থ লাভ। সার্ উইলিয়াম ওয়াইলডের কাছে সে ভীতিপ্রদর্শন করে অনেক চিঠি লিখেছে। আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করি, কোনও ভীতিপ্রদর্শন বা অতিরিক্ত অপমান প্রচেষ্টার ফলে আর টাকা পাওয়া যাবে না। যে কলঙ্কের মূল্য সে চায়, তা সে কখনই পাবে না।

জেন. এফ. ওয়াইলড।

এই চিঠিখানি কয়েক দিন পরে আকস্মিক ভাবে মেরীর হাতে পড়ে। ডাঃ ওয়াইলড কিছুই জানতেন না, তিনি তখন ডাবলিনে। জানলে হয়ত কিছুতেই চিঠি পাঠাতেন না। তিনি ফিরে আসার পরও তাঁকে ঘটনাটি জানানো হয় নি। লেডী ওয়াইলড মনে করেছিলেন সমগ্র ঘটনার ওপর যবনিকা পতন হয়েছে।

এই চিঠিটা ভিত্তি করে মিস মেরী ট্রাভার্স এক মানহানির মামলা আনলেন। মানহানি বাবদ ২০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের দাবি করলেন লেডি ওয়াইলডের কাছ থেকে, ডাঃ ওয়াইলডকেও এই অপরাধে সংযুক্ত করা হল সহযোগী প্রতিবাদী হিসাবে। মামলা শুরু হল।

জুরিদের কাছে বলা হল ক্লোরোফর্ম করা অচৈতন্য অবস্থায় ডাঃ ওয়াইলড তার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ করেছেন। তার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়েছেন।

লেডী ওয়াইলডের পক্ষে উকীল মেরীকে প্রশ্ন করলেন—এই ঘটনার কথা তুমি কাউকে জানিয়েছিলে ?

মিস ট্রাভার্স। না।

তোমার বাবাকে ?

না।

কেন জানাও নি ?

তাঁকে আর কষ্ট দিতে চাই নি।

কিন্তু এই ভীষণ ব্যাপারের পরও তুমি ডাঃ ওয়াইলডের কাছে আবার গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ।

শুধু একবার নয় বারবার গিয়েছিলে, না যাও নি ?

হ্যাঁ।

আর কোনোদিন কি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ?

হ্যাঁ!

দ্বিতীয় অপরাধের পরও আবার গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ!

আবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ?

হ্যাঁ।

তবু তুমি আবার তাঁর কাছে গিয়েছ ?

হ্যাঁ।

যে ব্যক্তি তোমার এই সর্বনাশ করেছে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ ?

হ্যাঁ।

ক্লোরোফর্ম সম্পর্কে মিস ট্রাভার্স বিশেষ কিছু বলতে পারে নি। ক্লোরোফর্ম কি রকম দেখতে তাই তার জানা নেই। তার গন্ধও জানা নেই, এবং শপথ করে বলতে পারে না ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে কি না। ক্লোরোফর্ম কথাটি বলার উদ্দেশ্য যে তার সংজ্ঞা ছিল না।

লেডী ওয়াইলড বেশী মাত্রায় প্রতিবাদ করায় এবং তাঁর স্বামীর চরিত্রে তাঁর কোনোরকম সন্দেহ নেই—এই কথা বলায় জুরিরা বিরক্ত হলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন—

মেরী কি আপনাকে চিঠি লিখেছিল যে ডাঃ ওয়াইলড তার ওপর অসঙ্গত ব্যবহার করেছেন?

হ্যাঁ, আমি তার জবাব দিই নি, কোনও আগ্রহ প্রকাশ করি নি।

লেডী ওয়াইলডের এই কথায় আদালত বিস্মিত হল। সার্ উইলিয়াম জুরিদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে কিছুতেই রাজী হলেন না। মেয়েটিও মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। জুরিরা বিচারে মিস ট্রাভার্সের ক্ষতিপূরণ বাবদ মাত্র এক ফার্দিং জরিমানা মূল্য নির্ধারিত করলেন। অর্থাৎ দুপক্ষকেই শাস্তি দেওয়া হল।

কিন্তু সার্ উইলিয়ামের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা সমস্ত নষ্ট হল। লেডী ওয়াইলড আর তাঁর পুরানো গরিমায় ফিরতে পারলেন না। তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। সকলে বলল, এর জন্য এই কলঙ্কই দায়ী। কেউ বলল, পাপের ফল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন মারা গেলেন তখন অসকার ওয়াইলড অক্সফোর্ডের আণ্ডারগ্রাজুয়েট। যাঁর জীবন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সুরু হয়েছিল তার পরিণতি ঘটেছিল সাহিত্য-প্রীতিতে। তাঁর বাড়িতে যে সব মজলিস বসত তা শুধু সাহিত্যের মজলিস। স্বামীর খাতিরে কখনও হয়ত বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উঠত আর পুত্র উইলির জন্য আইন প্রসঙ্গ। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জননী জেনের এই আগ্রহ ওয়াইলডের জীবনে প্রতিফলিত

ডাঃ ওয়াইলড অনেক দিন রোগশয্যায় ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ধরে মেরিয়ান স্কোয়ার ভবনে প্রতিদিন প্রাতে একজন অবগুণ্ঠনবতী মহিলা এসে রোগশয্যায় উপস্থিত থাকতেন। কোনো কথাবার্তা না

বলে তিনি নীরবে সারাদিন ডাঃ ওয়াইলডের রোগশয্যার শিয়রে বসে থাকতেন, দিনের পর দিন। কেউ তাঁকে বাধা দিত না, লেডী ওয়াইলড তো নয়ই। তিনি সোজা ওপরে উঠে গিয়ে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসতেন, একবারও মুখের আবরণ খুলতেন না। অসকার বলেছেন, 'পৃথিবীর কোনও রমণীই হয়তো এই দৃশ্য দিনের পর দিন সহ্য করত না কিন্তু আমার জননী তা করেছেন, কারণ তাঁর মনে ঈর্ষা ছিল না, তিনি আমার পিতৃদেবকে সত্যই ভালবাসতেন।' লেডী ওয়াইলড এই মৃত্যুপথযাত্রীর মনে শান্তি ও সান্ত্বনার প্রয়োজন বুঝেছিলেন, তাই তিনি মহিলাটির এই নিয়মিত উপস্থিতিতে বিরক্ত হন নি, আর সার্ ওয়াইলড স্ত্রীর করুণা ও মমতায় কৃতজ্ঞচিত্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তিন

অক্সফোর্ডের দিন

সর্বোত্তম ক্লাসিক্যাল স্কলার হিসাবে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অসকার পোরটোরা গোল্ড মেডেল পেলেন, প্রশ্নোত্তরের সময় তাঁর উত্তরে সবাই মুগ্ধ হলেন। স্বুবর্ণ অক্ষরে তাঁর নাম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি ফলকে আঁটা হল, অনেক বছর পরে অবশ্য এই নাম মুছে দেওয়ার আদেশ হয় তাঁর শেষজীবনের দুর্নামের ফলে। প্রকৃতি অবশ্য এই অসম্মানের হাত থেকে অসকারকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন, স্কুল-বাড়ির প্রাচীরে দারুণ ফাটল হওয়ায় সেই ফলক আপনা থেকেই ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল।

ট্রিনিটি কলেজ, ডাবলিনে অসকার ক্লাসিকসে বিশেষ সাফল্যলাভ করলেন, প্রথম দিনের পরীক্ষায় (ব্যাকরণ ও প্রাথমিক তত্ত্ব) মাঝামাঝি, আর দ্বিতীয় উচ্চতর ক্লাসিকসে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে

গেলেন। অসকারের এই বৈশিষ্ট্য, অঙ্কে কাঁচা, ব্যাকরণে মাঝামাঝি কিন্তু অন্য বিচারে তিনি সর্বোত্তম। ট্রিনিটিতে এক বছর পড়ার মধ্যেই অসকার এমন একটি বৃত্তিলাভ করলেন যা তাঁর সমগ্র কলেজ-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু তিনি অক্সফোর্ডে ছুটলেন ভাগ্যপরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এই ট্রিনিটিতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন এডওয়ার্ড কার্স'ন, কলেজের পড়াশোনায় অসকার তাঁকে পরাজিত করলেও উত্তরকালে বিচারশালায় এই ঈর্ষাপরায়ণ কার্স'নই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার সর্বনাশ করেছেন।

অসকার বার্কলে গোল্ড মেডেল আর তাঁর অধ্যাপক মাহাফির প্রসন্ন আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ট্রিনিটি থেকে অক্সফোর্ডে এলেন। রেভারেণ্ড জন পেটল্যাণ্ড মাহাফি ট্রিনিটির জুনিয়ার ডীন। সেইকালে তাঁর মত হেলেনীয় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। চার্চ অব ইংলণ্ডের যাজকত্বে অভিষিক্ত হলেও তাঁর স্বর্গপুরী গ্রীসে। নিজের নামের আগে 'রেভারেণ্ড' উপাধি তিনি বর্জন করেছিলেন। ওয়াইলডের মনে তিনি গ্রাস আর রোম নিয়ে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। ট্রিনিটিতে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং উত্তরকালে মাহাফির গ্রীক সমাজ-জীবন সংক্রান্ত গ্রন্থটি ছাত্র অসকার ওয়াইলড পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন। স্কুলের মত ট্রিনিটিতেও অসকার নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন, খেলাধূলায় যোগ দিতেন না, শুধু সহমর্মিতার দিক থেকে পেয়েছিলেন মাহাফির মূল্যবান সংসর্গ।

স্কুলে পড়ার সময় ছোট বোন আইসোলার মৃত্যু হয়। অসকারের জীবনে এই প্রথম শোক। সে সময় তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর। বালক অসকারের মনে এই শোক এত নিদারুণ হয়ে বেজেছিল যে তা ভুলতে অনেক সময় লেগেছিল। যে মেয়েটি তাঁর কাছে "a little ray of sunshine dancing about our home" বলে মনে হয়েছিল, তার সমাধিতে তিনি নিয়মিত উপস্থিত হয়ে শোক নিবেদন করতেন। কবিতা লেখার গোড়ার যুগে অসকার এই ছোট্ট বোনটির

উদ্দেশ্যে সুন্দর একটি কবিতা লিখেছিলেন। অসকার সাহিত্যে এই কবিতাটি স্মরণীয়।

অক্সফোর্ড—অসকার ওয়াইলডের জীবনের এক স্মরণীয় কাল। স্বপ্নের অক্সফোর্ড—মাধুরী যেন আকাশ ছাপিয়ে ঝরছে। অসকার বলেছেন, 'বাবা আমাকে অক্সফোর্ডে পাঠিয়ে আমার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন।' ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াইলড অক্সফোর্ডে উপস্থিত হলেন। বছরে পঁচানব্বই পাউণ্ডের একটা বৃত্তি পেলেন অসকার—ম্যাগদালেন ডেমিশিপ। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মডারেশনে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পেলেন আর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেন। কলেজের সর্বোৎকৃষ্ট ঘরটি অসকারকে দেওয়া হল, সেই ঘর তিনি নীল চীনামাটির পাত্র আর নগ্ন ছবি দিয়ে সাজালেন। মাঝে মাঝে সেই ঘরে কবিতা পাঠের মজলিস বসত।

এরই চার বছর আগে চারুকলার শ্লেড প্রফেসার হিসাবে জন রাসকিন অক্সফোর্ডে এসেছিলেন অধ্যাপনা করতে। সেই কালে রাসকিন প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ শিখরে। রাসকিনের বক্তৃতা শোনার জন্য এত ভিড় হল যে, ম্যুজিয়মে জায়গা হল না, সকলে রাসকিনকে নিয়ে সেলডোনিয়ানের প্রশস্ত কক্ষে গিয়ে বক্তৃতা শুনতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনার ব্যাপারে এত উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায় না। রাসকিনের বক্তৃতা নাকি অতীব উপভোগ্য এবং অবিস্মরণীয়। আপনাকে জাহির করার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল রাসকিনের। অসকার যখন প্রথমবার অক্সফোর্ডে গেলেন সেই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাসকিন সপ্তাহে দুদিন বক্তৃতা দিতেন—"Aesthetic and Mathematic Schools of Florence"। রাসকিনের হালচাল জাঁকজমক ভারী মনে লাগল অসকারের, জাহির করার এই ভাবটুকু তিনি রাসকিনের কাছেই পেয়েছিলেন। রাসকিনের ব্যক্তিগত চরিত্রের যে যৌনবিকার পরে প্রচারিত হয় তা হয়তো অসকারও

জানতেন। রাসকিন তাঁর ছোট্ট মেয়ে এলিসের কাছে ডীন লিডেলের বাড়িতে নিয়মিত যেতেন। ভিক্টোরীয় যুগের তিনজন যৌন-বিকারগ্রস্ত প্রতিভাধর মানুষ একই কালে অক্সফোর্ডে দিন কাটিয়েছেন এও এক বিচিত্র ঘটনা, সেই তিনজনের নাম—জন রাসকিন, লুই ক্যারল আর অসকার ওয়াইলড।

শীর্ণদেহ, সদা অন্যমনস্ক, আপনভোলা মানুষ রাসকিন এক আশ্চর্য পরীক্ষায় মাতলেন, তাঁর নীল চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গভীর আবেগে। বক্তৃতা শেষে একদিন গ্রীষ্মসন্ধ্যায় অকস্‌ফোর্ডের হাই স্ট্রীটের পথ ধরে ছাত্রদের সঙ্গে আসার সময় তিনি বললেন—"ইংলণ্ডের যুবশক্তির কি অপচয়, ক্রিকেট খেলে, সাঁতার কেটে টেনিস ব্যাট উড়িয়ে বড় জোর তারা একটা নিকেলের পাত্র উপহার পায়, এমন কিছু কাজ করা উচিত যাতে মানুষের উপকার হয়। শ্রমটা যেন মহৎ কাজে ব্যয়িত হয়।" শীতকালে তিনি জলার ওপর একটা রাস্তা তৈরী করার জন্য ছাত্রদের আহ্বান করলেন। গ্রামবাসীদের তাতে সুবিধা হবে। দুমাস ধরে ছেলেরা এই কাজ করেছিল তাঁর নেতৃত্বে।

রাসকিনের উপদেশ অনুসারে অক্সফোর্ডের ছেলেরা উঁচু টিলা কেটে পথ বানিয়ে দিলেন। পথ অবশ্য তেমন ভাল হয় নি, কিন্তু এর প্রচার হয়েছিল প্রচণ্ড। অসকার সেই মাটি কাটার দলে ভিড়েছিলেন এবং এই সূত্রে রাসকিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সুযোগ পান। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাসকিনের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের আলোচনা চলত।

অক্সফোর্ডে অসকারের সঙ্গে আলাপ হল ডেভিড হাণ্টার ব্লেয়ারের, স্কটল্যাণ্ডের এক ব্যারন বংশের উত্তরাধিকারী। এই ছেলেটি কিন্তু অর্থ এবং সামাজিক মর্যাদা ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করল, বেনেডিকটিন মঙ্ক এবং অ্যাবট হিসাবে অধ্যাত্মজীবনের আকর্ষণ তাঁর প্রবল হল। এই বন্ধুটির সঙ্গে প্রোটেস্টাণ্ট অসকার ওয়াইলড

বিভিন্ন ক্যাথলিক সমাবেশে হাজির হতেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাসকিনের পদাঙ্কানুসরণে মিলান, পাহুয়া ভেনিস ও ভেরোনায় তীর্থ করে অসকার আরও গভীরভাবে ক্যাথলিক ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। ইতালীতে কবি অসকার ওয়াইলডের সিদ্ধিলাভ ঘটেছে এ কথা বলা যায়। ইতালী সম্পর্কে তাই বিখ্যাত সনেটে ওয়াইলড বলেছেন—

"I reached the Alps : the soul within me burned
Italia, my Italia, at thy name—"

'ডাবলিন য়ুনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে' কবি অসকার ওয়াইলডের সর্বপ্রথম কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ। "Chorus of Cloud Maidens" নামক সনেটটি সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৫)। এরপর অক্সফোর্ডে থাকাকালেই তাঁর অধিকাংশ কবিতা লিখিত, উত্তরকালে কারাগারে বসে শুধু "Ballad of Reading Gaol' রচিত হয়। পরে তিনি শুধুমাত্র গদ্যলেখক হিসাবেই আত্মনিয়োগ করলেন।

ক্লাসিক পাঠের প্রভাবেই হোক, কিংবা বন্ধু ডেভিড হাণ্টার ব্লেয়ারের আধ্যাত্মিক সাহচর্যে অসকার ওয়াইলড ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন। ধর্ম পালনের চাইতে ধর্মতত্ত্বানুসরেণই তাঁর আগ্রহ অধিক।

হাণ্টারের ক্যাথলিক ধর্মানুরাগ অসকারের মনে বিশেষ ধর্মচেতনা সৃষ্টি করে, তাঁর কাছে ওয়াইলড নিজস্ব ধর্মীয় ধারণা, তাঁর ক্যাথলিজম-প্রীতি ও সেই কারণে পিতা ও পরিজনবর্গের প্রদত্ত বাধার কথাও জানালেন। হাণ্টার ব্লেয়ারের সহযোগিতায় বিভিন্ন রোমান ক্যাথলিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন, সেণ্ট এলয়সিয়ুসে ম্যানিং-এর উপাসনা শুনতে যেতেন। ওয়াইলড ভীষণ ভাবে এই ধর্মীয় ভাবাবেগে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর ঘরে ধর্মসম্পর্কীয় চিত্রাবলী সাজানো হল, এমন কি ম্যানিং-এর ছবিও সেই সঙ্গে টাঙানো হল। বন্ধুজনেরা তাঁকে "Your Eminence" বলে বিদ্রূপ করতে শুরু করলেন। একজন

যাজককে ওয়াইলড তাঁর মনের কথা জানালেন। ধর্মযাজক তাঁকে উপদেশ দিলেন ক্যাথলিক মতে দীক্ষা নিতে, আর বললেন, 'ইতিমধ্যে তুমি কঠোর প্রার্থনা কর আর কম কথা বল।'

আর একজন যাজক বললেন, ঈশ্বরের কল্যাণস্পর্শ এখনও অসকারের শিরে বর্ষিত হয় নি। এই সময় হাণ্টার ব্লেয়ার রোমের তীর্থক্ষেত্রে কাটাবেন স্থির করলেন। অসকারকে তিনি এই তীর্থ-যাত্রায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। অসকারের হাতে তখন তেমন অর্থ নেই। হাণ্টার ব্লেয়ার সব শুনে বললেন, আমি ইস্টারের ছুটিতে রোম যাচ্ছি, ইতালীর পথে আমি মেনটনে আমার আত্মীয়ের বাড়ি থাকব, সেই সময় মনটিকারলোয় তোমার জন্য দু-এক পাউণ্ড বাজি ধরব, যদি তোমার রোম যাত্রা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তা হলে এই বাজি আমি জিতবই।

ভক্তের বোঝা ভগবান বয়, সেই দু-পাউণ্ড ষাট পাউণ্ড হয়ে গেল। ফলে ওয়াইলড জেনোয়ায় ওদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে একত্রে রোম যাত্রা করলেন। রোমের ইতিহাস, তার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, অতীতের গৌরব অসকার ওয়াইলডকে বেশী আকৃষ্ট করল, ক্যাথলিক পীঠস্থান হিসাবে রোমের যে গৌরব সে হয়তো তাঁকে তেমন স্পর্শ করে নি।

হাণ্টার ব্লেয়ার পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক ব্যবস্থা করলেন। ধর্মগুরু পোপ অসকারের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—আশা করি, ঈশ্বরের পবিত্রধামে তুমি তোমার সহযাত্রীর অনুগমন করতে পারবে।

অসকার সেদিন নিঃশব্দে সেই আশীর্বাদ মাথায় পেতে নিয়েছিলেন। হাণ্টার বলেছিলেন, 'দীর্ঘপথ আমরা নীরবে ফিরে এলাম। সারাপথ কেউ কোনও কথা বলি নি, আর সেদিনের সেই আশীর্বাদ আমার মনে হয় অসকার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত স্মরণ রেখেছিল।'

কীটসের সমাধিপার্শ্বে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রোটেস্টান্ট চার্চের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অসকার ওয়াইলড নীরবে নতজানু হয়ে বসে রইলেন। তিনি লিখেছেন, সেই দেবশিশুর অতি-সাধারণ সমাধিপার্শ্বে বসে আমার মনে হল যে এই সৌন্দর্যের পূজারীকে তার কালপূর্ণ হওয়ার আগেই হত্যা করা হয়েছে; জেনোয়াতে গাইদো অঙ্কিত সাঁ সেবাস্তিয়ান ছবি দেখেছিলাম, সেই ছবি আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। শত্রুরা গাছের সঙ্গে বেঁধে এক দেবশিশুকে নিপীড়ন করছে, তার মাথায় শুকনো সোনালী চুল, ঠোঁট দুটি লাল, গায়ের রঙ বাদামী।

শহীদ সেবাস্তিয়ান অসকারের মনে এক অপূর্ব প্রেরণা এনেছে। কীটসের সম্পর্কে অসকার তাই লিখেছেন—

"Taken from life when life and love were new,
The youngest of the martyrs here is lain
Fair as Sebastain and as early slain."

রোমের আকাশ বাতাস যখন অসকারের মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ মহাফির চিঠি এল—"Come away with me to Greece and I will make an honest pagan of you."

তৎক্ষণাৎ গ্রীসে ছুটলেন অসকার। মহাফির মতে—'সব সংস্কৃতির শেষ গ্রীসে, সব গ্রীসের পরিপূর্তি এথেন্সে, এথেন্সের চরম একরোপোলিস আর একরোপোলিসের শেষ কথা পার্থিনন।' অসকার অবশেষে একদিন পশ্চিম আকাশ যখন জ্বলছে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে অভিযান লাল সূর্যের, সেই পরম মুহূর্তে গ্রাসে এসে পৌঁছলেন। "I stood upon the soil of Greece at last."

রোমের প্রভাব গ্রীসে কেটে গেল। পরে অক্সফোর্ডে যখন হাণ্টার ব্লেয়ারের সঙ্গে দেখা হল তিনি দেখলেন অসকার সম্পূর্ণ

পরিবর্তিত, তিনি 'Hellenized' এবং 'Paganised'। ভাবাবেগাকুল অসকার সর্বদাই শেষতম প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাবেই আত্মহারা হয়েছেন।

অসকার বলতেন, "The only writers who have influenced me are Keats, Flaubert and Walter Pater and before I came across them I had already gone halfway to meet them."

সেই অক্সফোর্ডের কালে ওয়ালটার পেটার হলেন আর একজন ব্যক্তি—যাঁর প্রভাব অসকারের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। ওয়ালটার পেটার 'art for arts sake' নীতির একজন বলিষ্ঠ প্রচারক। তা ছাড়া তাঁর মত ছিল 'live dangerously,' যা কিছু সুযোগ সামনে আসবে গ্রহণ কর। পেটারের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য-স্পর্শ দেওয়ার জন্য অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হয় তিনি গোঁফ রাখলে তবে মানাবে। তিনি তাই করেছিলেন। থাকতেন অতি সাধারণভাবে, কায়ক্লেশে, আর নিজের শারীরিক কুশ্রীতার জন্য দুঃখ করতেন।

এই ওয়ালটার পেটার একদিন অসকারকে বললেন, 'দিনরাত কেবল কবিতা লেখ কেন হে? গদ্য লেখ না কেন? গদ্য-লেখা অনেক কঠিন?'

'Renaissance' পড়ার আগে ওয়ালটার পেটারের বক্তব্যটুকু ঠিক বুঝতে পারেননি অসকার। পনেরো বছর পরে অসকার লিখেছেন—"Carlyle's stormy rhetoric, Ruskin's winged and passionate eloquence, had seemed to me to spring from enthusiasm rather than from art. I do not think I knew then that even prophets correct their proofs—But Mr. Pater's essays became to me 'the golden book of spirit and sense, the holy writ of beauty.' They are still this to me."

অসকার বলেছেন হয়ত আমি বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু অত্যুক্তি যেখানে নেই, সেখানে প্রেমও নেই, আর যেখানে প্রেম নেই সেখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া নেই।

চার্লস ল্যাম্ সম্পর্কে ওয়ালটার পেটার লিখিত একটি প্রবন্ধের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে পেটার অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন। পেটার চরিত্রের এই ভীরুতা ও উৎকণ্ঠা অসকারের ভাল লাগত না। কারণ আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ। তাই এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অসকার বলেছিলেন—'দেখ একবার কাণ্ড! যে মানুষ পেটার হতে পারে কি করে সে এই ধরনের তৃতীয় শ্রেণীর পত্রিকার ইতর উক্তিতে কাতর হয় তা বুঝি না।'

লণ্ডন ইনষ্টিট্যুশনে ওয়ালটার পেটার প্রস্‌পার মেরিমে সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বিরক্তিকর। যেন আপন মনে কথা বলছেন। সভাশেষে বন্ধুদের প্রশ্ন করলেন—"I hope you all heard me?"

অসকার ওয়াইলড তৎক্ষণাৎ বললেন, "we overheard you."

পেটার অবশ্য সেদিন হেসে বলেছিলেন, সব কথারই জবাব তোমার তৈরি হয়ে থাকে দেখছি।

কিন্তু অসকারকে পেটার ভালবাসতে পারেননি। অসকারের রচনার প্রশংসা করতে পারেননি, এমন কি উত্তরকালে তাঁর সম্পর্কে অতি কদর্য উক্তিও করেছেন।

অসকার এই সব শুনে বলেছিলেন, "Yes, poor dear Pater has lived to disprove everything that he had written." লেখা এক জিনিস আর ক্ষেত্রে কর্মে তার রূপান্তরকরণ অন্য কথা।

অক্সফোর্ডের কাল শেষ হয়ে এল। ভাল ছাত্রের সুনাম অক্ষুণ্ণ

রইল। তা ছাড়া কবিতা রচনায় Newdigate Prize লাভ করলেন। বিচারকমণ্ডলী-নির্বাচিত কবিতার বিষয় ছিল সীজারের বিচরণ ভূমি, দান্তের সমাধিস্থান 'Ravenna'। সৌভাগ্যক্রমে ইতালি ভ্রমণকালে 'র‍্যাভেনা'য় গিয়েছিলেন, তরুণ কবি অসকার ব্যক্তিগত স্পর্শে কবিতাটিকে জীবন্ত করলেন। এই কবিতার গুণাগুণ নিয়ে মতভেদ আছে—কেউ বলেন অপূর্ব, চমৎকার উল্লেখনীয় লাইন কবিতাটির সর্বত্র। কঠোর সমালোচকগণ বলেন 'rhymed dictionary of mythology'। কবিতা যাই হোক কবি তাঁর কবিতা সেদিন যেভাবে আবৃত্তি করেছিলেন সেরকম নাকি তার আগে কেউ শোনেন নি। সেলডোনিয়ান থিয়েটারের ইতিহাসে (অক্সফোর্ড) এ এক অপূর্ব স্মরণীয় ঘটনা।

অক্সফোর্ডের এই অঙ্কের যবনিকা পতনের সঙ্গে অসকারের জীবনের আর একটি অঙ্কের সূত্রপাত। হান্টার ব্লেয়ার বলেছেন অক্সফোর্ডে সব কিছু আলোচনাচক্রে নেতৃত্ব ছিল অসকারের। মন্তব্য, সূক্ষ্ম উক্তি, সুতীব্র শ্লেষবাক্য, উদ্ভট ধারণা এবং সরস আলোচনায় তিনি ছিলেন দলের মধ্যমণি। এমনই এক আলোচনা সভায় সকলে চলে যাওয়ার পর দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুজনের কাছে অসকার জীবনের অভীপ্সা সম্পর্কে বলেছিলেন—

"God knows! I won't be a dried up Oxford don, anyhow,—I'll be a poet, a writer, a dramatist. Somehow or other I'll be famous, and if not famous I'll be notorious. Or perhaps—I'll rest and do nothing—These things are on the knees of the Gods. What will be, will be."

যা হওয়ার তা হবেই। অসকার একসঙ্গে প্রখ্যাত এবং কুখ্যাত হয়েছেন, আর লেখক, কবি ও নাট্যকার হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। অক্সফোর্ডের সোনালী দিনগুলি উত্তরকালে অসকারের জীবনে প্রচণ্ড

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এনেছে সন্দেহ নেই। "Magdalen Walks" নামক কবিতায় অসকার লিখেছেন—

"And even the light of the sun will fade at last
And the leaves will fall, and the bird will hasten away,
And I will be left in the snow of a flowerless day
To think of the glories of spring, and the
joys of a youth long past."

চার

নাগরিক জীবন

লণ্ডনের সমাজে অসকার প্রবেশ করলেন ধীর, মৃদু-চরণে। ষ্ট্রাণ্ডের কাছে সালিসবারি স্ট্রীটে বাসা বাঁধলেন, সেটা ফ্যাশনদোরস্ত সমাজের বাইরে। অথচ গোড়া থেকেই সমাজের শিরোমণিদের সঙ্গে অসকারের জানাশোনা, ডিউক অব নিউক্যাসলের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, এদিকে হান্টার ব্লেয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব এক বিরাট সামাজিক পাসপোর্ট। পুরানো বন্ধু রোনাল্ড সাউদারল্যাণ্ড-গাওয়ারের ভগ্নি ডাচেস অব ওয়েস্টমিনিস্টার অনেক সাহায্য করেছেন। তবু এ সব কিছু নয়, আসল জিনিস যথেষ্ট অর্থ নেই। যেটুকু আয় তা সীমাবদ্ধ, নতুন রোজগারের আশা নেই।

কবিতার বই যা প্রকাশিত হয়েছিল তার সমালোচনা হল "The cover is consummate, the paper is distinctly precious, the binding beautiful, and the type is utterly too" —কিন্তু শুধু তাই নয়, Punch লিখলেন—এই কবিতাগুলি 'Swinburne and water'।

প্রকাশক ডেভিড বোগ লেখকের টাকায় আড়াইশ কপি গ্রন্থ ডাচ হ্যাণ্ডমেড পেপারে ছাপিয়ে, পার্চমেন্টে বাঁধিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।

অথচ আশ্চর্য, চার সপ্তাহে চারবার এই কাব্যগ্রন্থটি ছেপে চারটি সংস্করণ করতে হল। কবির আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু অর্থ না থাকায় সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত। Punch আবার রসিকতা করল....

Aesthete of aesthetes
What's in a name ?
The poet is Wilde
But his poetry is fame.

সাহিত্যিক গবেষকরা কিন্তু অসকারের কাব্য প্রতিভার উৎস সন্ধানে প্রি-র‍্যাফেলাইট, জন রাসকিন, ফরাসী ইমপ্রেসনিস্ট এবং ওয়ালটার পেটারকে সংযুক্ত করলেন এই নবীন কবি প্রতিভার সঙ্গে।

রাশিয়ার নিহিলিজমের পটভূমিকায় চার অঙ্ক এক নাটক 'VERA' লিখলেন অসকার ওয়াইলড। শিক্ষানবীশ অসকারের এই প্রথম নাটক সাফল্য লাভ করল না। রুশ পটভূমি অবাস্তব এবং অবান্তর ভাবে চিত্রিত হয়েছে এই নাটকে, কারণ নাট্যকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। 'অ্যাডেলফি থিয়েটারে' নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার কথা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করতে হল।

অসকার নিজে মার্কিন অভিনেত্রী মেরী প্রেসকটকে এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেন—বর্তমান য়ুরোপে স্পেন থেকে রাশিয়া পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষের নিদারুণ আর্তনাদে অনেক সিংহাসন ও শাসনতন্ত্র টলমল। আর্টের পরিধিতে সেই সমস্যাটিকে আমি তুলে ধরেছি এই নাটকে। তবে এ নাটক রাজনীতির নয়, এ নাটক আবেগের। এতে কোনও রাষ্ট্রীয় মতবাদ নেই, আছে মানুষের মনের কথা। আমার স্বপ্নের মানুষ এই নাটকে বিচরণ করছে। ভালবাসছে পরস্পরকে। এই নিয়েই লিখেছি, এই লক্ষ্য নিয়েই তার অভিনয় হবে। এই নাটকটিকে সমালোচকরা যাই বলুন, এর মধ্যে উত্তরকালের অসকার ওয়াইলডের প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট।

বিখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক মাইলসের স্টুডিওতে লিলি ল্যাংট্রি বসে আছেন, তাঁর পোর্ট্রেট আঁকছেন মাইলস, সেই সময় অসকার ওয়াইলড হঠাৎ স্টুডিওতে এসে হাজির হলেন। অনন্যসাধারণ সুন্দরী লিলি ল্যাংট্রি। আজকালকার চিত্রতারকাদের মত এইকালের সুন্দরীদের অতি দ্রুততালে উত্থান-পতন ছিল না, লিলির সৌন্দর্যের খ্যাতি আজও অনেক কাল পেরিয়েও অম্লান হয়ে আছে। অক্সফোর্ডের বন্ধু ফ্রাঙ্ক মাইলস পেনসিল-স্কেচ-বিশারদ, এবং লিলি ল্যাংট্রির স্কেচ বিভিন্ন ভঙ্গীতে এঁকে এবং প্রকাশ করে তিনিই একরকম লিলির সৌন্দর্যখ্যাতি প্রচার করেন। সালিসবারি স্ট্রীটের যে ফ্ল্যাটে অসকার থাকতেন তারই ওপরতলায় থাকতেন ফ্রাঙ্ক। প্রতিটি মনোহারি দোকানে সেই সময়ে ফ্রাঙ্কের আঁকা লিলির স্কেচ শোভা পেত। প্রথম দর্শনেই অসকার লিখলেন—"A lily girl, not made for this world's pain."

লিলিকে অসকারের সেদিন ভেনাস ডি মিলোর চাইতে সুন্দরী মনে হয়েছিল। তাই তাঁকে এই প্রশস্তি নিবেদন। অসকার লিখলেন—

"Even to kiss her feet I am not bold,
Being o'ershadowed by the wings of awe,
Like Dante when he stood with Beatrice."

লিলি অল্প বয়েসে বেলফাস্টের বয়স্ক বিপত্নীক মিঃ ল্যাংট্রিকে বিয়ে করেন, তাঁর বাবা লি ব্রেটন ছিলেন ডীন অব জারসী। কিন্তু ভেনাস ডি মেলোর মত রূপসী মেয়ে লিলির সৌন্দর্য ল্যাংট্রির গৃহকোণে আবদ্ধ থাকার সামগ্রী নয়, তাই সারা লণ্ডনে তাঁর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। একদিন উচ্ছ্বাসের মাথায় শিল্পী ফ্রাঙ্ক মাইলস বলে উঠলেন—"I with my pencil, Oscar with his pen, will make her Joconde and the Laura of this century."

লিলির স্বামী রেস এবং জুয়া নিয়ে মত্ত, সেই হিসাবে অসকার ওয়াইলড সহচর হিসাবে বরণীয়। অসকারের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে

লিলি লিখেছেন—"One of the most alluring vioces that I have listened to."

তা ছাড়া অসকার তখন Great Asethete হিসাবে Punch পত্রিকায় কার্টুন ছবির বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত না হলেও অসকার খ্যাতি অর্জন করেছেন গোড়া থেকেই। সেই অসকার লিলিকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন—"To Helen, formerly of Troy, now of London"—এমন একটি মানুষের কাছে প্রশস্তি লাভ কার না ভাল লাগে! অসকার New Helen নামে একটি কবিতাও লিখলেন।

অসকারের এই ভাল লাগার পিছনে, ভাল পথেই হোক আর মন্দ পথেই হোক, কিছু খ্যাতি অর্জন করা প্রয়োজন, এই নীতি ছিল, এ কথা কেউ কেউ বলেন। লিলির ভক্তবৃন্দের তালিকায় যাঁরা ছিলেন তার মধ্যে প্রিন্স অব ওয়েলেস (সপ্তম এডওয়ার্ড) অন্যতম। সমাজ জীবনে যে মেয়েটি প্রচণ্ড বিস্ময়, এবং বহির্জগতেও যে নারীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, সেই মেয়েকে প্রেম নিবেদন করার পিছনে নিছক প্রেম নয়, অন্য কিছু ছিল এইকথা অনেকে বলেন।

'The Days I knew' নামক আত্মজীবনীতে লিলি লিখেছেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বাড়ির পথে ঘুরে অসকার কবিতার লাইন রচনা করতেন। একদিন ক্লান্ত হয়ে আমারই দোরগোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অনেক রাত্রে ফিরতেন মিঃ ল্যাংট্রি, ঘুমন্ত অসকারকে ডিঙিয়ে সেদিন বাড়ি ঢুকতে হয়েছিল তাঁকে।

দুজনের গভীর প্রেম জমে উঠল। সারা বসন্তকাল উভয়ে একত্রে ঘোরাঘুরি করলেন। কিন্তু অসকারের সকল চেষ্টা বৃথা হল। শিল্প বিষয়ে লিলির এতটুকু আগ্রহ নেই, লিলি নিজেই শিল্পের বিষয়বস্তু—চিনি না খেয়ে সে চিনি হতে চায়। একদিন অসকার রাসকিনকে এনে হাজির করলেন লিলির কাছে। পরিচিত হয়ে লিলি কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। এমন কি পোশাকপরিচ্ছদ সম্পর্কেও অসকারের নির্দেশ মানতে লিলি রাজী নয়।

অসকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, লিলিটাকে নিয়ে পারা যায় না, যা বলি তা কিছুতেই শুনবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আমি ওকে বলি ওর উচিত প্রতিদিন কালো পোশাক পরে, দুটি কালো ঘোড়ায় টানা কালো ভিক্টোরিয়া গাড়িতে চড়ে পার্কে বেড়ানো, সেই গাড়ির গায়ে রত্নাক্ষরে লেখা থাকবে 'Venus Annodomini'। তা ও কিছুতেই রাজী নয়।

আরও দুজন অভিনেত্রীকে ওয়াইলড প্রশস্তি জানিয়েছিলেন: একজন সারা বার্নহার্ড, 'Phedre' নামক সনেটটি তাঁকে উৎসর্গীকৃত; আর অপরার নাম এলেন টেরী, তাঁর সম্পর্কিত অসকারের কবিতা এলেনকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। এলেন পরে লিখেছেন—"The most remarkable men I have known were Whistler and Oscar Wilde."

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্র্যাণ্ডের এই বাড়ি ছেড়ে অসকার চেলসিয়ার টাইট স্ট্রীটের বাসায় উঠে গেলেন, সঙ্গে ফ্রাঙ্ক মাইলসও গেলেন। মাইলস সুপুরুষ ছিলেন। এই টাইট স্ট্রীটের বাড়িতেও সালিসবারি স্ট্রীটের বাড়ির মত পার্টি এবং মজলিসে বহু বিচিত্র মানুষ এবং প্রখ্যাত ব্যক্তি হাজির হতেন—এমন কি সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড তখন প্রিন্স অব ওয়েলস পর্যন্ত। মাইলসের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অসকারের বিচ্ছেদ ঘটে। কারণটা জানা নেই। কেউ বলেন কবিতা নিয়ে বিরোধ, সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মাইলস পরে হয় আত্মহত্যা করেন, নয়তো উম্মাদাগারে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ঠিক যে কী ঘটেছিল সে কথা অজ্ঞাত।

আর সেই শেষ বসন্তের সঙ্গেই লিলি ল্যাংট্রি বা জারসী লিলির সঙ্গে অসকারের প্রেমেরও অবসান ঘটল।

গিলবার্ট এবং স্যালিভ্যান ওপেরার দল ন্যু ইয়র্কে তখন

'Patience' নাটকের অত্যন্ত সাফল্যজনক অভিনয় করছেন। আমেরিকান ব্যুরো এই নাট্য প্রয়োজনার ব্যবস্থাপক। এঁদের হঠাৎ খেয়াল হল এই নাটকের সাফল্য আরও জমবে যদি Aesthete বা নন্দনবাদী অসকার ওয়াইলডকে আমেরিকায় আনা যায়। একটু অনুরোধ করে তাঁকে যদি উদ্ভট পোশাক পরিয়ে শহরের পথে সূর্যমুখী আর লিলি ফুল হাতে করে শোভাযাত্রাও সাজানো যায় তা হলে চমৎকার হবে। অপেরা Bunthorne চরিত্রের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হবেন অসকার।

অসকার তখন তাঁর মার সঙ্গে এক নম্বর অভিংটন স্কোয়ারে আছেন, দ'য়লি কার্টের বিজনেস্ ম্যানেজার কর্নেল মর্স ন্যু ইয়র্ক থেকে 'কেবল' করলেন—'Will you consider offer for fifty readings?" তৎক্ষণাৎ ওয়াইলড জবাব দিলেন—"Yes, if offer is good."

কর্নেল মর্স যে উদ্দেশ্যেই এই আমন্ত্রণ জানান, এই আমন্ত্রণ গ্রহণের পিছনে অসকার ওয়াইলডের একমাত্র যুক্ত ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের। স্থির হল সকল খরচ কার্টে ব্যুরো বহন করবেন আর টিকিট বিক্রির এক তৃতীয়াংশও তিনি পাবেন রয়্যালটি হিসাবে। লিভারপুর থেকে Arizona জাহাজে ক্রীসমাস ইভের রাত্রে যাত্রা করে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি অসকার ওয়াইলড ন্যু ইয়র্কে পৌঁছলেন।

য়ুনাইটেড স্টেটসে পৌঁছে কাস্টমস্ অফিসারের প্রশ্নের জবাবে অসকার বললেন—"I have nothing to declare except my genius."

সংবাদপত্রের রিপোর্ট তেমন অনুকূল না হলেও লাঞ্চ, ডিনার, টি, রিসেপশান, ডান্স, ড্রাইভ, থিয়েটার পার্টি প্রভৃতির নিমন্ত্রণ আসতে লাগল শ্রাবণের ধারার মত। এখানে তিনি অর্থ সংগ্রহে এসেছেন, আত্মপ্রচারে এসেছেন, সুতরাং একটি আমন্ত্রণও উপেক্ষণীয় নয়। প্রতিটি আসরে অসংখ্য মেয়ে উপস্থিত থাকতেন আর নানা রকমের পোশাকে

সেজে আসতেন। অসকারও তাঁদের প্রীত্যর্থে লণ্ডনের রাস্তায় যে পোশাক পরে ঘুরতেন সেই পোশাকে সাজতে শুরু করলেন। যে পোশাকে এসথেটিকস্‌রা সাজতেন, সেই পোশাক পরে অনেকে অসকারের সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হতেন, টেবিলে সূর্যমুখী এবং লিলি ফুল প্রচুর পরিমাণে সাজানো থাকত। গৃহকর্ত্রীর আসনের চাইতে কারুকার্যমণ্ডিত সুউচ্চ সিংহাসন মাননীয় অতিথি অসকারের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। দু পাশে রমণীয় রমণীদের নিয়ে আহারে বসতেন অসকার। মার্কিন নারীর সৌন্দর্যে প্রীত হয়ে অসকার বলেছিলেন—"America reminds me of one of Edgar Allan Poe's exquisite poems because it is full of belles."

এই উক্তি শোনার পর মেয়েদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—Behold the tribute of the belles! এই বলে কয়েকটি গোলাপফুল কবির ওপর বর্ষণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চতুর্দিক থেকে কবির ওপর পুষ্পবৃষ্টি শুরু করলেন। নন্দনতাত্ত্বিকের যোগ্য অভিনন্দন। পূর্বপরিকল্পনানুসারে অসকার ওয়াইলড অবশ্য বিচিত্র পোশাকে শোভাযাত্রা করে বেরোতে রাজী হন নি। তাতে অবশ্য ব্যবস্থাপকগণ ক্ষুণ্ণ হলেন।

ন্যু ইয়র্কে পৌছানর সাত দিন পরে 'চিকারিং হলে' প্রথম বক্তৃতা দিলেন অসকার ওয়াইলড। সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। বক্তৃতার বিষয় "ইংলিস রেনেসাঁস"। সুবিশাল জনতার ধারণা ছিল না অসকারের বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে, তাই অসকার যখন বিচিত্র পোশাকে বক্তৃতা-মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন শ্রোতারা ভাবছিল একটা কিছু হাস্যকর কাণ্ড ঘটবে, কিন্তু অসকার সুরু করলেন—'আপনারা মিঃ সালিভানের চমৎকার গান এবং মিঃ গিলবার্টের রসাল কৌতুক শুনেছেন তিনশ রজনী ধরে, এত রঙ্গরসের পর আপনাদের যদি একটি সন্ধ্যায় কিছু সত্যকথন শোনার অনুরোধ জানাই তা হলে হয়তো নিছক অন্যায় অনুরোধ হবে না—'

সুকণ্ঠ অসকার সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, রাসকিন এবং ওয়ালটার পেটার তাঁর বক্তৃতার মৌল ভিত্তি। সভা সার্থক হল। নন্দনতত্ত্বের জন্য আগ্রহশীল শ্রোতাদের উৎসাহে নয়, অসকারের ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বগত মাধুর্য, বক্তব্যবিষয় পেশ করার বৈচিত্র্য এবং ভঙ্গিমা, মনোহর কণ্ঠস্বর, তা ছাড়া তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিশেষ করে চোখে লেগেছে। তখনকার দিনে অক্সফোর্ডে গড়া মানুষ আমেরিকা তেমন দেখেনি। (চার্লস ডিকেন্সের পর যুক্তরাষ্ট্রে এমন সম্মান আর কোনও বক্তা পান নি।)

একজন উৎসাহী মহিলা বলেছিল, ন্যু ইয়র্কে আপনার এই সম্মান, বোষ্টনে আপনার পুজো হবে।

হার্ভার্ডের ছেলেরা বাটনহোলে একটি করে বিরাট লিলি ফুল গুঁজে আর হাতে সূর্যমুখী ফুল নিয়ে শোভাযাত্রা বার করল। অসকার বললেন, 'আমার চারদিকে দেখছি এসথেটিক মুভমেণ্টের চিহ্ন। কিন্তু আমার চারপাশ দেখে বলতে ইচ্ছে করে—ঈশ্বর, চেলাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।'

ন্যু হ্যাভেনের ছাত্ররাও তাঁকে বিদ্রূপ করার চেষ্টা করেছিল। প্রত্যেকে টকটকে লাল টাই গলায় এঁটে, হাতে একটি সূর্যমুখী ফুল নিয়ে শোভাযাত্রা বার করল, সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে রইলেন এক বিরাটাকৃতি নিগ্রো। বক্তৃতাসভার গ্যালারিতে বসে তারা কিন্তু বক্তাকে বিরক্ত বা বিব্রত করে নি।

লিডভীলে খনি শ্রমিকদের আধিপত্য। সবাই বলেছিল যে ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা কঠিন। অন্ততঃ ম্যানেজার গুলি খাবে, কারণ ওখানকার সবাই রিভলবার ট্যাঁকে নিয়ে ঘোরে ও কথায় কথায় গুলি চালায়।

অসকার অদম্য উৎসাহে সেখানে বেনভেনুতো চেলিনির আত্মকথা পাঠ করে শোনালেন। সবাই খুশী হয়ে প্রশ্ন করল, সেই চেলিনিকে কেন সঙ্গে আনলেন না?

অসকার জবাবে বললেন, আনতুম, কিন্তু মৃত্যু প্রতিবন্ধক, লোকটি মারা গেছেন।

একজন প্রশ্ন করল, কে তাঁকে গুলি করেছিল?

যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালে অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্, লংফেলো, লুইসা এলকট, জেফারসন ডেভিস, হেনরী ওয়ার্ড বীচার, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান অসকার। তাঁরা সবাই তাঁকে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন।

কামডেনে হুইটম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন অসকার। হুইটম্যানের বয়স তখন তেষট্টি আর ওয়াইলডের সাতাশ। সুইনবার্ন, রসেটি, মরিস, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর আলোচনা হল। অসকার এঁদের সকলের সম্পর্কেই বিশেষভাবে আলোচনা করলেন। বৃদ্ধ হুইটম্যানের খুব পছন্দ হল অসকারকে, তিনি বললেন, আমি তোমাকে অসকার বলেই ডাকি?

নিশ্চয়ই, আমিও তাই ভালবাসি।

মহাকবির পায়ের কাছে বসে অসকার বললেন, কারও বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে যদি তেমন সৌন্দর্য না থাকে বা তাঁর বলার ভঙ্গি যদি মনোহর না হয় তা হলে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি তাঁর কথা শুনতে পারি না।

হুইটম্যান বললেন, কেন অসকার? তা কেন? যে মানুষ সৌন্দর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, সে এমনই মরে আছে। আমার মতে সৌন্দর্য একটি সম্পূর্ণ যোগফল, আকারবিহীন নিছক বিমূর্তন (abstraction) মাত্র নয়!

ওয়াইলড হুইটম্যানের যুক্তি মেনে নিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন। মনে পড়েছে আপনি বলেছেন, "All beauty comes from beautiful blood and a beautiful brain."

এইভাবে দুঘণ্টা আলোচনা চলল। অবশেষে হুইটম্যান

বললেন, অসকার, নিশ্চয়ই তোমার তৃষ্ণা পাচ্ছে, একটু ঘোল করে দিই।

বড় এক গ্লাস ঘোল করে অসকারকে দিলেন হুইটম্যান।

আশীর্বাদ করলেন, গুডবাই অসকার! গড্ ব্লেস ইউ!

হুইটম্যান ভারী খুশী হয়েছিলেন। লণ্ডনস্থ এক বন্ধুকে লিখলেন- "Have you met Oscar Wide? He is a fine, large, handsome youngster and has the good sense to take a fancy on me."

য়ুনাইটেড স্টেটস থেকে কুইবেক, মনট্রিয়েল ও টোরনটো বেড়াতে বেড়াতে গেলেন অসকার। নায়াগ্রা প্রপাত তাঁর মনে লাগেনি। আমেরিকা সম্পর্কে ওয়াইলডের অনেক চমকপ্রদ উক্তি আছে, তার মধ্যে আমেরিকান সম্পর্কে—"....American women are charming, but American men—alas!"

(আর আমেরিকার কাছে "Art has no marvel, and beauty no meaning, and the past no message." এই তাঁর বাণী।)

ফিলাডেলফিয়ায় ওয়াইলড জনৈক প্রকাশকের সঙ্গে ব্যবস্থা করে তাঁর বন্ধু জেমস রেনেল রডের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। রেনেল রড অসকারের মত অকস্‌ফোর্ডে নিউডিগেট পুরস্কার পেয়েছিলেন। কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করা হল, 'Rose Leaf & Apple Leaf'— আর বইটির অত্যন্ত শোভন সংস্করণ প্রকাশ করলেন প্রকাশক। গ্রন্থটিতে ওয়াইলড নিজেই উৎসর্গ পত্র লিখলেন—

"To Oscar Wilde, 'Heart's brother'
These few songs and many to come—"

কবির বিনা অনুমতিতে রচিত এই উৎসর্গ পত্র এবং শেষের লাইনটি রেনেল রডকে ক্ষিপ্ত করল। প্রকাশককে নির্দেশ দিয়ে সেই উৎসর্গ পত্র পরিত্যক্ত হল। এই গ্রন্থের 'ENVOI' নামে যে ভূমিকা

স্বয়ং ওয়াইলড লিখেছিলেন সেই ভূমিকাটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল ভ্রমণেই কাটল। সময় পেলেই অবশ্য 'The Duchess of Padua' নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত সংলাপ লিখেছেন। আশা ছিল মেরী এনডারসন এই নাটকটি প্রযোজনা করবেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে লিলি ল্যাংট্রি ন্যু ইয়র্কে এলেন। তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে অসকার বললেন, "I would rather have discovered Mrs Langtry than have made the discovery of America." ন্যু ইয়র্ক রঙ্গমঞ্চে টম টেলর লিখিত 'An Unequal Macth' নামক নাটকে লিলি ল্যাংট্রি অবতীর্ণ হন। সেই নাটকের প্রথম অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গেই 'New York Herald'-এর গেস্ট ক্রিটিক হিসাবে লিখেছেন অসকার। অভিনয়ের প্রশংসা করতে না পেরে অভিনেত্রীর সৌন্দর্য সম্পর্কে লিখেছিলেন—"Pure Greek it is—" ইত্যাদি।

মোটামুটি যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ সফল হয়েছিল অসকার ওয়াইলডের। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারীতে তিনি ইংলণ্ডে ফিরলেন একরকম সাবালক হয়ে। অনেক জ্ঞান বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও। ব্যবসাবুদ্ধি হয়েছে। পুরানো মুদ্রাদোষ বিলুপ্ত। তা ছাড়া 'aesthete' অসকার ওয়াইলডের যে সব বাতিক ছিল তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। ইংলণ্ডে প্রবেশ করলেন নতুন সুসংস্কৃত অসকার ওয়াইলড।

পাঁচ

প্রথম বন্ধু

দিনকতক মার্কিনি সফরে গল্পগুজবে লণ্ডনের আসর জমিয়ে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অসকার প্যারী ভ্রমণে গেলেন, এবং তিন মাস পরে একেবারে রিক্ত হয়ে ফিরে এলেন। উদ্দেশ্য ছিল মেরী

এনডারসনের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটিকটি শেষ করা। গোড়া থেকেই বালজাক সম্পর্কে দারুন শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল অসকারের এবং শেষ পর্যন্ত সেই শ্রদ্ধা অটুট ছিল। বালজাক সাদা ড্রেসিং গাউন পরে সন্ন্যাসীর মত ঝলঝলে পোশাকে লিখতেন, অসকারও তেমনই একটি পোশাক তৈরি করলেন। লিখবেন সেই পোশাক পরে, এমন কি বেড়ানোর ছড়িটা পর্যন্ত বালজাকের হাতির-দাঁতের ছড়ির অনুকরণে গড়ানো হল। লেখার সময় আশেপাশে প্রখ্যাত লেখকদের গ্রন্থ বা জীবনী ছড়ানো রইল।

অসকার এক বন্ধুকে লিখলেন, 'প্রথম যুগের অসকার এখন মৃত, এখন অসকারের দ্বিতীয় পর্ব, এই অসকারের সঙ্গে পিকাডিলির পথে সূর্যমুখী হাতে নিয়ে যে লম্বাচুল মানুষটি ঘুরে বেড়াত তার কোনও সম্পর্ক নেই, মিল নেই।'

এই সময়েই প্যারীতে অসকারের প্রথম জীবনীকার রবার্ট সেরার্ডের সঙ্গে পরিচয় হল। উভয়ের মধ্যে সহজেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হল, অবশ্য এর কিছুকাল পরে অসকারের প্রেমে পড়া এবং পরে সেই প্রেমের পরিণতি হিসাবে পরিণয়ে আবদ্ধ হওয়ার ফলে এই বন্ধুত্বের সূত্র অসকারের দিক থেকে কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেরার্ডের প্রীতির অন্ত নেই। শেষ পর্যন্ত এই মানুষটি অসকারের সকল সংকটে অবিচল নিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন।

রবার্ট হারবরো সেরার্ড ছিলেন ওয়ার্ডসয়ার্থের দৌহিত্র, স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। অসকারের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ। অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী না নিয়েই সেরার্ড ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, হাতে তেমন অর্থও ছিল না। সেরার্ডের প্রকৃতি ছিল নীতিবাগীশের, তাই বোহিমীয় বাউণ্ডুলে সমাজে না থেকে শহর থেকে দূরে নির্জন গৃহকোণে থাকতেই তাঁর আগ্রহ।

অসকার প্যারীতে পৌঁছে সাহিত্যিক ও শিল্পীসমাজে পরিচিত

হওয়ার জন্য তাঁর সেই কাব্যসংগ্রহ 'Poems' সকলকে এক খণ্ড করে উপহার পাঠালেন, সেই সঙ্গে একটি করে চিঠি। যথারীতি সৌজন্য সহকারে অনেকে প্রাপ্তি স্বীকার করলেন। এই সংবাদ রবার্ট সেরার্ডের কানেও পৌঁছল, অসকারকে মনে মনে তেমন উচ্চস্থান দিতে পারেন নি সেরার্ড, বরং আত্মপ্রচারক এই আইরিশম্যান সম্পর্কে বিরাগ ছিল। ওয়াইলডের ঢঙ এবং কৌশল তাঁর ভাল লাগেনি—অবশ্য এর হেতু যে নিছক ব্যবসাগত ঈর্ষা এ কথা তিনি পরে স্বীকার করেছেন।

একটা ডিনারে রবার্ট সেরার্ডের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। মনে একটা বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেই সেরার্ড সেই ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলেন। অসকারের পোশাক এবং আকৃতি দেখে সেরার্ডের প্রথমটা হাসি পেয়েছিল, কিন্তু ওয়াইলড যখন কথা বলতে শুরু করলেন সেরার্ড মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল যেন প্রাণোন্মাদিনী সুতীব্র সুরা সেই বাক্যে প্রবাহিত হচ্ছে। তবু নীরব রইলেন সেরার্ড।

কথাপ্রসঙ্গে অসকার বলেন, লুভরে ভেনাস ডি মিলোর মূর্তি দেখে অপূর্ব আনন্দ পেয়েছি।

সেরার্ড হঠাৎ বললেন আমি কখনও লুভরে যাইনি, ওই নামটুকু শুনলে আমার প্যারীর সবচেয়ে সস্তায় টাই বিক্রির দোকান Grands Magasins du Louvre এর কথা মনে হয়।

ওয়াইলড বললেন, বাঃ, চমৎকার উক্তি।

পরে সেরার্ড অসকারকে বলেছিলেন যে মনে মনে তিনি অসকারকে ঈর্ষা করতেন।

অসকার শুনে বলেছিলেন, ওটা ঠিক নয়, অপরের সাফল্যে যে মানুষ আনন্দ পায় তার জীবন মাধুর্য ও ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে।

অসকার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন সেরার্ডকে। হোটেল ভলটেয়ারে লাঞ্চে এসে সেই রাতে ডিনার পর্যন্ত রইলেন সেরার্ড। ডিনার শেষে

উভয়ে প্যারীর লাতিন কোয়ার্টারে ঘুরে বেড়ালেন প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত। কেবল বই আর বই সম্পর্কিত আলোচনা হল, দুজনেই কবি-যশঃপ্রার্থী সুতরাং মানসিক মিল অনেক। ওয়াইলড সুইনবার্ন এবং ওয়ালটার পেটারের কথাই বললেন বেশী করে। এমন কি কার্লাইলের 'ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনে'র নির্বাচিত অংশও আবৃত্তি করে শোনালেন।

রাত দুটোর পর দুই বন্ধু পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে পরের দিনের কার্যসূচী স্থির করলেন। সেই রজনীতেই দীর্ঘস্থায়ী সুদৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপিত হল। পরে প্যারীর পথে পথে দুজনে অনেক ঘুরেছেন, অনেক আনন্দের দিন একত্রে কাটিয়েছেন। কুড়ি বছর পরে সেরার্ড লিখেছেন—"Each day my admaration for my friend grew almost more enthusiastic."

উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা এইভাবে গড়ে উঠল। সেরার্ড বলেছেন, নিঃসন্দেহে ওয়াইলডের জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ কাল, উদ্বেগ আকুলতা চিন্তা-ভাবনাবর্জিত দিনগুলি পরমানন্দে কেটেছে। এই সময়েই ওয়াইলড অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত "The Duchess of Padua' নাটক এবং বিখ্যাত কবিতা "The Sphinx" রচনা শেষ করেন।

এই নাটকের জন্য মেরী এনডারসন এক হাজার ডলার অগ্রিম দিয়েছিলেন। কিন্তু নাটক সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন আমেরিকায় পাঠানো হল তখন আর জবাব আসে না। অবশেষে তার পাঠালেন অসকার। তার জবাব এল যে নাটকটি অপছন্দ হয়েছে। তারপরে অসকার উদাস ভঙ্গীতে বললেন, "This, Robert, is rather tedious" তারপর সেই 'কেবলে'র কাগজটা ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে মুখে ফেলতে লাগলেন। যা ভাল লাগত তা amazing এবং যা খারাপ তা অসকারের কাছে tedious.

অসকারের হাতে তেমন টাকা নেই, তবু সারা প্যারী শহর খুঁজে

জেরার্ড দ্য নারভালের একটি জীবনী অনেক দাম দিয়ে কিনে সেরার্ডকে উপহার দিলেন। বললেন, এই কবির কথা ইংলণ্ডের সাহিত্যিক মহলে আলোচিত হয়, ক্লাসিকের কথা সবাই আলোচনা করে, কিন্তু ক্লাসিক কেউ পড়ে না। তুমি এই বইটা পড়ে একটি ভাল প্রবন্ধ লিখতে পারবে এবং খ্যাতি অর্জন করবে।

চ্যাটারটন, অ্যালান পো, বোদলেয়ারের মত দ্য নারভালেরও শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল। কুখ্যাত পল্লীর একটি ঘরে দ্য নারভালের মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়।

সেই রাত্রে দুই বন্ধুতে প্যারীর রাজপথে ঘুরে ঘুরে সেই কুখ্যাত পল্লীর সন্ধান করে কাটালেন।

এই সময় গণিকাপল্লীর ওপর একটি কবিতা লিখলেন অসকার—"The Harlot's House"। কবিতাটি সেই সময়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিষয়বস্তুতে বিকৃত রুচির আমদানী তখনও প্রসন্নচিত্তে কেউ গ্রহণ করত না। তিন মাস প্যারীতে থাকাকালে অসকার যাদের সঙ্গে মিশতেন তাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: শিল্পী, অভিজাত এবং অন্ত্যজ। যে-কোনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে অবলীলাক্রমে মিশতে অসকারের বাধত না। চোর, ভিক্ষুক, কবি, পুলিসের চর প্রভৃতি নানাবিধ গুণের অধিকারী আঁদ্রে সালিশ। অসকার তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ করতেন। এই কারণেই বিচারশালায় সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে অসকার বলেছিলেন—"I would talk to a street Arab with pleasure."

আলফঁস দোদে অসকারের মুখে ভেনাস ডি মিলোর উচ্চপ্রশংসা শুনে বলেছিলেন—বাড়াবাড়ি। ভিক্টর হুগোর তখন অনেক বয়স, এক সংবর্ধনা-সভায় অসকারকে তাঁর পাশে আসন দেওয়া হয়। কিন্তু দু-একটি কথা বলার পর হুগোর ক্লান্ত চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। পল ভেরলাইনকে ভাল লাগে নি, তাঁর কুশ্রী আকৃতির জন্য। জোলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু জোলা অসকারকে দেখে

তেমন প্রীত হন নি। দেগাস, পিসারো, সার্জেন্ট, কোকেলাইন প্রভৃতি শিল্পীদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল, আর সবচেয়ে হৃদ্যতা জমেছিল পল বুর্জের সঙ্গে। সারা বার্নহার্ড সেই সময় সারছ্যুর নাটকে অভিনয় করছিলেন। ভডিভিল রঙ্গমঞ্চে। সেরার্ডের সঙ্গে অস্‌কার গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ড্রেসিংরুমের ভেতর সারা তখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তিনি পর্দা সরিয়ে মুখটা বার করে দুই বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হাসলেন। সেরার্ড লক্ষ্য করলেন যে ফরাসী দর্শক যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এই অভিনন্দনের মধ্যে আন্তরিকতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন। কয়েকদিন পরে পথ থেকে সামান্য কিছু ফুল কিনে নিয়ে অস্‌কার সারার বাড়িতে দেখা করতে গেলেন। সেই ফুলগুলি সারা বহুমূল্য 'বোকে'র মত সাদরে গ্রহণ করলেন। অসকার সারাকে কিছু কবিতা শোনালেন, এবং যে-হৃদ্যতার পরিচয় দিলেন সে জাতীয় আত্মীয়তা কোনো পুরুষ বন্ধুর কাছে সারা কখনো পাননি। সেরার্ড লিখেছেন সারা তাঁকে বলেছিলেন—"অসকার ওয়াইলডকে যে বিশেষ কারণে ভালো লেগেছিল তা হল এই যে কোনও পুরুষ এ ধরণের বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন নি, তাঁরা এসেছেন আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায়। অস্‌কার এসেছেন বন্ধুর মত, প্রেমিকের দাবী নিয়ে তিনি আসেন নি। তাই তাঁর সঙ্গে গভীর বন্ধুতা স্থাপন সম্ভব হয়েছে। কোনো স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে তোলা কদাচিৎ সম্ভব হয়।" অসকারের কাছে যে সব রমণী এই অন্তরঙ্গতার স্পর্শ পেয়েছেন, সারা বার্নহার্ড তাঁদের মধ্যে অনন্যা নন। ক্রমে অর্থ শেষ হয়ে এল, সেরার্ড আগেই চলে এসেছিল, অসকারও লণ্ডনে ফিরে এলেন।

সেরার্ডের আর্থিক সম্বল না থাকার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক দুই বন্ধুর মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটে। তারপর হঠাৎ কয়েক মাস পরে একই ট্রেনের যাত্রী হিসাবে দুজনের আবার দেখা হয়। অসকার তখন চার্লস স্ট্রীটে থাকেন, সেখানে থাকার জন্য আমন্ত্রণ করলেন সেরার্ডকে। দুজনের পুর্নমিলন হল বটে, কিন্তু প্যারীর সেই আনন্দ-উজ্জ্বল মুহূর্ত আর ফিরে এল না, সেখানে জীবনের অন্য অর্থ ছিল, এখানে অন্য এক জীবন। তারপর টাকা—সেরার্ড তখন একেবারে নিঃসম্বল বললেই চলে। অসকার তখন আবার বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, মাঝে মাঝে প্রচুর রোজগারও হয়, তাঁর পকেট থেকে নোট বার করে সেরার্ডকে বলেন, এ আমাদের দুজনেরই টাকা।

সেরার্ড অবশ্য অতটা খুশী হতে পারতেন না, অর্থাভাব তাঁর মনে বিশেষ অশান্তির সৃষ্টি করছিল, তা ছাড়া এই সময় তিনি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ যে উপন্যাস লিখেছিলেন তা মোটেই সফল হল না, কিছুই পাওয়া গেল না।

এমনই একদিন ক্লান্ত সেরার্ড তখন ঘুমে আচ্ছন্ন, সেই ভোরে তাঁকে টেনে তুলে অসকার আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, বিয়ে করছি।

সেরার্ড ঘুমন্তই জবাব দিলেন, অতিশয় দুঃসংবাদ।

তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুমাতে লাগলেন।

অসকার বললেন, রবার্ট, তুমি একটি জন্তু—ব্রুট!

কথা আর অগ্রসর হল না। এক রকম সেই থেকেই বন্ধুত্বের উষ্ণ আবেশ শীতল থেকে শীতলতর হয়ে এল।

পরবর্তী জীবনে অবশ্য মাঝে মাঝে উভয়ের দেখা হয়েছে, সেরার্ড অনুরক্ত অনুগামীর মত বন্ধুকে অনুসরণ করেছেন। ওয়াইলড উদ্দাম

জীবনের ঘূর্ণীতে জড়িয়ে পড়েছেন। পুরাতন বন্ধু বিস্মৃত। সেরার্ড কিন্তু কোনোদিনই অসকারের ওপর প্রীতিহীন হতে পারেন নি।

অসকার ওয়াইলডের আর একজন জীবনীকার বোরিস ব্রাসলের প্রশ্নের উত্তরে সেরার্ড ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যে কথা বলেছিলেন তা এইখানে উল্লেখযোগ্য। তখন সেরার্ডের বয়স সত্তর পার হয়েছে, আর অসকার সম্পর্কিত অনেক ঘনিষ্ঠ তথ্য তিনিই জানতেন। তাই বোরিস ব্রাসল অসকার-জীবনের এই বিশেষ বিতর্কমূলক জ্ঞাতব্য তথ্য বিষয়ে তাঁকেই প্রশ্ন করেন। উত্তরে সেরার্ড বলেন :

"অক্সফোর্ডে পড়ার সময় অসকার সিফিলিসে আক্রান্ত হন, চিকিৎসার জন্য মারকারি ইনজেকসন দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ এই চিকিৎসার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি পরে কালো হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়। মিস্ কন্সটানস্ লয়েডের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার আগে তিনি লণ্ডনের একজন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষিত হন। ডাক্তার অভিমত দেন যে এখন তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত এবং নির্বিচারে বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু রোগ তাঁর দেহে ছিল এবং ক্রমশঃ তা প্রকাশিত হতে থাকে। তখন অসকার স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সংসর্গ বাধ্য হয়েই বন্ধ করেন, এবং কোনও বন্ধুর দ্বারা সমকামিত্বে দীক্ষিত হন।"

এই ব্যাধিতেই শেষ পর্যন্ত অসকারের নাকি মৃত্যু হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দেই অসকার ডাবলিনের কুইন্স কাউন্সেল স্বর্গীয় হোরাস লয়েডের ছাব্বিশ বছরের মেয়ে কন্সটানসের প্রেমে পড়লেন। তখন তাঁর নিজের বয়স ত্রিশ। কন্সটানস সুন্দরী ছিলেন, চমৎকার সোনালী চুল, বড় বড় দুটি উজ্জ্বল চোখ। তাঁকে দেখার কুড়ি বছর পরে একজন মহিলা লিখেছিলেন—"It was a face whose loveliness was derived more from the expression and exquisite colouring than from any claim to the regular lines that constitute beauty."—পৈতৃক অর্থও প্রচুর

ছিল কন্সটানসের। সেইজন্য ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছিলেন, অসকার টাকার লোভে বিয়ে করেছেন। কথাটা ঠিক নয়, অসকার সত্যি কন্সটানসকে ভালবেসেছিলেন। লয়েড-পরিবার এই বিবাহে সুখী হয়েছিলেন, কন্সটানসের ভাই ওথো অসকারকে লিখেছেন—আর একজন সহোদর হিসাবে তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

বিবাহের পূর্বে অসকার স্ত্রীর কাছে তাঁর অতীত জীবনের সমস্ত কথা প্রকাশ করেছিলেন আর কন্সটানস অতীতের কথা দুঃস্বপ্নের মত ভুলতে বলেছিলেন। ডাবলিনে না থাকলে উভয়ের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হত, সেই সব চিঠির সাহিত্যিক মূল্য কম নয়। কন্সটানস স্বামীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"Do believe that I love you most passionately with all the strength of my heart and mind."

অসকার তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'Poems' একখণ্ড কন্সটানসকে উপহার দেন, তার প্রথম পৃষ্ঠায় কন্সটানসকে উদ্দেশ করে যে কবিতাটি অসকার রচনা করেন, আন্তরিকতা ও প্রেমের গভীরতার জন্য তা স্মরণীয়। সেই কবিতাটির শেষ স্তবক—

"And when wind and winter harden
All the loveless land
It will whisper of the garden,
You will understand".

এই কবিতাটি কবির ভগ্না আইসোলার মৃত্যুতে রচিত "Requiescat" নামক বিখ্যাত কবিতাটিকেও ম্লান করে দেয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্যাডিংটনে সেণ্ট জেমস চার্চে শুভ-বিবাহ হয়ে গেল। পাত্রীর দাদামশায়ের শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন যদিচ জাঁকজমক বর্জন করা হয়েছিল তবু গির্জাঘরে তিলধারণের স্থান ছিল না। বর-বধূর পোশাক-পরিচ্ছদ নাকি অতুলনীয়, এবং সমস্তই

অসকারের পরিকল্পনামাফিক। বিবাহের পর বর-কনে প্যারীতে মধুযামিনী যাপন করতে গেলেন।

এই বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আনন্দের আর সীমা রইল না। ফুল-হাসি এবং যৌবনের গান ছাড়া আর সব তুচ্ছ। রবার্ট সেরার্ডকে এই আনন্দের উৎস দেখালেন অসকার। সেরার্ড দেখলেন স্বামী-স্ত্রী তুজনের মধ্যে অসাধারণ প্রীতি ও প্রেম।

একদিন তিনজনে প্যারীর পথ দিয়ে চলেছেন ফিটন গাড়ি চড়ে, এমন সময় সেরার্ড বললেন, অসকার, আমার হাতের এই ছড়িটা যদি ফেলে দিই, দোষ হবে?

অসকার বললেন, নিশ্চয়ই, একটা কেলেঙ্কারি হবে, হৈচৈ, সোরগোল হবে। কিন্তু হঠাৎ এমন খেয়ালই বা হল কেন তোমার?

সেরার্ড বললেন, এটি গুপ্তি, এই ছড়ির ভেতর একটি তলোয়ার আছে, তোমাদের এত হাসিখুশী দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এই তলোয়ার তোমাদের বুকে বসিয়ে দিই।

মিসেস ওয়াইলড হেসে বললেন, ওটা বরং আমাকে দিন। এই আনন্দের মুহূর্তের স্মরণীয় স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাক এই ছড়িটা।

সত্যিই সেই ছড়ি অনেক দিন ধরে মিসেস ওয়াইলডের কাছে ছিল। অসকার সংসারে প্রবেশ করলেন, চেলসিয়ার টাইট স্ট্রীটের ষোল নম্বর বাড়ি হুইসলারের আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো হল। তিনি 'Woman's World' নামক পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন, বেতন বাৎসরিক তিনশ পাউণ্ড। এখনকার হিসাবে প্রায় দেড় হাজার পাউণ্ড। এই পত্রিকার মালিক ছিলেন বিখ্যাত প্রকাশক ক্যাসেল কোম্পানি। এই সময় আর্নল্ড বেনেটের সঙ্গে অসকারের পরিচয় হয়, আর্নল্ড সাপ্তাহিক 'Women' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মেয়েদের পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অসকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অনেক রচনা নিজেই লিখেছেন, তা ছাড়া অলিভ স্কাইনার, মেরী করেলি, আর্থার সিমন্স, অসকার ব্রাউনিং প্রভৃতি তাঁর

পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। সম্পাদক নিজে সাহিত্যপৃষ্ঠায় সমালোচনা লিখতেন। সমালোচক অসকার ডব্লু. বি. ইয়েটসের গোড়ার দিকের কবিতার মধ্যে সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির পরিচয় পেয়েছেন এবং অধ্যাপক সেণ্টসবেরীর রচনায় ব্যাকরণগত ভুল লক্ষ্য করে তিরস্কার করেছেন। গোড়ার দিকে কর্মশালার নিয়মনিষ্ঠা মেনে চললেও ক্রমে সম্পাদকীয় চাকরিও একঘেয়ে লাগত অসকারের, তাঁর আগমন ও নির্গমন অত্যন্ত অনিয়মিত হতে লাগল। কর্তৃপক্ষ দু-একবার বলে দেখলেন, তারপর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার পর তিনি পদত্যাগ করলেন, পত্রিকাটি এর পর আর এক বছর চলেছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুত্র সিরিল এবং পরের বছর দ্বিতীয় পুত্র ভিভিয়ানের জন্ম হয়। সিরিল প্রথম মহাযুদ্ধের কালে মারা যান, ভিভিয়ান ১৯৪৬ সনে পিতার শেষ গদ্যরচনা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

কন্সটানস অত্যন্ত ধর্মপয়ায়ণা ছিলেন। লেডী স্যাণ্ডহার্স্ট চার্চের কাজকর্মেই মত্ত থাকতেন, তিনি ছিলেন কন্সটানসের অন্তরঙ্গ বান্ধবী। বিবাহিত জীবনের শেষ দিকে কন্সটানস মাদাম ব্লাভাটস্ককীর ভাঁওতায় থিওসফি নিয়ে অত্যন্ত মেতেছিলেন। কন্সটানস অতিশয় সরলমতি মানুষ ছিলেন। অসকার বলতেন বিবাহের একটি ত্রুটি এই যে দু পক্ষকেই কিছু না কিছু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। অসকারও স্ত্রীকে অনেক মিথ্যা বলতেন, তার প্রমাণ একবার বলেছিলেন—গলফ্ খেলতেই অনেক সময় লাগে। কন্সটানস তাই বিশ্বাস করে একজনকে লিখেছিলেন—অসকার গলফ খেলা নিয়েই মেতে আছে।

চার বছর যেতে না যেতেই এই প্রেমের উদ্দাম স্রোতে ভাটা পড়ল। তার অবশ্য প্রধানতম কারণ কন্সটানসের মধুর প্রকৃতি, স্বামীকে তিনি স্বামী বলেই গ্রহণ করেছিলেন, স্বামীর ওপর প্রভুত্ব

খাটাতে পারেননি, অথচ অসকারের প্রকৃতি ছিল একজনের বলিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে চলা, কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। এমন ভদ্র নম্র সেবাপরায়ণা নারী তাই অসকারকে সংসারের শৃঙ্খলে বেশী দিন বাঁধতে পারে নি। অসকার ওয়াইলডের মতে তাই—"The worst of having a romance is that it leaves one so unromantic."

সাত

অভ্যুদয়

শিল্পী জেমস ম্যাকনীল হুইস্‌লারের সঙ্গে অসকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা অবশ্য অবশেষে কলহে শেষ হয়। হুইসলার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন পর্যন্ত কয়েকটি কবিতার লেখক ভিন্ন অসকারের অন্য পরিচয় নেই। দুজনেই সুরসিক, (অবশ্য এই রসিক কথাটি নিছক বাংলা অর্থে নিলে হবে না; ইংরেজি উইট কথাটির ঠিক বাংলা হয় না, যা হয় তা বহুপ্রচলিত শব্দ ভাঁড়ের কাছাকাছি, তাই সুরসিক বলাই ভাল) দুজনেই 'উইট', একেবারে কাঠে কাঠে, তাই শেষপর্যন্ত যে বিরোধ অনিবার্য তাই ঘটেছে। হুইসলার ছিলেন প্রতিভাধর শিল্পী। শিল্প সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অভিজ্ঞতা-প্রসূত, আর অসকারের জ্ঞান পুঁথিগত। বিরোধ বাধল এই ব'লে যে হুইসলারের কথা নিজের বলে চালাচ্ছেন অসকার, বেমালুম চুরি বলাই চলে।

রাসকিন একবার বলেছিলেন—সাধারণের মুখে খানিকটা রঙ আর কালি ছুঁড়ে হুইস্‌লার দুশো গিনি লুটতে চায়।

এই উক্তির জন্য মানহানির মামলা আনলেন হুইসলার। আদালতে ছবি আঁকতে কত সময় লেগেছে এই প্রশ্নের উত্তরে হুইসলার বললেন —সম্ভবতঃ দুদিনের পরিশ্রম।

দুদিনের পরিশ্রমের দাম দু'শ গিনি ?

না, সারাজীবনের অভিজ্ঞতার দাম। (Oh no, for the knowledge of a lifetime.)

সেই অল্প বয়সে এই উক্তি অসকারের ভারী মনে লেগেছিল, তাই তিনি একরকম যেচে হুইস্‌লারের সঙ্গে আলাপ করেন পরে দুজনকে প্রায়ই কাফে রয়্যালে ভোজনরত দেখা যেত। তখন অসকার চেলা, আর হুইলসার গুরুর ভূমিকায়।

ইংলণ্ডে ফিরে অসকার ৬৫টি বক্তৃতা-সভায় যোগ দেন। গ্রীষ্মকালে মারগেট, রামস্‌গেট, সাউথপোর্ট প্রভৃতি বিশ্রামবিহারে আর শীতকালে লণ্ডন ও অন্যান্য শহরে আমেরিকার অভিজ্ঞতা বিষয়ে এবং নন্দনতাত্ত্বিক হিসাবে 'আধুনিক জীবনে আর্টের মূল্য' সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াছেন। এইসব সৌন্দর্যতত্ত্বের বক্তৃতায় রাসকিন এবং হুইস্‌লারের বাণী এবং বক্তব্য যথেচ্ছ গ্রহণ করেছেন অসকার, এবং হুইস্‌লার এই অপরাধ ক্ষমা করেননি। হুইসলারের বক্তব্য এবং বাণী নিজস্ব বলে চালান এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিরোধী রাসকিনের মতামতের প্রশংসা হুইস্‌লারের মনোমত হয় নি। হুইস্‌লার ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫ 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এই বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তৃতা দিলেন প্রিন্স হলে সেদিন 'Pall Mall Gazette' এর তরফ থেকে ওয়াইলড বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরদিনের পত্রিকায় ওয়াইলড-লিখিত রিপোর্ট প্রকাশিত হল। অসকার বললেন, হুইস্‌লারের জীবনের এই প্রথম বক্তৃতা। সর্বপ্রকার বক্তৃতার অসারতা নিয়ে তিনি এক ঘণ্টার উপর বক্তৃতা দিলেন।' তারপর চিত্র শিল্পীর ওপর কবির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে বললেন, "The Poet is the supreme artist and the real musician besides, and is Lord of all life and all arts."

রিপোর্টের এই সব বক্রোক্তিতে হুইস্‌লার চটলেন, কিন্তু অধিকতর ক্ষিপ্ত হলেন যখন লোকমুখে শুনলেন তাঁর প্রিন্স হলের বক্তৃতাটি

নাকি অসকারের কাছ থেকেই নেওয়া। হুইস্‌লার লিখলেন—আর্ট সম্পর্কে অসকারের সঙ্গে আমাদের কোথায় মিল? সে আমাদের সঙ্গে এক পাতায় খায়, আমাদের প্লেট থেকে 'মেওয়া' কুড়িয়ে নিয়ে পুডিং তৈরি করে মফস্বলে ফেরী করে।

অসকার অবশ্য এর জবাব দিয়েছিলেন আরও কঠোরতর ভাষায়। যদিচ তাঁর মতে যারা তর্ক করে বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে তারা দেউলিয়া, তবু তিনি বলেছিলেন Vulgarity begins at Home and should be allowed to stay there।

এই বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত তাই প্রচণ্ড বিরোধিতায় শেষ হল।

অসকার ওয়াইলডের জীবননাট্যে রবার্ট রসের ভূমিকাটুকু উপেক্ষণীয় নয় এবং গুরুত্ব মোটেই কম নয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে উভয়ের প্রথম পরিচয়। রবার্টের বয়স তখন সতেরো, অসকারের বয়স একত্রিশ। কুইন্স কাউন্সেল জন রস যখন মারা যান তখন রবার্টের বয়স মাত্র দু বছর। ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষা যেন ইংলণ্ডে হয় মৃত্যু-কালে তিনি এই নির্দেশ দিয়ে যান। কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে পড়তে এসেছিল রবার্ট। সেখানে বছরখানেক থাকার পর রবার্ট রস সব ছেড়ে সাহিত্য ধরল, এবং 'Saturday Review' এবং 'Scots Observer' প্রভৃতি পত্রিকায় তার রচনা প্রকাশিত হল। রবার্ট রস অল্পবয়সেই সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করল, অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল আর বিশেষ অন্তরঙ্গতা হল এডমণ্ড গসের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত রবার্ট রস এক আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করে শিল্প সম্পর্কে একজন বিচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা করল। রবার্ট রস ছেলেটির জনপ্রিয়তার কারণ তার আত্মপ্রচারের দিকে কোনও লক্ষ্য ছিল না। পরোপকারী এবং স্বার্থহীন এই ছেলেটিকে সবাই তাই পছন্দ করতেন। সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে রবার্ট রসের কাছে নানাবিধ সাহায্য পেয়েছেন

অসকার ওয়াইলড। বয়সের তারতম্য সত্ত্বেও ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জমে উঠল। এই কালেই অসকার তাঁর বিখ্যাত রূপকথা লিখতে শুরু করলেন।

'The Woman's World' সম্পাদনাকালে বা 'The Pall Mall Gaztte' ও অন্যান্য পত্রিকায় সাময়িক রচনাবলী প্রকাশের সময় অসকার ওয়াইলড কয়েকটি ছোটগল্প, রূপকথা, প্রবন্ধ এবং উপন্যাস রচনা করেন। গ্রন্থকারে প্রকাশের আগে সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'The Court and Society Review' পত্রিকায় অসকারের "The Canterville Ghost" প্রকাশিত হয়। এই. গল্পেই শিল্পী হিসাবে অসকারের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। 'Lord Arthur Savile's Crime and other Stories' নামক গল্প গ্রন্থে এই সব গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। এই রকম আরও কয়েক সহস্র গল্প অসকার লিখতে পারতেন। কথা প্রসঙ্গে, মদ্যপানের আসরে, নাট্যাকাভিনয়ের অবসরে, ভোজসভায় প্রভৃতি বিভিন্ন পরিবেশে এমনই অনেক গল্প অসকার বলতেন, সেগুলি তিনি লেখেন নি কিন্তু অপর লেখকে সেই সব গল্প পরে লিখেছেন। চটুলতা, রোমান্টিক আবেগ, বুদ্ধির দীপ্তি ও হৃদয়াবেগের সমন্বয়ে অসকারের গল্পের এক নিজস্ব মেজাজ গড়ে উঠেছিল।

এইদিক থেকে আমাদের দেশের শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। শরৎচন্দ্র আসরে বসে চমৎকার মজলিসী গল্প বলতে পারতেন, ভালবাসতেন গল্প করতে। লেখক হিসাবে কুড়ে ছিলেন, পরিশ্রমী ছিলেন না শরৎচন্দ্র। অসকারেরও লেখার জন্য কায়িক শ্রম ও সময় ব্যয় করা কষ্টসাধ্য ছিল। যাঁরা অসকারকথিত গল্প স্বকর্ণে শুনেছেন, তাঁদের মতে অসকারের লিখিত কাহিনীতে স্বাদ অপেক্ষাকৃত অনেক কম। অসকার বলতেন, "Writing bores me."

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'The Happy Prince and Other Tales' প্রকাশিত হল। অসকারের রূপকথা পড়ে সাহিত্যপাঠকরা বিস্মিত হলেন। সমালোচকদের উত্তরে অসকার বললেন—"I had about as much intention of pleasing the British child as I had of pleasing the British public." অসকারের একজন জীবনীকার বলেছেন, 'এই উক্তি সত্য, তবে একজন মাত্র আইরিশ বালককে তিনি পুরোমাত্রায় খুশী করেছেন, তার নাম অসকার ওয়াইলড। কারণ হানস অ্যাণ্ডারসন থেকে জেমস ব্যারী পর্যন্ত ছোটদের লেখকমাত্রই ভাবাবেগের দিক থেকে অপরিণতবুদ্ধি।'

১৮৯১, নভেম্বর মাসে 'A House of Pomegranates' প্রকাশিত হয়। "The Young King" গল্পটির প্রতি লেখকের অসীম মমতা ছিল। কারাদণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত অসকার বলতেন—"technically speaking all my works are equally perfect." কিন্তু কারামুক্তির পর বলেছেন—কিছুই হয় নি, আমার রচনাবলী আমার প্রতিভার এক অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি।

সমালোচকদের মতে এই সময় থেকেই অসকারের প্রকৃতিতে এক বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষিত হল। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে রূপকথা বাহ্যতঃ সরল এবং নির্দোষ মনে হলেও তার মধ্যে বিকৃত মনোবিকারের প্রবণতা আছে। এই সবই রবার্ট রসের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সমকালীন যুগের অভিব্যক্তি। তাই অনেকের মনে সন্দেহ জাগে এই রবার্ট রসই অসকার ওয়াইলডের জীবনের দুষ্টগ্রহ।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস লিখেছেন—রবার্ট রস নাকি বলে বেড়াত যে অসকার ওয়াইলডের সেই নাকি সর্বপ্রথম 'ছোকরা বন্ধু', এই গৌরব বা অখ্যাতির একক অধিকারী অ্যালফ্রেড ডাগলাস নয়। যদিচ ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের সব কথার সমর্থন নেই এবং অতিরঞ্জন, মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো, স্বকপোলকল্পিত কাহিনী অপরের ঘাড়ে চাপানোর অভ্যাস প্রভৃতি নানাবিধ বদনাম তাঁর আছে, তবু এই ঘটনাটি হয়তো সত্য এ

কথা মনে করা যায়। সেরার্ডও নাকি এমনই সন্দেহ করতেন। অ্যালফ্রেড ডাগলাস রসকে পছন্দ করতেন। তাঁর মতে রবার্ট রস ভাবালু, নার্ভাস এবং আবেগপ্রধান আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষ। অসকারের এই প্রকৃতি-পরিবর্তন মনোবিজ্ঞানীর বিচার্য বিষয়। আগে যাকে বিকৃত-রুচি বা যৌন-বিকার বলা হত, বর্তমানে তার নাম অ-স্বাভাবিক। প্রশ্ন হতে পারে যা স্বাভাবিক তার সংজ্ঞা কি? ফৌজদারী আদালতের রায় প্যাথলজিস্টের বিচারে নস্যাৎ হয়ে গেছে। অসকারের জীবনে কেন এই পরিবর্তন এল, কে তার জন্য দায়ী, তিনি কতটুকু 'স্বাভাবিক' আর কতখানি 'অ-স্বাভাবিক' এইসব সূক্ষ্ম-বিচারের ফল এখনও প্রকাশ পায় নি।

মনীষীদের জীবনে কিছু না কিছু যৌন-বিকার বা বৈচিত্র্য দেখা যায়। অসকারও তেমনই একজন উদ্ভট প্রতিভাধর মানুষ, বিকৃত, বিভ্রান্ত, বিপথগামী। এই পরিবর্তনের ধারায় অসকারের ভূমিকা সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় সেই কথা বলাও কঠিন। তবে অসকার ওয়াইলডের সামগ্রিক জীবনের পরিচয় এবং অক্সফোর্ডে পঠদ্দশায় সিফিলিসের আক্রমণ যদি সত্য হয়, তা হলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়ত কঠিন হয় না।

দুটি সন্তানের জননী প্রিয়তমা স্ত্রীকে কেন যে অসকার পরিত্যাগ করেছিলেন সে কথাও অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অসকার স্বয়ং এই বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নপ্রকার মন্তব্য করেছেন। সেই সব মন্তব্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে বীভৎস। তাই জীবনীকারদের মতে রবার্ট রসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যুগ থেকেই অসকারের প্রকৃতিও পরিবর্তিত, সেই কালেরই মানসিক অভিব্যক্তি এই সব রূপকথা ও অন্য সমসাময়িক রচনায় প্রকাশিত। এই সময়ে অসকার কাজও করেছেন সবচেয়ে বেশী। তাঁর গদ্যরচনাও ক্রমশঃ একটা আকার এবং লেখকের নিজস্ব ভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

এই সময়ে লেখা, কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত অসকারের একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

> মানুষের জীবন আর সাহিত্য ; জীবন আর জীবনের অনবদ্য অভিব্যক্তি। মানুষের জীবন সম্বন্ধে গ্রীকরা যেসব নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছেন, বর্তমান কালের এই অসত্যের মধ্যে তার বিচার করা কঠিন। আর অন্য ব্যাপারে তাঁরা যে বিধান দিয়েছেন তা এমনই সূক্ষ্ম যে আমরা তার অর্থ গ্রহণ করতে পারি না। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে যেখানে শিল্পের মধ্যে মানব-জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্য প্রতিফলিত, সেইখানেই শিল্পের সম্পূর্ণ সার্থকতা।

এই বিচিত্র প্রবন্ধের অপর এক অংশে অসকার বলেছেন—

> তোমার মতে হয়তো এই ধরণের জীবন ধর্ম এবং নীতি-বহির্ভূত। কথাটি সত্য। সব শিল্পকর্মই নীতিবিরুদ্ধ, যে আর্ট স্থূল এবং ইন্দ্রিয়জ বা যে-আর্ট নীতিবাদের প্রচারক, সেগুলি অবশ্য ব্যতিক্রম। তাদের চেষ্টা মানুষকে সৎ বা অসৎকর্মে প্ররোচিত করা, কারণ সকল কর্মই নীতিশাস্ত্রগত। আর্ট কোনও ধর্মে মানুষকে নিযুক্ত করে না। শুধু একটা মানসিক ভাবান্তর সৃষ্টি করে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে "The Portrait of Mr. W. H." প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিকে এক অতি-প্রাকৃত কাহিনী বলা চলে। এই রচনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে অসকার ওয়াইলডের সমকামিতার প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। সেইকালে কোনও লেখক সমকামিতার প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন বা সহানুভূতি জানিয়ে সাহিত্য রচনা করতে পারেন এ কথা ভাবা যেত না। 'Blackwoods' পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনাটি সর্বসাধারণের নজরে আসে নি, কারণ পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা বেশী ছিল না। তবু W. H. কিংবা উইল হিউজেস ব্যক্তিটি যে কে তা অনেকে সন্ধান করেছেন।

এই রচনাটি কাহিনীকারে গ্রথিত। সেক্সপীয়রীয় সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াইলডের পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই রচনাটিতে পাওয়া যাবে। উইল হিউজেস নামক একটি তরুণ অভিনেতার ওপর সেক্সপীয়রের যৌন-আকর্ষণ ছিল এই কথাই এই কাহিনীর মূল বক্তব্য। এই তরুণ অভিনেতা ডেসডেমোনা, পোর্সিয়া, রোসালিণ্ড, জুলিয়েট প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করতেন। নিছক যুক্তি হিসাবে এই রচনাটি হয়তো চলে যেত, কিন্তু হিউজেসকে একেবারে জীবন্ত চরিত্রে পরিণত করেছেন অসকার, সেই কারণেই নানা জল্পনার সূত্রপাত হল। এই সূত্র থেকেই সমালোচকরা মনে করেন এই সময় থেকেই অসকারের চরিত্রে একটা প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাত্রার পরিবর্তে তিনি অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেছেন।

The Portrait of Mr W. H. প্রবন্ধকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেকসপীয়রের সনেট অসকারের বিশেষ প্রিয় ছিল, এই প্রবন্ধ সেই সনেটকে ভিত্তি করে রচিত। অসকার বলতেন 'আমি ভালবাসি, ঠিক যেমন মানুষ আর সব কিছুই ভালোবাসে, খুব বুদ্ধিমানের মত না হলেও, বেশ উত্তমরূপে ভালোবাসা উচিত।'

এই লেখা সম্পূর্ণ হওয়ার পর অসকারের মনে হল এই বিষয়ে আরও অনেক কিছু লেখা যায় এবং একটি ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করা যায়। এর আগে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে The Nineteenth Century পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগের বছর Fortnightly Review পত্রিকায় টমাস ওয়েনরাইটের জীবনকথা Pen, Pencil, and Poison নামে প্রকাশিত হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এইসব রচনাবলী পরে 'Intentions' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে যে দ্বৈত-কথন বা ডুয়োলগমূলক তিনটি রচনা আছে তা অসকারের বাক্-বৈদগ্ধ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

The Portrait of W. H. রচনাটিকে পৃথকভাবে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার বাসনা না থাকলে সেটিও হয়ত এই Intentions গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হত। এই প্রবন্ধটিতে মূল বক্তব্যবিষয় ছাড়াও অসকারের একটি প্রিয় ধারণাও বিধৃত, তিনি বলতেন কাউকে তোমার নিজস্ব ধারণায় দীক্ষিত করতে পারার অর্থ, সেই বিষয়ে তোমার নিজস্ব বিশ্বাস নাশ হওয়া। তিনি বলতেন 'whenever people agree with me I always feel I must be wrong'—সনেট সম্পর্কে ওয়াইলডের যে বক্তব্য এবং বিশ্বাস তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে কি না এ বিতর্ক নিরর্থক, কারণ তিনি নিজেই একটি সুন্দর কথা বলেছেন ঃ

If one puts forward an idea to a true Englishman —always a rash thing to do—he never dreams of considering whether the idea is right or worng. The only thing he considers of any importance is whether one believes it oneself. Now the value of an idea has nothing whatsoever to do with the sincerity of the man who expresses it. Indeed the probablities are that the more insincere the man is, the more purely intellectual will the idea be, as in that case it will not be coloured either by his wants, his desires, or his prejudices.

ওয়াইলড তাঁর রচিত নাটকের শুধু অভিনয় নয় ভূমিকার সঙ্গেও একাত্ম হতে পারতেন, তাই তিনি বালফুরের মত রাজনৈতিক মনীষীকেও জয় করতে পেরেছিলেন।

বালফুর বিশ্বাস করেছিলেন যে সেকসপীয়রের 'Mr W. H.' আসলে উইলি হিউজেস নামক একজন তরুণ অভিনেতা। সেকস-

পীয়র এই উইলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সনেট রচনা করেছেন। ওয়াইলডের মতে রেনেসাঁসে কালের অধিনায়ক ছিলেন প্লেটো আর আধুনিক ভঙ্গীতে প্লেটনিক প্রেমের অভিব্যক্তি পাওয়া যায় এই সেকসপীয়রের সনেটে।

ওয়াইলড চার্লস রিভেটকে বলেছেন যে ডব্লু এচ যদি সেকস-পীয়রকে যন্ত্রণা না দিতেন তাহলে আমরা এই সনেট পেতাম না। ওয়াইলড একটা আইডিয়াকে উপকাহিনীতে পরিণত করতে পারতেন, আর কাহিনীকে নিয়ে গল্প রচনা করতে পারতেন।

একবার তিনি বলেছিলেন "তোমাদের এই উইলি হিউজেসকে বিশ্বাস করতে হবে, আমি নিজে অনেকটা করি। আমাদের এই ইংরেজ সংসার, যখন আমার বই প্রকাশিত হবে, তখন ভেঙে চুরমার হয়ে পড়বে।"

দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। পরিবর্ধিত পাণ্ডুলিপি তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার সময় বাড়ি থেকে চুরি যায়। 'ব্ল্যাকউডে' প্রকাশিত প্রবন্ধ কিছু লোকের বিরক্তির কারণ হয়, তাঁদের ধারণা হয় লেখক উপযুক্ত গভীরতার সঙ্গে আলোচনা করেন নি, বরং লঘুভাবেই করেছেন, আবার অনেকের মনে হয়েছিল তিনি যা বলেছেন তাই তাঁর বিশ্বাস এবং সুগভীর চিন্তার ফল।

যাই হোক ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডে সাড়া জাগেনি, কারণ সে কাল সেকসপীয়র বিরূপ ছিল।

আট

ডোরিয়ান গ্রের ছবি

The Portrait of W. H. সকলের নজরে না পড়লেও এর পরবর্তী রচনা 'The Picture of Dorian Gray' আন্দোলনের সৃষ্টি করল। সর্বত্র আলোচনা হতে লাগল এই উপন্যাসটির এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে।

এই উপন্যাসটি অতি সহজ এবং সরল। দ্বৈত ব্যক্তিত্বের বিষয় নিয়ে কাহিনীটি রচিত। এর আগে স্টীভেনসনের 'Doctor Jekyll and Mr. Hyde' প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই কাহিনী সর্বজন পরিচিত।

Lippincott's Magazine নামক মার্কিন নীতিবাগীশ পত্রিকায় 'The Picture of Dorian Gray' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকায় তখন সমকালীন লেখকদের রচিত একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ শুধু জুলাই, ১৮৯০ সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সঞ্চয়নেও এই উপন্যাসকে প্রথম স্থান দিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য লেখকেরা আজ বিস্মৃতির অতলতলে, কিন্তু Lippincott পত্রিকার সম্পাদকরা সেই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দেই এই গ্রন্থটিকে 'মাস্টারপীস' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মহৎ শিল্পকর্ম হিসাবে এই গ্রন্থটি আজ বিশ্বসাহিত্যে 'ক্লাসিকে'র মর্যাদালাভ করেছে।

এই গ্রন্থের বহু রকমের সংস্করণ পাওয়া যায়, এতগুলি বিভিন্ন সংস্করণ আর কোনও গ্রন্থের ভাগ্যে ঘটে নি। অনুমোদিত সংস্করণ ভিন্ন এই গ্রন্থের কিছু চোরাই সংস্করণও আছে।

এই গ্রন্থ রচনাকালে অসকার ওয়াইলডের বয়স ছত্রিশ; অসকার

এই সময় অর্থকষ্টে বিশেষ বিব্রত। এতদিন আর্টের খাতিরে কাজ করেছেন, এই রচনায় হাত দিয়েছেন অর্থের মোহে।

আর্ট বা অর্থ যার খাতিরেই তিনি এই কাজে হাত দিন, এই গ্রন্থে তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। যা তাঁর চরিত্রের ত্রুটি, যা তাঁর চরিত্রের সদ্‌গুণ সব এই গ্রন্থে বর্তমান। ফ্লবেয়ার একদিন আপনাকে মাদাম তাঁর সৃষ্ট চরিত্র বোভারী বলে স্বীকার করেছিলেন, অসকারও বলতে পারতেন আমিই ডোরিয়ান।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড লক অ্যাণ্ড কোম্পানি আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সেই সময়ে প্রকাশক লেখককে অনুরোধ করেন—'ডোরিয়ানকে কি আর একটু বাঁচিয়ে রাখা যায় না? অনুশোচনার ফলে সে কি কোনোমতে সৎ হতে পারে না?' সেদিন অসকার শুধু হেসেছিলেন, একথার কোনও জবাব দেন নি।

অসকার ওয়াইলড একদা বলেছিলেন, আমার সমগ্র প্রতিভা ঢেলেছি নিজের জীবনে, আর রচনায় দিয়েছি মনীষা। মানুষটি আর তাঁর রচনাবলী সর্বদর্শনসমন্বয়। ডোরিয়ান গ্রের বিষয়বস্তু তাই বহুবিধ। প্রথমতঃ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ওয়াইলডের হেলেনীয় সৌন্দর্য-প্রীতি। দ্বিতীয়তঃ ওয়ালটার পেটারের দর্শনের সমর্থন। ওয়ালটার পেটার বলতেন, "Burn always with this hard gem-like flame to maintain this ecstasy," তৃতীয়তঃ বালজাকের কল্পনাপ্রসূত *Peau de Chagrin*, এবং হুয়াসমানের মত যত কিছু অদ্ভুত অলৌকিক, এবং বিকৃতরুচি বস্তু তার সন্ধানমত্ততা।

'*A Rebours*' উপন্যাসের নায়ক যেন ডোরিয়ান গ্রের জেষ্ঠ সহোদর। ওয়াইলড এই গ্রন্থটির কাছে ঋণী। তিনি বলেছেন, 'এই গ্রন্থ পীত গ্রন্থ, এমন অদ্ভুত বই ডোরিয়ান আর পড়ে নি

—এ এক বিষাক্ত বই।' অথচ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অসকার বলেছেন, কোনও গ্রন্থ কাউকে খারাপ করতে পারে না। অসকারের কাছে সৌন্দর্যতত্ত্ব আর আর্ট দুটি বিভিন্ন বস্তু।

ডোরিয়ান গ্রের মধ্যে সৌন্দর্য আছে, ডোরিয়ান গ্রে তাই সৎ ও অসৎ উভয়বিধ বস্তুর সমন্বয়। অসৎ প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ডোরিয়ানের হাতেই ছিল। সে কিন্তু ধ্বংসাত্মক পথেই পদক্ষেপ করেছে। সেকস্পীয়ার তরুণ অভিনেতা উইল হিউজেসের তারুণ্যের আকর্ষণে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, আর Picture of Dorian Gray গ্রন্থের আর্টিস্ট বেসিল হলওয়ার্ড তরুণ ডোরিয়ানের প্রভাবে পড়েছেন। ডোরিয়ান একদিকে তাঁর প্রেরণা, আর অপর দিকে ঘাতক।

ওয়াইলডের মতে জীবন আর্টকে অনুসরণ করে, অনুকরণ করে। ব্যক্তিগত জীবনে লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস ছিলেন ডোরিয়ান আর স্বয়ং ওয়াইলড হলেন বেসিল হলওয়ার্ড।

১৮৯১খ্রীষ্টাব্দে অসকার ও অ্যালফ্রেড ডাগলাসের প্রথম দর্শন ঘটে ; ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইসের বিপক্ষে ওয়াইলড অবিবেচনা-প্রসূত যে মামলা দায়ের করেছিলেন সেই মামলার মধ্যে বারবার এই সুবিখ্যাত গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থের অপূর্ব রচনাশৈলী শুধু অসকারের পক্ষেই সম্ভব। দীর্ঘকালের ব্যবধানেও ওয়াইলডের নায়কের রূপ ও যৌবন অটুট রয়ে গেল। ডোরিয়ানের বীভৎস চারিত্রিক ত্রুটি প্রতিফলিত হল ক্যানভাসের পর্দায় আঁকা ছবিটিতে।

ওয়াইলডের রচনার ক্ষুরধার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ, অনুপম কাব্যধর্মী গদ্য, সমকালীন যুগের রীতিনীতি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ এই গ্রন্থটিকে মূল্যবান করে তুলেছে।

উচ্ছৃঙ্খল জীবন আর অভিশপ্ত যৌবনের ব্যথা ও বেদনার অভিনব কাহিনী 'Picture of Dorian Gray'—একথা সর্বজনস্বীকৃত।

আমেরিকার 'Lippincott' পত্রিকার প্রতিনিধি লণ্ডনে একটি ছোট্ট ভোজসভায় অসকার ওয়াইলড, বৃটিশ পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্য গিল এবং আর্থার কোনান ডয়েলকে আমন্ত্রণ করেন। কোনান ডয়েল তখন উদীয়মান তরুণ লেখক, পসারহীন ডাক্তার। অসকার সম্পর্কে সেই প্রথম পরিচয়ের কথা কোনান ডয়েল লিপিবদ্ধ করেছেন —"He towered above us all, and yet had the art of seeming to be interested in all that we could say··· He took as well as gave, but what he gave was unique."

এইদিনকার আলোচনার ফলেই কোনান ডয়েল 'Lippincott' পত্রিকায় 'The Sign of Four' এবং অসকার 'The Picture of Dorian Gray' উপন্যাস প্রকাশ করেন।

প্রথম অবস্থায় অসকার লিখিত এই উপন্যাসটির একটি গল্পের আকার ছিল, বালজাকের *Peau de Chagrin*, এডগার অ্যালান পো'র "William Wilson" জাতীয় কাহিনী, পরে এর সঙ্গে অভিনেত্রীর অংশ সংযুক্ত করা হয়। প্রেমে পড়ার ফলে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটল। শিল্পীদের সঙ্গে অসকারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি তাদের স্টুডিওতে অনেক সময় কাটাতেন, চমৎকার মজলিসী লোক হিসাবে অসকারকে সবাই প্রীতির চোখে দেখতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বেসিল ওয়ার্ড নামক জনৈক শিল্পীর স্টুডিওতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন অসকার। সেই সময় এক পরম রমণীয় কিশোরকুমারের পোর্ট্রেট আঁকছিল ওয়ার্ড। ছবি আঁকা শেষ হওয়ার পর ছেলেটি যখন চলে গেল তখন ওয়াইলড হঠাৎ বললেন—"what a pity that such a glorious creature should ever grow old !" (পরিতাপের কথা যে এমন সুন্দর প্রাণীও একদিন বুড়ো হবে।) অসকারের মত সমর্থন করে শিল্পী ওয়ার্ড বললেন, এমন যদি হত—ছেলেটি এমনই সুন্দর থাকত, আর ছবিটা বয়সের সঙ্গে জীর্ণ ও বিকৃত হয়ে যেত !

এই আইডিয়াটুকু ওয়াইলডকে এক বিচিত্র প্রেরণা দিয়েছে তাই এই উপন্যাসের শিল্পীর তিনি নাম দিয়েছেন অসকার—বেসিল হলওয়ার্ড। এইভাবেই ঋণ স্বীকার করেছেন। এই গ্রন্থের লর্ড হেনরি ওটন যেন অসকার চরিত্রেরই প্রতিফলন। জীবন-যৌবন ও রূঢ় বাস্তব সম্পর্কে লর্ড হেনরীর বক্তব্য যেন অসকারেরই কণ্ঠনিঃসৃত উক্তি।

আর্থার কোনান ডয়েলকে এই গ্রন্থ সম্পর্কে অসকার বলেছিলেন—"Between me and life there is a mist of words always, I throw probability out of the window for the sake of a phrase, and the chance of an epigram makes me desert truth. Still I do aim at making a work of art…"

গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে চতুর্দিকে তীব্র নিন্দা শুরু হল। অতি কঠোর সমালোচনা হল। কেউ কেউ বললেন, লেখক ও প্রকাশককে অবিলম্বে দণ্ডিত করা হোক।

আর একটি পত্রিকা লিখলেন এর চেয়ে অসকার ওয়াইলড দরজীর দোকান খুলে সম্মানজনক কর্মে আত্মনিয়োগ করুন। লেখকের মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, শিল্পজ্ঞান আছে, কিন্তু তাঁর রুচি বিকৃত।

এখনকার কালে এই জাতীয় গ্রন্থসমালোচনায় বিক্রি বাড়ে, তখনকার কালে নীতির মূল্য ছিল অন্য ধরণের, তাই এই জাতীয় বিরূপ সমালোচনা। ওয়ালটার পেটারও, 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের একটা সমালোচনা করলেন 'The Bookman' নামক পত্রিকায়।

অসকার উত্তর দিলেন—"Yes, there is a terrible moral in Dorian Gray—a moral which prurient will not be able to find in it, but it will reveal to all those whose minds are healthy. Is this an artistic error? I fear it is. It is the only error in the Book."

এর কিছু পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যা 'Fortnightly Review' পত্রিকায় 'A Preface to Dorian Gray' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংস্করণে এই নিবন্ধটি মূল গ্রন্থে সংযুক্ত হয়।

অসকার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"সকল আর্টই রসবস্তুর স্রষ্টা। শিল্পকে প্রকাশ করে শিল্পীকে প্রচ্ছন্ন রাখাই আর্টের লক্ষ্য।

যিনি নূতন ধারায় বা ভিন্ন ভঙ্গীতে রূপবস্তুকে রূপান্তরিত করেন, তিনিই সমালোচক।"

এই নিবন্ধেই অসকার ওয়াইলডের সেই বিখ্যাত উক্তি পাওয়া যায় ঃ

"শ্লীল বা অশ্লীল গ্রন্থ বলে কিছুই নেই। গ্রন্থ হয় সুলিখিত নয় কুলিখিত। এই পর্যন্ত।

কোনও শিল্পী কোনও সময়েই বিকারগ্রস্ত নন। তিনি সব কিছুই প্রকাশে পটু।

চিন্তা আর ভাষা শিল্পীর পক্ষে আর্টের হাতিয়ার।

পাপ আর পুণ্য শিল্পীর কাছে শিল্পের উপজীব্য।

আঙ্গিকের দৃষ্টিকোণে সকল আর্টের প্রকৃতি যেন সঙ্গীতবিদের আর্ট। আর অনুভূতির দৃষ্টিকোণে রূপদক্ষের অভিনয়-নৈপুণ্য হল চরিত্রসৃষ্টি।

সকল আর্ট তাই একাধারে সমতল ও প্রতীকধর্মী।

সমতল পার হয়ে যারা অতলে ডুব দেয় তারা বিপদের দায়িত্ব নেয়।

আর্টের আয়নায় প্রতিফলিত হয় দর্শক,—জীবন সেখানে প্রতিফলিত হয় না।"

এই গ্রন্থের মাধ্যমে অসকার নব্য সুখবাদ (Neo-Hedonism)

সম্পর্কে নিজস্ব দর্শন প্রচার করেছেন। এই উপন্যাসের চরিত্র লর্ড হেনরীর মুখনিঃসৃত বাণীর মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়—

'আমার মনে হয় মানুষ যদি নিজের জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে তার অনুভূতিকে রূপ দিতে পারে তা হলে জগৎ আনন্দের এমন এক নূতন স্বাদ পাবে যে আমরা আমাদের মধ্যযুগীয় ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে হেলেনিক আদর্শে ফিরে যাব—হয়তো হেলেনিক আদর্শের চাইতেও সূক্ষ্মতর, মহত্তর কিছুর সন্ধান পাব। কিন্তু বর্তমান-কালে যিনি সবচেয়ে নির্ভীক তিনি নিজের সম্পর্কে শঙ্কিত। যে আত্মবঞ্চনা আমাদের জীবনকে নষ্ট করে তার মধ্যেই যে পিশাচকে আমরা দমন করার চেষ্টা করি তার উজ্জীবন ঘটে। যে আবেগ দমন করার জন্য আমরা সচেষ্ট তা মনের ভিতরে পাক খায় আর জীবনটা বিষময় করে তোলে। দেহ একবার মাত্র পাপ করে, আর পাপের হাতে তার নিষ্কৃতি, কারণ সব কর্মই শুদ্ধিকরণের পথ। শুধু আনন্দের আস্বাদটুকু বা একটা অনুতাপ মনে জেগে থাকে, আর কিছুই থাকে না। মোহ বা আসক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া।...

....এই যে আপনার গোলাপ-রাঙা যৌবন, এই যে গোলাপ-শুভ্র কৈশোর, এই নিয়ে আপনি আপনার বাসনা-কামনায় বিব্রত, ভয় ও ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত, দিবাস্বপ্ন-নিশীথস্বপ্নের স্মৃতিই লজ্জায় আপনার মুখ রাঙা করে তোলে।'

লর্ড হেনরী অতঃপর ডোরিয়ানকে বলেছেন, "সৌন্দর্যের মধ্যে আছে প্রতিভার অভিব্যক্তি, হয়তো প্রতিভার চেয়ে বড়, এর কোনও কৈফিয়ত নিষ্প্রয়োজন।...এখন হাসছেন, যখন এই সম্পদ হারাবেন তখন আর হাসবেন না।—বিধাতা আপনার ওপর সদয়, তিনি যা দেন আবার ফিরিয়ে নেন। কয়েক বছর মাত্র পরিপূর্ণরূপে বাঁচবেন,

যৌবনের সঙ্গে রূপও চলে যাবে, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করবেন তার জয়মাল্য আর আপনার গলায় নেই, তখন যে-অতীতের স্মৃতিটুকু বহন করতে হবে পরাজয়ের গ্লানির চেয়ে তা তীক্ষ্ণ ও নির্মম। প্রতি মাসে আপনি সেই ভয়ংকরের দিকে এগিয়ে চলেছেন, শেষের সেই ভয়ংকর দিন।....জীবনের সোনালী মুহূর্ত অপচয় করবেন না,—বাঁচুন, বাঁচার মতন বাঁচুন। যে অপরূপ জীবন পেয়েছেন তার মাধুরী উপভোগ করুন। নতুন আনন্দ, নতুন উত্তেজনার সন্ধানে ঘুরুন। কোনও কিছুকে ভয় করবেন না, এ যুগে চাই নতুন সুখবাদ। আপনি হবেন তার দৃশ্যপ্রতীক। এমন কিছু নেই যা আপনার করায়ত্ত নয়। মাত্র একটি ঋতুর জন্য এই পৃথিবী আপনার....

যৌবন অতি ক্ষণস্থায়ী। সাধারণ পাহাড়ী ফুলও ঝরে পড়ে, কিন্তু আবার মুকুলিত হয়। লাবারনাম আগামী জুন মাসে আবার আজকের মতই পীত হয়ে ফুটে উঠবে। আর একমাস পরে ক্লেমাটিস লতায় নক্ষত্রের রঙ লাগবে, ক্লেমাটিসের সবুজ আকাশের গায়ে এমনই তারার মতো ফুল ফুটবে, আমরা কিন্তু আর যৌবন ফিরে পাব না। যে-আনন্দ কুড়ি বছর বয়সে ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত তা শ্লথ হয়ে আসবে, অঙ্গ অবশ হবে, চেতনার তীক্ষ্ণতা হ্রাস পাবে। আমরা ক্রমশঃ পুতুলনাচের পুতুলের মত বিশ্রী হয়ে উঠব।···তারুণ্য! যৌবন! পৃথিবীতে তারুণ্য ছাড়া আর কিছুই নেই—'

অসকারের জীবনের মধ্যে উপরোক্ত উক্তির এক বিচিত্র প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ওয়ালটার পেটারের নন্দনতত্ত্ব একদা অসকারকে যে-শিক্ষা দিয়েছিল তা তিনি পরিপূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

এই গ্রন্থের অপরাংশে, ডোরিয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে লর্ড হেনরী গভীর ভাবে চিন্তায় পড়লেন, তার ফলে শুরু হল আত্মবিশ্লেষণ—তিনি চুল চিরে আত্ম-বিচার করতে সুরু করলেন, এতকাল যেমন অপরের সম্পর্কে করে এসেছেন। মানব জীবনের

রীতিমত একটা গবেষণার বিষয়। তুলনার এর তুল্যমূল্য আর কিছুই নেই। এমন সূক্ষ্ম বিষ আছে যার প্রতিক্রিয়া জানতে হলে সেই বিষ আস্বাদ করা চাই, এমন অনেক ব্যাধি আছে যে তার প্রকৃতি জানতে হলে সেই ব্যাধির জ্বালা স্বয়ং ভোগ করতে হয়। তার পর কি অপরূপ পুরস্কারই না মেলে! সারা জগৎ তখন চোখের উপর এক আশ্চর্য বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠে।

বাসনার কঠিন লজিক, প্রজ্ঞার সেই ভাবগাঢ় রঙীন জীবন, কোথায় তারা মেশে, কোথায় তাদের বিচ্ছেদ—কোন্ পথে মিলন, কোথায় বিরহ, এসব বেশ করে লক্ষ্য করতে ভালো লাগে। তার ভেতর একটা আনন্দ আছে। এই পিপাসার জন্য মানুষ চরম মূল্য দিতে পারে।

ডোরিয়ান গ্রে উপন্যাসের এই জাতীয় উক্তি অসকারের জীবনী পাঠকের কাছে একটা সন্ধানসূত্র এনে দেয়। যে উদগ্র পিপাসার জন্য অসকারকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এ যেন বুকের শিরা ছিন্ন করে সৌন্দর্য-পূজারীর শোভন শতদলে অর্ঘ্য দান।

লর্ড হেনরী আবার অন্যত্র চিন্তা করছেন—

সাধারণতঃ জীবনের রহস্য যতক্ষণ না উন্মোচিত হয় ততক্ষণ সে অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু শুধু নির্বাচিত কয়েকজনের জীবনে এই অবগুণ্ঠন খোলার আগেই জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিক্রিয়া আর্টের, বিশেষতঃ সাহিত্য—হৃদয়াবেগ আর বুদ্ধিবৃত্তি নিয়েই সাহিত্যের কারবার।

এই ছেলেটি (ডোরিয়ান) আজো অপরিণত। বসন্ত শেষ হওয়ার আগেই তার ফসল কুড়ানোর পালা সুরু হয়েছে। যৌবনের চঞ্চল স্নায়ু শিরা আর আবেগ দুইই এর ভেতর আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ছেলেটি আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছে। ওকে দেখলে আনন্দ হয়, এমন অপরূপ রূপ আর সুকুমার মুখশ্রী ডোরিয়ানের যে ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। কি আকারে এর

পরিণতি—কোথায় বা এর শেষ, কি এসে যায় সে কথায়। ও যেন একটা মিছিল বা নাটকের এক মনোহর মূর্তি। ওর যা আনন্দ অন্যের কাছে তা সুদূর—অথচ ওর বেদনায় অপরের সৌন্দর্যবোধ আন্দোলিত হয়। আর ওর হৃদয়ের সেই ক্ষত লাল গোলাপ ফুলের মতই রক্তিম। দেহ আর মন, মন আর দেহ—কি রহস্যময় বস্তু।

মনের একটা পাশবিক দিক আছে, কিন্তু দেহে আছে অধ্যাত্ম মুহূর্ত। চেতনা সূক্ষ্ম হতে পারে, বুদ্ধিবৃত্তি ম্লান হয়ে যায়।

কামনার আবেগ—কোথায় সমাপ্তি, বা দৈহিক অনুভূতির কোথায় সুরু কে বলতে পারে?

সাধারণ মনস্তাত্ত্বিকদের এক তরফা সংজ্ঞা কত অগভীর। অথচ বিভিন্ন মতের যুক্তি খণ্ডন করাও কঠিন। আত্মা কি পাপের আশ্রয়ে অধিবাসী ছায়া মাত্র? জিওরদানো ব্রুনোর কথামত সত্যই কি আত্মার অন্তরে দেহ আছে? পদার্থ থেকে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা একটা রহস্য, আবার শক্তিকে পদার্থে একীভূত করাটাও আর এক রহস্য।

লর্ড হেনরী ভাবতে থাকেন, মনস্তত্ত্বকে কি আমরা এমন এক সঠিক বিজ্ঞানে পরিণত করতে পারব, যদ্দারা জীবনের মর্মবানী আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমরা চিরদিনই নিজেদের ভুল বুঝি, আর অপরকে কদাচিৎ বুঝি। অভিজ্ঞতা—তার কি কোনো নীতিগত মূল্য আছে—জীবনের অসংখ্য ভুলের সমষ্টির এই এক অর্থহীন নাম।

মানুষ তাদের ভ্রমকে একটা নাম দিয়েছে। নীতিবাগীশরা এটাকে একটা সতর্কতার রীতি ধরে নিয়েছেন। চরিত্র গঠনে এর একটা নীতিগত নিরাময়তা আছে এই তাঁরা বলে থাকেন। তাঁরা এর প্রশংসা করেছেন কারণ আমাদের কি অনুসরণীয় তা দেখিয়েছে, আর কি এড়িয়ে যেতে হবে তার শিক্ষা দিয়েছে।

বিবেকের মত এরও অতি স্বল্প সক্রিয় কারণ আছে। প্রকৃতপক্ষে

যা দেখান হয়েছে তাতে জানা যায় অতীতের মতই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ।

আর যে পাপ একবার করেছি, তার জন্য অনুতাপ করেছি। তথাপি বহুবার সেই পাপই পরমানন্দে করে যাব।

উপরোক্ত সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে অসকারের সমকামিত্বের প্রতি আকর্ষণ, কিংবা সৌন্দর্যবাদের প্রতি আগ্রহ, অথবা ডোরিয়ান গ্রের সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার প্রতি যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে আছে পরোক্ষগত ফললাভের আকাঙ্ক্ষা।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে লিপিনকট ম্যাগাজিন জুলাই সংখ্যায় 'ডোরিয়ান গ্রে' প্রকাশিত হয়, এইকালে গ্রন্থের সঙ্গে একটি ভূমিকা সংযোজিত হয়। শুধু তাই নয় উপন্যাসের আকার দিয়ে বাজারের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে ছটি অতিরিক্ত পরিচ্ছেদ যোগ করা হয়, এইগুলি যথাক্রমে তিন, পাঁচ, পনের, ষোলো, সতের, এবং আঠারো, এছাড়া মাসিকে প্রকাশিত অংশে যা বাদ দেওয়া হয়েছিল তাও যোগ করা হল। ওয়ার্ড লক কোম্পানী গ্রন্থটির প্রকাশক। তাঁদের প্রুফরিডারদের মধ্যে একজন ছিলেন বুলসন কেরনাহান। ওয়াইলড কেরনাহানকে বললেন আমার লেখায় যত 'উইল' আর 'স্যাল' আছে সেগুলিকে প্রয়োজন মত 'উড্' আর 'সুড্' করে দেবেন। বরাবর এই দুটি কথার ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াইলডের মনে সংশয় ছিল। এই নির্দেশ দিয়ে ওয়াইলড চলে গেলেন প্যারিসে।

প্রুফ দেখে প্রেসে দেওয়ার পরই কেরনাহান একটা তার পেলেন—"ভয়ানক একটা ভুল হয়ে গেছে। বিশেষ করে এই কারণেই সব প্রুফ আটকে রাখুন।"

কয়েকদিন পরেই একটা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে অসকার এসে হাজির। মুখে গভীর উদ্বেগের চিহ্ন। হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করেন, ব্যাপার কি! খুব দেরী হয়নি ত? ভগবানের দোহাই বলুন!

কেরনাহান বললেন—আপনি ঠাণ্ডা হন। খুব দেরী হয়নি।

আমি ক্রুক আটকেছি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অসকার বলে উঠ্‌লেন—থ্যাংক গড্‌।

তারপর কপালের স্বেদবিন্দু রুমাল দিয়ে মুছে বল্‌লেন—আমার বইটাতে যদি এই ত্রুটি থেকে যেত তাহলে আপনাকে বা আমাকেও আমি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারতাম না। এ একেবারে ক্রাইম, এরকম ত্রুটী আর্টের প্রতি জঘন্য অপরাধ।

তারপর একটু থেমে সংযত হয়ে মৃদু গলায় বল্‌লেন—আমার গল্পটায় একটা ছবি বাঁধাইওলার কথা আছে, নেহাৎ কারবারি মানুষ। কেমন তাই না?

—তা আছে। জবাব দিলেন কেরনাহান!

—কি নাম লোকটার, কি নাম দিয়েছি যেন?

—মনে হচ্ছে যে এ্যাস্‌টন। হ্যাঁ, এ্যাসটনই ত।

—আর নয়, আর উচ্চারণ করবেন না। আমার স্নায়ুশিরায় সইবে না।

—এ্যাসটন। এরপর অসকারের কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল। তিনি ধীরে ধীরে বল্‌লেন—এ্যাসটন হল গিয়ে একটা ভদ্রলোকের নাম, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। ঐ নাম আমি একটা কারবারি লোককে দিয়েছি। নামটা বদলে হাবার্ড করুন, হ্যাঁ, হাবার্ড নামটায় কারবারি গন্ধ আছে।

স্বয়ং কেরনাহান অসকারের জীবনী লেখক হেসকেথ পীয়রসনকে বলেছেন যে এই কথা কটি বলার পর অসকার অট্টহাস্য করলেন, তিনি বেশ স্বস্তি অনুভব করলেন এবং প্রকৃতিস্থ হলেন।

অসকার তাঁর রচনায় এত গুরুত্ব দিতেন এবং প্রতিটি রচনাকে যথাসম্ভব সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য সচেষ্ট থাকতেন বলেই তিনি সমালোচকদের কটূক্তির জবাবে বল্‌তে পেরেছিলেন—

"My story is an essay on decorative Art. It reacts against the crude brutality as plain realism. It is

poisionous if you like, but you can not deny that it is also perfect, and perfection is what we artists aim at."

অসকার ওয়াইলডের 'ডোরিয়ান গ্রে' প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক বিরুদ্ধ ধরণের মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তখনকার সমাজ ছিল শুচিবায়ুগ্রস্ত নীতিবাগীশের সমাজ। অত্যন্ত চড়া সুরের নীতিবাক্য বোঝাই গ্রন্থাদিরই চাহিদা অধিক। ওয়ালটার পেটার 'বুকম্যানে' যে কথা লিখেছিলেন তার চমৎকার জবাব দিয়েছেন অসকার একথা আগে বলেছি, এই সূত্রে তাঁর আর একটি স্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃত করছিঃ "The sphere of Art and the sphere of ethics are absolutely distinct and separate."

এ ছাড়া ডোরিয়ান গ্রের ছবির ভূমিকায় যে কথাগুলি বলেছেন আজ তা ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে।

ওয়াইলডের এই উপন্যাসটি কিন্তু তাঁর যথেষ্ট ক্ষতি করল। এমন অনেকে গ্রন্থটির নিন্দা করতে লাগল যারা একবর্ণও পড়েনি। শুধু গ্রন্থ নয় সেই সূত্রে গ্রন্থকারও ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠলেন। আর সমকালীন সাংবাদিকদের প্রায় সকলেই সেদিন অসকারের বিরুদ্ধে, প্রবলতম শত্রু হয়ে উঠল।

কুইনস্‌বেরীর মামলায় ডোরিয়ান গ্রে উপন্যাস অসকারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত প্রচণ্ড এক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলেন তাঁর ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের সহপাঠী বিখ্যাত আইনজীবি এডওয়ার্ড কারসন।

এডওয়ার্ড কারসনের অসকারের প্রতি একটা স্বাভাবিক বিরূপতা ছিল, সেই বিরূপতাকে তৃপ্ত করার এতবড় সুযোগের তিনি পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন।

কারসন প্রশ্ন করলেন—আমার বিশ্বাস আপনার মতে দুর্নীতি-মূলক বই বলে কোনো বস্তু নেই?

ওয়াইলড—হ্যাঁ।

কারসন—সুনীতি বা দুর্নীতির কি প্রতিক্রিয়া সে বিষয়ে আপনার কিছু বিবেচ্য নেই, একথা যদি বলি তাহলে হয়ত ঠিক হবে!

ওয়াইলড—নিশ্চয় নয়।

কারসন—আপনার রচনা সম্পর্কে আপনার ভাবখানা (Pose) এই যে সুনীতি সম্পর্কে আপনার এতটুকু মাথাব্যথা নেই, কেমন?

ওয়াইলড—আপনি ভাবখানা (Pose) কথাটি কি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করছেন তা আমার জানা নেই।

কারসন—কেন এই কথাটি তা আপনারই এক প্রিয় উক্তি।

ওয়াইলড—তাই নাকি? এ বিষয়ে আমার কোনো (Pose) বা ভাব-ভঙ্গী নেই। কোনো গ্রন্থ বা নাটক রচনাকালে আমি তার সাহিত্যগত বস্তু নিয়েই ব্যস্ত, অর্থাৎ যার নাম আর্ট। ভালো বা মন্দ করার ব্যাপারে আমার লক্ষ্য নেই, আমি এমন এক বস্তু রচনায় আগ্রহশীল যার মধ্যে সৌন্দর্য বা বৈদগ্ধের একটা পরিচয় থাকে।

কারসন—ডোরিয়ান গ্রে সম্পর্কে সমালোচনা এবং মন্তব্য পাঠ করে আপনি আপনার গ্রন্থটির প্রচুর পরিমাণে পরিমার্জনা করেছেন, তাই না?

ওয়াইলড—কোনো কিছুই যোগ করা হয়নি। তবে একটি ক্ষেত্রে, কোনো সমালোচনায় নয়, আমি নিজেই একটা পরিবর্তন করেছি। একজন সমালোচক আছেন যাঁর মতামতকে আমি অনেক উচ্চমূল্য দিই, তিনি একটি বিশেষ পংক্তির ভুল অর্থ হতে পারে এই কথা বলায় আমি একটা জায়গায় পরিবর্তন করেছি, সেই সমালোচকের নাম ওয়ালটার পেটার।

স্যার এডওয়ার্ড ক্লার্কের জেরার মুখে (ওয়াইলড পরদিন স্বীকার করেছেন যে ডেরিয়ান গ্রে সম্পর্কে ওয়ালটার পেটার অনেক চিঠিপত্র লিখেছেন এবং তারই ফলে আমি এক জায়গায় পরিবর্তন করেছি।)

কারসন—আপনার 'ডোরিয়ান গ্রে'র ভূমিকা অংশের এক জায়গায় আছে শীল বা অশ্লীল গ্রন্থ বলে কোনো বস্তু নেই। গ্রন্থ হয় সুলিখিত নয় কুলিখিত—এই পর্যন্ত। এই কি আপনার মতবাদ?

ওয়াইলড—হাঁ। আর্ট সম্পর্কে সেই আমার মত!

কারসন—তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে বই যতই কেন দুর্নীতিমূলক হোক না কেন আপনাদের মতে তা যদি সুলিখিত হয় তাহলেই তা ভালো বই।

ওয়াইলড—হ্যাঁ, যদি গ্রন্থটি সুলিখিত হয়, যদি তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করার উপাদান থাকে, তাহলে তাই। এই সৌন্দর্যবোধ মানবীয় চেতনায় সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ। গ্রন্থটি যদি কুলিখিত হয় তাহলে তা বিরক্তি উৎপাদন করবে।

কারসন—তাহলে বিকৃত নীতি-মূলক যে কোনো সুলিখিত গ্রন্থকে ভালো বই বলা যায়!

ওয়াইলড—কোনো সুলিখিত গ্রন্থ কখনও মতবাদ প্রচার করে না। মতবাদ তাদেরই যারা শিল্পী নয়।

কারসন—বিকৃত রুচির উপন্যাসও সৎগ্রন্থ বিবেচিত হতে পারে?

ওয়াইলড—বিকৃত রুচির উপন্যাস বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না।

কারসন—তাহলে আমি বলতে পারি ডোরিয়ান গ্রে এই জাতীয় উপন্যাস কি না সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করা যায়।

ওয়াইলড—যারা পশু এবং অশিক্ষিত শুধু তাদের পক্ষেই তা সম্ভব। আর্ট সম্পর্কে ফিলিস্টাইনদের মতামত গণনাতীতভাবে নির্বোধ।

কারসন—যদি একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি 'ডোরিয়ান গ্রে' পাঠ করে, সে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

ওয়াইলড—আর্ট সম্পর্কে অশিক্ষিতের অভিমত উপেক্ষনীয়।

আর্ট সম্পর্কে আমার নিজস্ব মনোভঙ্গী সম্পর্কে আমি সচেতন। অপরে সে বিষয়ে কি ভাবছে না ভাবছে তা আমি গ্রাহ্য করি না।

কারসন—আপনার সংজ্ঞানুসারে তাহলে অধিকাংশ ব্যক্তি ফিলিস্টাইন এবং অশিক্ষিতের দলে পড়ে?

ওয়াইলড—অবশ্য আশ্চর্যরকমের ব্যতিক্রম দেখেছি।

কারসন—তাহলে আপনি কি মনে করেন অধিকাংশ ব্যক্তি আপনি যে মতামত পোষণ করেন সেই মতের অনুবর্তী।

অয়াইলড—আমার মনে হয়, তারা উপযুক্তভাবে সংস্কৃতিপরায়ণ নন।

কারসন—ভালো বই বা মন্দ বই-এর তারতম্য বিচারের উপযুক্ত সংস্কৃতিবান নয়, কেমন?

ওয়াইলড—কখনই নয়।

কারসন—ডোরিয়ান গ্রে সম্পর্কে শিল্পীর যে আকর্ষণ তা বিচার করে একজন সাধারণ মানুষের কি মনে হতে পারে না যে এ এক বিশেষধরণের প্রবণতা?

ওয়াইলড—সাধারণ মানুষের যে কি মনোভঙ্গী সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।

কারসন—কিন্তু সাধারণ মানুষকে আপনার বই কেনার থেকে বিরত করার কোনো চেষ্টা আপনি করেন না?

ওয়াইলড—আমি তাদের কখনো নিরস্ত করিনি।

(অতঃপর কৌঁসলী 'লিপিনকটের' পত্রিকায় প্রকাশিত ডোরিয়ান গ্রে থেকে সুদীর্ঘ অংশ পাঠ করলেন, বিশেষ করে যে অংশে ডোরিয়ান ও শিল্পী বেসিল হলওয়ার্ডের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে।)

কারসন—এই বার মিঃ ওয়াইলড আপনাকে প্রশ্ন করি, একজন পুরুষের অপর একজন পুরুষের প্রতি এই যে অভিব্যক্তি, বিশেষ করে সদ্যতারুণ্যে উপনীত এক তরুণের প্রতি এই অনুরাগ, অভিব্যক্তি বা অনুভূতি হিসাবে কি তা যথোচিত?

ওয়াইলড—আমার মতে একজন শিল্পী যদি কোন সৌন্দর্যময় ব্যক্তিত্বের সমীপস্থ হন, যে ব্যক্তিত্ব তাঁর শিল্পকর্মে এবং জীবনে প্রয়োজন, তাহলে সেই শিল্পীর যে মনোভঙ্গী হওয়া সম্ভব, আমি তারই নিখুঁত বর্ণনা করেছি।

কারসন—আপনার মনে হয়, একজন তরুণ অপর এক তরুণের প্রতি অনুরূপ মনোভাব সম্পন্ন হতে পারে ?

ওয়াইলড—হ্যাঁ, শিল্পী হিসাবে তাই।

কৌঁসলী এইখানে অপর এক অংশ পাঠ করলেন।

ওয়াইলড সেই কপিটা দেখতে চাইলেন। গ্রন্থাকারে এক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ডোরিয়ান গ্রের ছবি ওয়াইলডের হাতে দেওয়া হল এবং বিশেষ একটি অংশের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কারসন বল্লেন আমার মনে হয় মার্জিত সংস্করণে এই অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে।

ওয়াইলড—আমি তাকে মার্জিত সংস্করণ বলিনা।

কারসন—হ্যাঁ, তা আমি জানি, তবে দেখা যাক (কৌঁসলী আরো খানিকটা অংশ পড়লেন), আপনি কি বলতে চান এই অংশে একজন পুরুষের অপর পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক মনোভাবের বর্ণনা করা হয়েছে !

ওয়াইলড—একজন শিল্পীর চোখে একজন রূপবান ব্যক্তিত্ব যে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, এ তারই বর্ণনা।

কারসন—রূপবান ব্যক্তি ?

ওয়াইলড—আমি বলেছি রূপবান ব্যক্তিত্ব (a beautiful personality) আপনি যথা ইচ্ছা বর্ণনা করতে পারেন। ডোরিয়ান গ্রে এক চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব।

কারসন—আমি কি মনে করতে পারি যে শিল্পী হিসাবে এই যে বর্ণনা আপনি স্বয়ং তা অনুভব করেন নি !

ওয়াইলড—আমি কখনো আমার আর্টের ওপর কোনো ব্যক্তিত্বকে প্রভাব বিস্তার করতে দিইনি।

কারসন—তাহলে যে অনুভূতির আপনি বর্ণনা করেছেন সে আপনার অপরিচিত।

ওয়াইলড—আমার এই শিল্প কর্মটি কথাসাহিত্য।

কারসন—আপনার দিক থেকে এই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বিষয়ে আপনার কোনো অনুভূতি নেই?

ওয়াইলড—আমি মনে করি কোনো শিল্পীর পক্ষে কোনো তরুণকে ভালোবাসা বা তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রায় প্রতিটি আর্টিষ্টের জীবনে এই একই ঘটনা ঘটে।

কারসন—তাহলে প্রতিটি বাক্য ধরে বিশ্লেষণ করা যাক। "I quite admit that I adored you madly' (আমি স্বীকার করি যে আমি তোমাকে পাগলের মত ভালোবেসেছি),—এ কথা কেন বলেছেন? আপনি কখনো কোনো তরুণকে পাগলের মত ভালোবেসেছেন?

ওয়াইলড—না, পাগলের মত নয়, আমি ভালোবাসার প্রতি আসক্ত, তবে সে এক উচ্চ পর্যায়ের বস্তু।

কারসন—যাক, সে সব কথায় কাজ নেই, আমরা যে পর্যায়ে উপস্থিত আছি সেই পর্যায়েই থাকা যাক।

ওয়াইলড—একমাত্র নিজের প্রতি ব্যতীত অন্য কোথাও কখনো আমি অনুরাগ প্রকাশ করিনি।

কারসন—আমার বিশ্বাস, আপনার মতে এই কর্মই যথেষ্ট সপ্রতিভতার পরিচয় কী?

ওয়াইলড—মোটেই নয়।

কারসন—তাহলে আপনার কখনও এই অনুভূতি ছিলনা?

ওয়াইলড—না, সমগ্র আইডিয়াটুকু সেকস্‌পীয়র থেকে ধার করা। একথা উল্লেখ করার জন্য আমি দুঃখিত। আমি এ পেয়েছি সেকসপীয়রের সনেট থেকে।

কারসন—আমার ধারণা, আপনি একটা প্রবন্ধ লিখেছেন

সেকসপীয়রের সনেট সম্পর্কে, আপনি দেখাতে চেয়েছেন যে সেকসপীয়রের সনেট অস্বাভাবিক দুর্নীতির পরিচায়ক !

ওয়াইলড—বরং বিপরীত। আমি প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চেয়েছি এ ধারণাটুকুই ভ্রান্ত। সেকস্পীয়রের প্রতি এই জাতীয় যৌন-রুচিবিকারের দায় চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধেই আমার প্রতিবাদ।

কারসন—(উপন্যাসের অংশ পাঠ করতে থাকেন) "I adored you extravagantly—" (আমি তোমাকে উচ্ছৃঙ্খলের মত ভালোবেসেছি)।

ওয়াইলড—আপনার বলার উদ্দেশ্য কি 'অর্থনৈতিক' দিক থেকে ?

কারসন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই 'অর্থনৈতিক' দিক থেকেই। আপনার কি মনে হয় আমরা অন্য অর্থের কথা বলছি !

ওয়াইলড—আপনি যা বলেছেন তার অর্থ যে আপনি জানেন না আমি মনে করিনা।

কারসন—তাই নাকি ! তাহলে আমাকে পরিষ্কার করেই বলতে হয়—"I was jealous of every one to whom you spoke" (যার সঙ্গে তুমি কথা বলেছ তার প্রতিই আমি ঈর্ষিত হয়েছি), আপনি কখনো কোনো তরুণের সম্পর্কে ঈর্ষাবোধ করেছেন ?

ওয়াইলড—জীবনে নয়।

কারসন—"I want to have you all to myself" (আমি তোমাকে একান্তভাবে আমার করে পেতে চাই), আপনার নিজের কখনো এই অনুভূতি মনে জেগেছে ?

ওয়াইলড—না, আমার কাছে এ অবস্থা নিতান্ত অসহনীয়, নোঙরামি।

কারসন—"I grow afraid that the world would know of my idolatory"—(আমার এই অতিরিক্ত অনুরাগের কথা পৃথিবীর মানুষ জানবে এই আমার ভয়), পৃথিবীর মানুষ যদি জানেই তাহলে আপনার ভয়ের কি আছে ?

ওয়াইলড—কারণ, পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে যারা নিবিড় অনুরাগের অর্থ জানেনা, একজন শিল্পী এক আশ্চর্যজনক সুন্দর ব্যক্তিত্বের জন্য কি স্নেহ এবং অনুরাগ পোষণ করতে পারেন তার অর্থ সকলের বোধ্য নয়। এই অবস্থার মধ্যেই আমরা বাস করি। এই আমার পরিতাপ।

কারসন—এই সব হতভাগ্যের দল, যাদের অন্তরে আপনার মত উচ্চস্তরের সংবেদনশীলতার অভাব আছে, তারা কি এর কদর্থ করবেনা ?

ওয়াইলড—নিঃসন্দেহে। যা খুসী তারা মনে করতে পারে। অপরের অজ্ঞতা সম্পর্কে আমার মাথাব্যথা নেই। সমগ্র সমাজকে সুলভ করার জন্য আমার একটা প্রবল আগ্রহ আছে।

কারসন—অপর এক অংশে ডোরিয়ান গ্রে একটি বই হাতে পেয়েছে। সেই বইটি কি আপনি যাকে বলেন নৈতিক গ্রন্থ, সেই জাতীয় বই !

ওয়াইলড—খুব সুলিখিত নয়, তবে আমাকে একটা আইডিয়া দিয়েছে।

(এরপর কারসন চেপে ধরলেন, গ্রন্থটিতে কোনো বিশেষ প্রবণতার কথা আছে কিনা জানতে চাইলেন। অপর একজন শিল্পীর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জেরার সম্মুখীন হতে অসকার প্রবল আপত্তি করলেন। তিনি বল্লেন—এর নাম an Impertinence and a vulgarity—ঔদ্ধত্য ও কুশ্রীতা। তিনি স্বীকার করলেন হুয়াসম্যানের '*A Rebouors*'—এর কথা তাঁর মনে ছিল। কারসন এই গ্রন্থটির নীতিগত মূল্য সম্পর্কে ওয়াইলডের মতামত জানবার জন্য চাপ দিলেন, স্যার এডওয়ার্ড ক্লার্ক কিন্তু বিচারকের কাছে আবেদন জানিয়ে এ বিষয়ে আর বেশী প্রশ্ন থেকে কারসনকে নিরস্ত করলেন। কারসন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি লিপিনকটে প্রকাশিত ডোরিয়ান গ্রে থেকে আর এক অংশ তুলে ধরলেন। এই

অংশে শিল্পী ডোরিয়ানকে তার সম্পর্কিত প্রচারিত কলঙ্ক কথা বিষয়ে প্রশ্ন করছেন। কারসন প্রশ্ন করলেন সাধারণ অর্থে এই অংশ-কি বিশেষ একটা অপরাধের ইঙ্গিত দেয়-না? ওয়াইলড জবাবে বল্‌লেন—মানুষ হিসাবে ডোরিয়ান গ্রের প্রভাবটা বড়ই দোষযুক্ত, তবে তার সেই প্রভাবের প্রকৃতি কি সে বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতে রাজী নন। অসকার এই সঙ্গে আবার যোগ করলেন—সত্যি কথা বলতে কি একজন মানুষ অপরকে প্রভাবিত করতে পারে না, এবং পৃথিবীতে অসৎ প্রভাব বলে কোনো কিছু আছে আমি মনে করি না।

কারসন—কোনো মানুষ কি কোনো যুবককে কুপথে চালিত করেনা?

ওয়াইলড—আমার ত মনে হয় না!

কারসন—তিনি কি এমন কিছু করেন না যা তরুণ বয়সকে প্রভাবিত করতে পারে?

ওয়াইলড—আপনি কি বিভিন্ন বয়সের কথা বলতে চাইছেন!

কারসন—না, আমি সাধারণ ধারণার (কমনসেন্স) কথাই বল্‌ছি।

ওয়াইলড—একজন অপরকে প্রভাবিত করতে পারে মনে করি না।

এই জাতীয় জেরা বা বাদানুবাদে কারসন বুঝলেন অস্‌কারের শ্লেষবাক্যের বর্মভেদ করা সহজ নয়। তিনি আলফ্রেডকে লিখিত ওয়াইলডের চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে বল্‌লেন—আপনি কি ডাগলাসকে ভালোবাসেন!

অসকার—না, তবে তাকে আমার ভালো লাগে। চিঠিটা একটি কবিতা। সাধারণ চিঠি মাত্র নয়। এরপর হয়ত বল্‌বেন কিং লীয়র বা সেকস্‌পীয়রের কোনো সনেট হয়ত সুরুচিসঙ্গত নয়।

সাক্ষ্য এবং জেরার ফলে মামলার অবস্থা বুঝে ওয়াইলডের সমর্থক উকীলরা মামলা তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন ওয়াইলডকে। এইভাবে মামলা তুলে নেওয়ার অর্থ কুইনসবেরীর অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়া।

আদালত অসকারকে দেশত্যাগ করার সময় দিলেন। ব্যাংক থেকে টাকাকড়ি তুলে অসকার দেশত্যাগ করার উপক্রম করছেন এমন সময় আবার তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল আসামী হয়ে। এই প্রসঙ্গ পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে তরুণ নায়ক ডোরিয়ানকে একটা পথ বেছে নিতে হয়েছে। 'ডোরিয়ান গ্রের ছবি' গ্রন্থটি "আর্টের জন্যই আর্ট" এই নীতির পাঁচালী বলে অভিহিত করলেও অবশেষে অসকার স্বয়ং স্বীকার করেছেন গ্রন্থটির অন্তর্নিহিত নীতিকথা বা মর‍্যাল অতি নিদারুণ। তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছেন—এই ক্রটী কি শিল্পগত? এবং উত্তরে বলেছেন—আমার মনে হয় তাই, বইটির এই একমাত্র ক্রটী।

নয়

নাটক ও নাট্যকার

সেণ্ট জেমস থিয়েটারের মিঃ জর্জ আলেকজাণ্ডার অসকারকে একটি নতুন নাটক লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। লোকটি ফ্যাশনপ্রিয় ছিলেন। সেণ্ট জেমস্ থিয়েটার ফ্যাশনদুরস্ত রঙ্গমঞ্চ, আর সেই রঙ্গমঞ্চ অসকারের মত লেখকের চটকদার নাটক অভিনয় করলে হয়তো জমবে এই তাঁর ধারণা ছিল। তাই তিনি অসকারকে অনুরোধ করলেন একটি নাটক রচনার জন্য। অসকার বললেন, 'কালই একটা প্যানটোমাইম লিখে দেব।'

তখন অসকারের অর্থকষ্ট চলেছে, তাই তাঁকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব। একশো পাউণ্ড অগ্রিম দেওয়া হল এবং অসকার খরচ করে উড়িয়ে দিলেন। আরও কিছু টাকা চাই, কিন্তু নাটক একলাইনও লেখা হল না।

আলেকজাণ্ডার একদিন বললেন, কবে নাটক দেখব?

ওয়াইলড বললেন যে কোনদিন খুশী যে কোনও নাটক দেখতে পার। যে রঙ্গমঞ্চে হচ্ছে সেইখানে যাও, আর আশা করি একটা ভাল সীট পেয়ে যাবে।

—আমি কোন্ নাটকের কথা বলছি তা তুমি জান?

—ভেঙে না বললে কি করে বুঝব?

—আমার জন্য যে নাটক লেখার কথা ছিল।

—ওঃ, তাই বল, তা সে ভাই এখনও লেখাই হয় নি, দেখবে কি করে?

—লিখতে শুরু করেছ কি?

—না, কালি-কলম দিয়ে লিখতে শুরু করি নি তবে মগজে এসেছে। সেখানেই এখন থাক্।

—তোমার টাকার দরকার নেই?

—টাকা! টাকার তো অনেক প্রয়োজন। ভালো কথা, তোমার কাছে আমার ঋণ রয়েছে যে!

—তার জন্য ভেবো না।

—একটুও ভাবছি না।

এই কথাগুলি হেসকেথ পীয়ারসনকে বলেছেন জর্জ আলেকজাণ্ডার।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে Lake Windermere-এ অবসর যাপনের সময় এই নাটকটি অবশেষে লিখলেন, সব নাটকই এইভাবে লিখতেন অসকার। এইভাবে 'Lady Windermere's Fan' রচিত হল। আলেকজাণ্ডার নাটকটি পড়েই বললেন, চমৎকার হয়েছে, আমি হাজার পাউণ্ড দিয়ে অভিনয়ের পুরো স্বত্ব নিয়ে নিই।

অসকার বললেন তোমার বিচার ও নির্বাচন শক্তিতে আমার এতই শ্রদ্ধা যে এই উদারতা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করছি।

অসকারের হিসেব ঠিক হয়েছিল, এই নাটকের অভিনয় বাবদ তিনি সাত হাজার পাউণ্ড রয়্যালটি পেয়েছিলেন, তখনকার কালে তেইশ সপ্তাহব্যাপী একই নাটকের অভিনয়, একটি আশ্চর্য ঘটনা।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী নাটকের প্রথম রজনী। নাটকের চমৎকার সংলাপ এবং চটকদার বিষয়বস্তু দর্শককে মুগ্ধ করল। অভিনয়ান্তে দর্শকের আসন থেকে নাট্যকারকে দেখার অনুরোধ হল। অসকার অর্ধদগ্ধ সিগারেট হাতে রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়ে বললেন, 'ভদ্র মহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ, আজকের সন্ধ্যাটি বিশেষভাবে উপভোগ করেছি, অভিনেতৃবর্গ চমৎকার নাটকের চমৎকার অভিনয় করেছেন, এবং আপনাদের অভিনয়ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এই সাফল্যে ও আপনাদের অভিব্যক্তির জন্য ধন্যবাদ, এই দেখে আমার মনে হয়েছে যে এই নাটক সম্পর্কে আমার মত আপনাদেরও উচ্চ ধারণা।'

কিন্তু এই উক্তির মধ্যে অভব্যতা এবং অর্ধদগ্ধ সিগারেট পানের মধ্যে বে-আদবি দেখে সকলে বিরক্ত হলেন।

উইলিয়াম আর্চার কিন্তু অভিনয় দেখে বললেন, এই নাটক ক্লাসিকের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।

এই নাটকের পর লিখিত হল অসকারের বিখ্যাত নাটক 'সালোমে'।

ভিনসেণ্ট ও'সালিভান লিখিত 'Aspects of Wilde' নামক গ্রন্থে '*Salome*' নাটক সম্পর্কে চমৎকার কাহিনী আছে। তিনি বলেছেন, 'অসকার এই বিষয়-বস্তু নিয়ে কিছুকাল ধরেই চিন্তা করছিলেন। প্যারীতে অবস্থান-কালে বন্ধুদের এক লাঞ্চ-সভায় ডেকে তিনি এই নাটকের সম্ভাব্য সংলাপ নিয়ে আলোচনা করেন। বাড়ি ফিরে একটি নতুন খাতা টেবিলের ওপর দেখে তৎক্ষণাৎ নাটক লিখতে বসলেন অসকার, কলমের ডগায় আপনি খই ফুটতে লাগল। রাত এগারোটা পর্যন্ত এইভাবে লিখে চলেছেন, তারপর ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি একটি কাফেতে গিয়ে খাবার দিতে বললেন এবং অর্কেষ্ট্রার নেতাকে ডেকে বললেন:

'একটি মেয়ে রক্তের ওপর নগ্নপদে নৃত্যপরা, যে মানুষটিকে সে চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছে এ রক্ত তার। আমার চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে এমন একটা কিছু সুর বাজান।'

অর্কেষ্ট্রায় নাকি এমন সুর ধ্বনিত হয়েছিল যে যারা কথাবার্তা বলছিল তারা সব নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। অসকার সেই রাতে বাড়ি ফিরেই '*Salome*' নাটকটি শেষ করলেন।

রবার্ট রস অবশ্য এই কাহিনী সমর্থন করেন না, তিনি বলেছেন যে নাটকটি টরকোয়ে নামক অঞ্চলে লিখিত। নাটকটি মূলে ইংরেজীতে রচিত না ফরাসীতে রচিত এই নিয়ে মতভেদ আছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে অক্টোবর প্যারীতে ফেরার পর জর্জ কার্জন

(পরে ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন) একটি ব্রেকফাস্ট পার্টিতে অসকারকে আমন্ত্রণ করেন। সেইদিন অসকার বলেন, তিনি ফরাসী ভাষায় একটি নাটক লিখেছেন সেটি ফ্রান্সে অভিনীত হবে; এবং একদিন তিনি ফ্রেঞ্চ আকাদেমিসিয়ান হবেন। সেই ভোজসভার সকলেই অভিনয় দেখবার জন্য ফ্রান্সে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কার্জন তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যাবেন এই কথা হল। (অক্সফোর্ডে কার্জন এবং অসকার উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, অসকারের ঘরে বসে উভয়ে 'talking and thinking in Greek' করে অনেক সময় কাটিয়েছেন। অসকার বলতেন, কার্জন ভবিষ্যতে অনেক বড় হবেন, তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কার্জন ভারতের ভাইসরয় হয়েছিলেন এবং বলডুইন মাঝে না থাকলে হয়তো শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীও হতেন।)

এই আলোচনা থেকে মনে হয় অসকার সেই সময় ফরাসী ভাষায় নাটকটি রূপান্তরিত করছেন। অ্যালফ্রেড ডাগলাস পরে ফরাসী থেকে নাটকটি ইংরেজীতে রূপান্তরিত করেন। তিনি বলেছেন 'এই নাটক ইংরেজীতে লেখা এবং ফরাসীতে অনূদিত। পীয়ের লুই এবং আঁদ্রে জিদ্ ফরাসী অনুবাদে সাহায্য করেছেন।'

ডাগলাস লিখেছেন, 'সেই সময় অসকার ফরাসীতে তেমন দক্ষতা লাভ করেন নি। তা ছাড়া আঁদ্রে জিদ্ আমাকে বলেছেন অসকারের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি ছিল ভুল এবং ত্রুটিতে পরিপূর্ণ।'

কিন্তু স্বয়ং আঁদ্রে জিদ্ লিখেছেন—"He narrated, gently, slowly, he knew French admirably."

এই সূত্রে বলে রাখা উচিত যে ডাগলাসকৃত 'Salome' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অসকারকে বিরক্ত করেছিল, তিনি সেই অনুবাদে স্কুলের ছাত্রসুলভ ত্রুটী দেখে বলেছিলেন—"a translation unworthy of you as an ordinary Oxonian"। শিল্পী বিয়ার্ডসলীর অনুবাদও অসকার অমনোনীত করলেন।

যাই হোক মূলতঃ মাতারলিঙ্কের প্রভাবে রচিত এই নাটকটি

অসকার অনেক গুণী ব্যক্তিকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন, তাঁদের উপদেশ মত কিছু এদিক-ওদিক পরিবর্তনও হয়তো করেছেন। সারা বার্নহার্ডকেও একদিন অনুরুদ্ধ হয়ে নাটক পড়ে শোনালেন। সারা তৎক্ষণাৎ নামভূমিকায় অভিনয় করবেন স্থির করলেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে মনে করা যায় যে সেই সময় অসকার তাঁর নাটকটিকে ফরাসী ভাষায় রূপান্তরিত করছিলেন। বাইবেল বা ফ্লবেয়ারকে অতিক্রম করে অসকারের এই নাটকে সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে মরিস মাতারলিঙ্কের। মাতারলিঙ্ক সেইকালে বেলজিয়ান সেক্সপীয়র হিসাবে প্রখ্যাত। অবশ্য সেক্সপীয়রের সঙ্গে তাঁর এতটুকু সাদৃশ্য ছিল না। মাতারলিঙ্ক প্রতীকধর্মী নাটক লিখেছেন। এর আগে রঙ্গমঞ্চে আর এই শ্রেণীর নাটক প্রযোজিত হয়নি।

ওয়াইলড যে কেন 'সালোমে' নাটকটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করতেন তা বোঝা যায়। একটি সামান্য উপকথাকে তাই তিনি মহৎ নাটকের মর্যাদা দান করেছিলেন। আবার এই নাটকটিকেই তিনি ফরাসী ভাষায় রূপান্তরিত করেন, মাঝে মাঝে রহস্য করে বন্ধু মহলে নিজের রচনার অনুকৃতি করে বলতেন—"Who are those wild beasts howling? They are the jews discussing their religion."

আবার নিজের উক্তির অবাস্তবতার কথা বলতেন, যথা: "And I will give you a flower, Narraboth, a little green flower." তাঁর বন্ধু চার্লস রিকেটস তাঁকে বলতেন—সবুজ রঙের ফুলও ফোটে। এরপর মাতারলিঙ্ক এবং অন্যান্য ফরাসী লেখকবৃন্দ 'সালোমে' নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, আর ইংরাজ সমালোচকেরা তীব্র আক্রমণ করলেন, নিন্দা করলেন 'সালোমে' নাটকের। ওয়াইলড নিজে বলতে লাগলেন এই নাটক আমার কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এ আমার নাটক হিসাবে মাষ্টারপীস।

ফরাসী ভাষায় রচিত নাটকটি ফরাসীদের দেখানোর পর ফরাসী

সমালোচকদের উপদেশ অনুসারে তিনি কিছু পরিবর্তন করলেন তারপর সারা বার্ণহার্ড লণ্ডনের প্যালেস থিয়েটারে নাটকটি প্রযোজনা করার আয়োজন করলেন, নিজে নামভূমিকা গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ওয়াইলডের মাথায় প্রচুর আইডিয়া, তিনি বললেন—ষ্টেজের ওপর সবাই হল্‌দে রঙের কাপড় পরে থাকবে।

একজন বলল, আকাশের রঙটা হবে বেগুনী। অসকার বললেন বেগুনে রঙ আকাশ! আশ্চর্য আমি ত' একথা ভাবিনি। নিশ্চয়ই বেগুনে রঙের আকাশ হওয়া উচিত। তারপরে অর্কেষ্ট্রার পরিবর্তে, সেখান থেকে সুগন্ধি ছড়ানো হবে। "Think the second clouds rising and partly veiling the stage from time to time……a new perfume for each motion."

তিন সপ্তাহ ধরে রিহার্সেল চলল, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লর্ড চেম্বারলেন বললেন—এই নাটকে বাইবেলীয় চরিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে, এর অভিনয় অনুমতি দেবনা।

ওয়াইলডের আগের নাটকের সাফল্য তাঁর মাথায় চড়ে গেছল, এই নিষেধাজ্ঞা তাঁকে ক্ষিপ্ত করল। পরিকল্পনাটি কাজে পরিণত করার আগেই তাঁর লাইসেন্সের আবেদন করা উচিত ছিল। সারা বার্ণহার্ডের প্রচুর অর্থ সময় এবং উৎসাহ নষ্ট হল, তিনি সেনসরের ওপর ক্ষিপ্ত হলেন, এমন কি ওয়াইলডের ওপরও চটলেন। ওয়াইলড সবদিক থেকে উত্যক্ত হয়ে একদিন Author's Club-এর ডিনার সভায় এই বিষয়ে বললেন। তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে তার এই সংকটের কথা প্রকাশ করেছিলেন। তারপরই চলে গেলেন।

সেদিন অবশ্য উপস্থিত লেখকবৃন্দ তাঁর জ্বালা অনুভব করতে পারেননি, তাঁরা তাঁকে পরিহাস করেছেন। ওয়াইলড বলতে থাকেন যে একমাত্র আর্চার ভিন্ন সমস্ত নাট্য-সমালোচক তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁরা সেনসরকে সমর্থন করেন। কোনো অভিনেতা এমন কি ওয়াশিংটন আর্ভিং পর্যন্ত তাঁকে সমর্থন করেননি, ওয়াইলড দুঃখ

করে বললেন—“Not even Irving, who always prating about the art of the actor.”

একটি সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বিশদভাবে বললেন :

“The censorship apparently regards the stage as the lowest of all the arts. The painter is allowed to take his subject where he chooses···the sculptor is equally free···And the writer, the poet, he also is quite free··· but there is censorship over the stage and acting.

The insult in the suppression of *Salome* is an insult to the stage as a form of art, and not to me.”

জীবনে এই প্রথম ওয়াইল্‌ডের সেনস অব হিউমার রসবোধের অভাব ঘটল, ফলে তিনি ‘Le Gaulois’ নামক ফরাসী পত্রিকায় লিখলেন যে আমি একজন ফরাসী নাগরিক হবার বাসনা রাখি। যেহেতু ইংলণ্ডে শিল্পসঙ্গত নাটক প্রযোজনার সুযোগ নেই, আমার এই সংকল্প সুচিন্তিত ইত্যাদি।

ওয়াইলডের এই ঘোষণার ফলে Punch একটি ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশ করল, অসকার আরো ক্ষিপ্ত হলেন।

এই সময় একজন অসকারকে বলেন “আপনি নাকি সারার উপযুক্ত করে ‘সালোমে’ চরিত্র এঁকেছেন?” উত্তরে অস্‌কার বলেন—“I have never written a play for any actor or actress, nor shall I ever do so. Such work is for the artisan in literature—not the artist.” এই উক্তির সঙ্গে আলেকজান্দারের জন্য নাটক রচনা কেমন অসঙ্গত মনে হয়। তবে সে ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন ছিল।

লণ্ডনের প্যালেস থিয়েটারে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে স্থির হল। অসকারের উৎসাহের আর সীমা নেই, তারপর রিহার্সাল তিন সপ্তাহ

চলার পর সরকারী নির্দেশে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অভিনয় প্রদর্শন নিষিদ্ধ হল। একটা প্রচলিত প্রাচীন আইন অনুসারে ক্যাথলিক রহস্য নাটক অভিনয় তখন আইনসঙ্গত ছিল না।

প্রথম নাটকের সাফল্যের পর এই ঘটনার আঘাতে অতি স্বাভাবিক কারণেই অসকার ভীষণ উত্তেজিত হলেন। সারা বার্নহার্ডও অসকারের ওপর চটলেন—এত সময় এবং উৎসাহ এইভাবে ব্যয়িত হল এই কারণে। একমাত্র 'The World' পত্রিকায় সমালোচক উইলিয়াম আর্চার ব্যতীত কোনও সমালোচক কোনও অভিনেতা এই সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে একটিও প্রতিবাদ জানান নি। এই নিয়ে অসকারের মনে দুঃখ ছিল।

অসকারের ক্ষুণ্ণ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল, এই নাটক নিয়ে তিনি যতখানি চিন্তা করেছেন আর কোনও নাটক নিয়ে তত মাথা ঘামান নি।

সালোমে নাটকের চরিত্রাবলী সংখ্যায় সতেরো জনের বেশী নয়। সালোমে নাটকের মধ্যে আছে মধ্যযুগীয় বর্বরতার চিত্র, কামনার জ্বালায় মানুষ কত নীচে যেতে পারে তার পরিচয়।

নাটকের আরম্ভে আছে 'যামিনী জোছনামত্তা, চারিদিকে চন্দ্রকিরণের যেন বন্যাস্রোত প্রবাহিত'। যে সিরীয় যুবক সালোমের রূপচিন্তায় বিভোর, তার মনে হচ্ছে চাঁদের আলো যেন নৃত্যছন্দে ছন্দিত। চাঁদ দর্শনে তার মনে শাদা পায়রার কথা উদিত হচ্ছে।

হেরোদিয়ার পরিচারকের মনে হচ্ছে এই চাঁদ আসন্ন অমঙ্গলের ইঙ্গিত। চাঁদ যেন কোনো এক মৃতা রমনীর শবদেহ। চাঁদ যেন কবর থেকে উঠে আসা প্রেতিনী।

সিরীয় সেনাপতি নারাবথ সালোমেকে নিয়ে চাঁদে পাড়ি দিতে চায়।

সালোমে এক জায়গায় বলছে—চাঁদ যেন আজ পুরুষ সঙ্গ-সুখহারা কুমারী। তার শুচিতা তাই অক্ষুণ্ণ।

জন সম্পর্কে সালোমের উক্তি—"রজনীতে চাঁদ সাগরের বুকে যখন ঝাঁপ দেয় তখনও তোমার মত এমন শুভ্রশুচি মূর্তি দেখা যায় না। এ যে দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া—এ যেন রজতনির্মিত মূর্তি।

সম্রাট্ যখন সালোমের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করছেন তখন হেরোদিয়ারা তাঁকে তিরস্কার করেছেন। হেরদ সমস্ত অপরাধ চাঁদের ওপর দিয়ে বলেন—চাঁদ নির্লজ্জ নগ্নারমনী, অভিসারিকা নটিনী ইত্যাদি।

হেরোদিয়া বলেন—চাঁদ, চাঁদই, সে আবার অন্যরকম দেখাবে কেন?

হেরোদিয়া নাজারেথ উৎসবের সময় বলছেন, এরা সব উন্মাদ! এরা চাঁদের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রাহত হয়ে আছে।

ক্রমে সালোমের নৃত্য সুরু হয়। নগ্নপদে সাতটি ওড়নার নৃত্য। এ-সেই নৃত্য যে নৃত্যে পুরুষের বক্ষোমাঝে নাচে রক্তধারা।

রাজা দেখছেন—পা ত' নয়, যেন তুটি সাদা পায়রা। এ যে রক্তের উপর নৃত্য।

হেরোদিয়া বলছেন তাতে আর কি? তুমি নিজে রক্তের ওপর হেঁটে যাওনি?

হেরোদের মনের কিছু পরিবর্তন হয় না, সে বলে কি বলছ তুমি। চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখ। সত্যি চাঁদের রঙ যেন আজ রক্তের ন্যায় লাল। সাধু ঠিকই বলেছিল চাঁদ এমন লাল হয়ে গেল কেন?

হেরোদিয়া রাজার কথায় উপহাসের ভঙ্গিতে বলে—আকাশের তারারা যেন ডমুরের মত খসে পড়ছে। চাঁদ কেশ নির্মিত পাত্রের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠেছে।

হেরদ সালোমের প্রার্থিত জনের ছিন্নমুণ্ড সহজে দিতে চাননি। তিনি অন্য কিছু দেওয়ার প্রলোভন দেখান, সালোমের আবদার কিন্তু

জনের ছিন্নমুণ্ড। শেষ পর্যন্ত সেই ছিন্নমুণ্ড রজত পাত্রাধারে এনে দেওয়া হল। তখন খ্রীষ্টবিশ্বাসী নাজেরিয়াগণ প্রার্থনা সুরু করে আর জন বা ইয়োকানন বিয়োগে আকুল সালোমের বিলাপ সুরু হয়।

নাটকের এই অংশটুকুর প্রশংসা সব সমালোচকই করছেন। এই অংশই সর্বপ্রধান। ইয়োকাননের ছিন্নমুণ্ডকে সালোমে যখন চুম্বন করে তখন সে একেবারে উন্মাদিনী। এই চুম্বনের মধ্যে শবাসক্তি বা Necrophalia-র পরিচয় পাওয়া যায়।

হেরডের আদেশে সালোমে রক্তাক্ত রঙ্গমঞ্চে সাতটি ওড়নার নাচ নগ্নপদে নেচে সাধু ইয়োকাননের মুণ্ড রৌপ্যপাত্রে উপহার প্রার্থনা করে। সাধু একদা সালোমের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সম্রাট হেরড প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য ইয়োকাননের ছিন্নমুণ্ড আনতে আদেশ দিলেন। ঘাতক ছিন্নমুণ্ড সালোমের হাতে দিল, সালোমে মুণ্ডটি সাগ্রহে গ্রহণ করল, সম্রাট ত তাঁর আচকানে মুখ ঢাকলেন, আর হেরোডিয়ার মুখে কুটিল হাসি ফুটে উঠল।

তারপর সেই মুণ্ড নিয়ে সালোমের স্বগতোক্তি শুরু হল:

"Ah! Thou wouldst not suffer me to kiss thy mouth, Jokanaan. Well! I will kiss it now. I will bite it with my teeth as one bites a ripe fruit. Yes, I will kiss thy mouth, Jokanaan. I said it; did I not say it? I said it. Ah! I will kiss it now."

হেরডের নির্দেশে সভাভঙ্গ হল, রাজসভার মশাল নির্বাপিত হল। একটি কালো মেঘে আকাশের চাঁদ সম্পূর্ণ ঢেকে গেল, চারিদিকে অন্ধকার। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার। হেরড সোপান অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন, নর্তকীর কণ্ঠনিঃসৃত বিলাপধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সহসা চন্দ্রালোক সালোমের দেহে এসে পড়ল। হেরড সেই দিকে

তাকিয়ে হুকুম দিলেন—"Kill that woman." সৈনিকরা তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করল, জুডিয়ার রাজকন্যা হেরোডিয়ার কন্যা সালোমের জীবনদীপ এইভাবে নির্বাপিত হল।

সালোমের ভূমিকায় অভিনেত্রী মড-এ্যালেনের অভিনয়ের জন্য যখন বিচার হয় তখন বিচারক বলেছিলেন···"অস্কার ওয়াইলড একজন আশ্চর্য সাহিত্যশিল্পী সন্দেহ নেই, তবে তাঁর মনে পশুত্বের ভাব বেশী।"

ওয়াইলডের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সালোমে' তাই বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করেছে। নাটক এবং প্রতীকি নাটক হিসাবে 'সালোমে' তুলনাহীন।

ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে Salome নাটকের ফরাসী সংস্করণ এবং পরবর্তী বছরে ইংরাজী সংস্করণ লণ্ডনে প্রকাশিত হল। জন লেন ছিলেন অসকারের প্রকাশক, তাঁরাই এই নাটক প্রকাশ করলেন। এই নাটক সম্পর্কে সমালোচকদের নিন্দায় 'ডোরিয়ান গ্রে'র নিন্দা ম্লান হয়ে গেল। তা ছাড়া শিল্পী অব্রে বীয়ার্ডসলী অঙ্কিত ছবি নাট্যকার বা সমালোচক কারও কাছে রুচিকর হয় নি। লেনকে অসকার সুনজরে দেখতেন না, একটি নাটকের ভৃত্যের নামকরণ করেছিলেন তার নামে। লেনও ব্যক্তিগতভাবে অসকারকে অপছন্দ করতেন।

'The Times' পত্রিকার সমালোচক লিখেছেন—"Salome is an arrangement in blood and ferocity, morbid, bizarre. repulsive—"

'সালোমে' একাঙ্ক নাটক। গ্রন্থটি ওয়াইলড তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু পীয়ের লুইকে উৎসর্গ করেছেন। পীয়ের লুই রচিত 'আফ্রোদিতে' একটি পৃথিবীখ্যাত ক্লাসিক। এই 'আফ্রোদিতে' সেকেন্দ্রিয়া নগরীর এক বারবিলাসিনীর কাহিনী, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ অব্দের পটভূমিকায় রচিত।

সালোমে নাটকের মূল আখ্যান ভাগ বাইবেল থেকে আহরিত। নাটকের আঙ্গিকে লেখক ফ্লবেয়ার, মাতারলিঙ্ক, ওলদেনর্ফ প্রভৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই নাটকের মূল চরিত্রাবলী, যথা, হেরদ, হেরদিয়া, জন দি ব্যাটপ্টিষ্ট বো যে কোন বাইবেলে উল্লিখিত। বাইবেলের নিউ টেসটামেণ্টে আছে হেরোদকে নৃত্যে পরিতৃপ্ত করে হেরোদিয়ার তরুণী কন্যা উপহার প্রার্থনা করে বসলেন সাধু যোকাননের মুণ্ড চাই। রৌপ্যাধারে সেই মুণ্ডটি রাজসভায় আনা হল।

ম্যাথুর চতুর্দশ, মার্কের ষষ্ঠ এবং লুকের তৃতীয় অধ্যায়ে যোহান ও হেরোদের বিবরণ আছে। এই কাহিনীমতে হেরোদ তার বড়ভাই এর স্ত্রী হেরো দিয়াকে স্ত্রীহিসাবে গ্রহণ করে। শাস্ত্রানুসারে এই বিবাহ নিষিদ্ধ তাই যোহান এর বিরুদ্ধাচারণ করেন, সেই কারণে হেরোদিয়া তার ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। হেরোদ কারাগারে বন্দী রাখলেও যোহানকে ভয় করতেন। সে ভালো ভবিষ্যৎ বক্তা এবং সর্বজনমান্য সাধু পুরুষ। বাইবেলে আছে যোহানকে সবাই ভয় করত। বাইবেলে দুই হেরোদের উল্লেখ আছে, একজন তেত্রাক হেরোদ আন্তিপাস, তিনি জুডিয়ার অধিপতি। দ্বিতীয় হেরোদের নাম হেরোদ আগ্রিপ্পা। প্রথম হেরোদ যোহনকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন আর দ্বিতীয় হেরোদ খ্রীষ্টের অন্যতম শিষ্য পিটারকে কারাগারে রেখেছিলেন। দেবদূত এই হেরোদ আগ্রিপ্পাকে হত্যা করেন। অসকার ওয়াইলড তাঁর নাটকে দুটি হেরোদকে মিশিয়ে এক করেছেন। অসকার এই নাটকে প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। প্রতীকি নাটক হিসাবেও সালোমের সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম।

বার্লিনের ক্লীনেস থিয়েটারে প্রযোজক রাইনহার্ড 'Salome' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এবং বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন, সেই থেকেই কবি ও নাট্যকার অসকার ওয়াইলড বিশ্বসাহিত্যের লেখক হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রচার একসময় সেকস্‌পীয়ারের সমতুল্য

হয়, তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়, পরবর্তীকালে একমাত্র জর্জ বার্ণাড শ'র গ্রন্থাবলীর বিক্রয়সংখ্যা অসকারের সমতুল্য হয়।

ক্রমে অসকারের খ্যাতি ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ল, একজন ইংরাজ লেখক নিয়ে ফরাসী সমাজ এর আগে এত মাতামাতি করে নি। ফরাসী সংবাদপত্রে প্রতিদিন অসকারের বাণী বা রচনার উদ্ধৃতি থাকত।

তুলোস লুত্রেক প্যাস্টেলে অসকারের ছবি এঁকেছিলেন, আর সোনালী পটভূমিতে লাল ওয়েস্টকোস্ট পরা অবস্থায় একটি ছবি আঁকলেন উইলিয়াম রথেনস্টাইন।

হার্বার্ট বীরবোম ট্রি একদিন ওয়াইলডকে বললেন, আমার জন্ম একটা নাটক লিখে দিন 'Lady Windermere's Fan'-এর মত। বীরবোম ট্রি ব্যবসায়ী ছিলেন না, তাঁর মন ছিল শিল্পীর। তবু তিনি পাঁচ বছর হে মার্কেট থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন, পরে হিজ ম্যাজেস্টিস থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। অসকার তাঁকে বললেন আমার '*Salome*' নাটকের হেরডের ভূমিকায় আপনাকে চমৎকার মানাবে, কিন্তু বড় ঘরানার বনেদীদের ভূমিকায় আপনাকে একদম মানাবে না।

ট্রি তবু ছাড়বার পাত্র নন, প্রতিদিন অনুরোধ করে শেষ পর্যন্ত অসকারকে রাজী করালেন। ট্রি অসকারকে পছন্দ করতেন, আপনার প্রকৃতির প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন তিনি অসকারের মধ্যে। অসকার সম্পর্কে ট্রি বলেন—"Oscar was the greatest man I have ever known, and the greatest gentleman."

অসকার একবার বন্ধু ভিনসেণ্ট ও'সালিভানকে বলেছিলেন, 'আমি কারও জন্যে নাটক লিখি না, লিখি নিজের তৃপ্তির জন্য, পরে যদি কেউ অভিনয় করতে চায় তো অনুমতি দিই।'

ট্রির অনুরোধ কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুনতে হল। টরকোয়েতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অসকার লিখলেন—'A Woman of no Importance'। ট্রি সেই সময় মফস্বলে ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার দল নিয়ে ঘুরছেন। অসকার তাঁদের সঙ্গে তিন দিন গ্লাসগোয় কাটালেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠল। ট্রির মুখে অসকারের প্রশংসা আর ধরে না।

নতুন নাটক রিহার্সালে পড়ল, অসকার রিহার্সালে উপস্থিত থাকেন, প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ নাটকের অংশবিশেষ একরকম নতুন করেই লিখে দেন। খানাপিনা এবং চমৎকার আলাপ-আলোচনায় এই সময়টা সুন্দর কেটেছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে হে মার্কেটের থিয়েটার রয়্যাল রঙ্গমঞ্চে এই নাটক প্রথম অভিনীত হল এবং ওয়াইলডের আগের নাটক 'Lady Windermere's Fan'-এর মতই সাফল্য অর্জন করল।

প্রথম অভিনয়-রজনীতে দর্শকরা নাট্যকারকে দেখার বার বার অনুরোধ জানাল। সহসা বক্স থেকে এক বিরাটাকৃতি ভদ্রলোক বললেন, 'ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অসকার ওয়াইলড আজ এই প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত নেই।' বলা বাহুল্য, বক্তা স্বয়ং অসকার ওয়াইলড।

অভিনয়ান্তে 'মার্ভেলাস', 'ইউনিক্', ওয়াণ্ডারফুল', 'গ্রেট' প্রভৃতি প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি হল। নাট্যকার ও নট পরস্পরকে অভিনন্দন জানালেন :

অসকার। আমি বরাবরই আপনাকে আমার শ্রেষ্ঠ সমালোচক মনে করে আসছি।

ট্রি। বা রে, আমি তো কোনদিনই আপনার নাটকের সমালোচনা করি নি।

অসকার। সেই জন্যই তো আপনি সর্বা...

Lord Illingworth চরিত্রটি চমৎকার, নাট্যকার এই চরিত্রটি আপন আদর্শে গড়েছিলেন, তাঁর মুখনিঃসৃত বহু কথা ইলিংওয়ার্থের মুখে বলিয়েছেন এবং 'ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসের লর্ড হেনরীর বক্তব্যও এখানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। ট্রির ব্যক্তিগত চরিত্রের সঙ্গে ভূমিকাটি বিশেষ খাপ খেয়ে গেল। শেষজীবন পর্যন্ত এই অভিনয়ের প্রভাব তাঁর চরিত্রে ছিল। অসকার বলতেন, "It is a wonderful case of nature imitating art."

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটকের রিহার্সাল শুরু হওয়ার কিছু আগেই অসকার আবার টরকোয়েতে লেডী মাউণ্টটেম্পলের ভবনে বসে *La Sainte Courtisane* নামক নাটক লেখেন। 'Salome'-এর মত আর একটি নাটক লেখার বাসনা ছিল অসকারের—এই সেই নাটক। এই নাটকের কাহিনী তাঁর কাছে অতিশয় প্রিয়, অনেকের কাছেই এই গল্প বারবার বলেছেন। নাটকটি বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন, এখনও লিখছি এবং চিন্তা করছি। এই নাটকে 'The Portrait of Mr. W. H.' নামক বিখ্যাত রচনার বক্তব্য পুনরুত্থাপন করা হয়েছে। তাঁর বিচারকালে এডা লেভারসনের কাছে এই নাটিকার পাণ্ডুলিপি রেখে যান। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে এই পাণ্ডুলিপি অসকারকে ফেরত দেওয়া হয়। তারপর পাণ্ডুলিপিটি একদিন ঘোড়ার গাড়িতে ভুলে ফেলে যান ও হারিয়ে যায়।

আঁরি দ্য রেনয়া বলেছেন, এই সময়ে অসকার ক্লান্ত স্থূলদেহ মানুষের মত কাফে, ক্যাবে, সালোঁতে পর্যায়ক্রমে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সাফল্য মানুষের অনেক সময় বিশেষ ক্ষতি করে, অসকারের জীবনেও তাই ঘটল। দুটি নাটকে যে আর্থিক লাভ হল তাতেই তাঁর মাথা ঘুরে গেল।

একজন জীবনীকার বলেছেন, 'স্কুল থেকে বেরিয়েই ছোট

ছেলে হাতে পয়সা পেলে যেমন যা খুশি তাই করে, অসকারও তাই শুরু করলেন।'

বছর দুই এই ধরণের উদ্দাম জীবনযাত্রার পর অসকার তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন—"In this world there are only two tragedies, one is not getting what one wants, and the other in getting it."

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে-সাফল্যের শিখরে উঠেছিলেন অসকার —তার ফলে তাঁর চারপাশে একটা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের জাল সৃষ্টি হল এবং তাঁর বাকী জীবনটুকু আচ্ছন্ন করে রাখল। এই সময়ে তাঁর বার্ষিক আয় প্রায় আট হাজার পাউণ্ড, এখনকার মূল্যমানানুসারে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। অসকারের ভাগ্যলক্ষ্মী এক বিচিত্র রহস্য সৃষ্টি করলেন।

'An Ideal Husband' নাটকটির সম্পর্কে সর্বপ্রথম জুন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কথা উঠলেও তিনি তখন নাটকটি পরিকল্পনা করেছিলেন মাত্র। 'An Ideal Husband' ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী হে মার্কেটের থিয়েটার রয়্যালে মঞ্চস্থ হয়। প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) বক্সে বসে নাটকাভিনয় দেখেছিলেন। অভিনয়ান্তে লেখককে ডেকে অভিনন্দন জানালেন।

লেখক বললেন, দু-একটি জায়গা দীর্ঘ হয়েছে, কাটতে হবে।

প্রিন্স অব ওয়েলস বললেন, দয়া করে অমন কর্ম করবেন না। একটি কথারও পরিবর্তন চলবে না।

এই নাটকে লেখকের পূর্ববর্তী নাটকাবলীর সকল গুণ বর্তমান ছিল, তা ছাড়া সংগঠনে, আঙ্গিকে, রূপায়নে, চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হল।

এর পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হওয়ায় একদিন জর্জ আলেকজাণ্ডারকে অসকার বললেন, দেড়শো পাউণ্ড দাদন দিন,

একটা নাটক লিখে দেব, আর যদি না পারি টাকা ফেরত দেব। এই হল নতুন নাটক 'The Importance of Being Earnest'-এর সুত্রপাত।

নাটকটি লিখিত হওয়ার পর প্রথমে আলেকজাণ্ডার মনে করেছিলেন এই হালকা কমেডি তাঁর উপযুক্ত নয়, তিনি তাই নাটকটি অন্যত্র পাঠালেন। কিন্তু হেনরী জেমসের নাটকটি সেণ্ট জেমস থিয়েটারে অচল হওয়ায় তিনি 'The Importance of Being Earnest' নাটকটি চেয়ে নিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সেণ্ট জেমস থিয়েটারে 'The Importance of Being Earnest' মঞ্চস্থ হল। সেদিন অতিশয় বিশ্রী আবহাওয়া। অতি তীব্র তুষার-ঝঞ্ঝায় চারদিক আচ্ছন্ন। ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া, হ্যানসম ও অন্যান্য গাড়ি চলাচল করা কঠিন, তবু সেদিন সেণ্ট জেমস থিয়েটারে দর্শকের অভাব হয়নি। সারা লণ্ডনের রসিক-সমাজ অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অসকার সেদিন কিন্তু অধিকাংশ সময় স্টেজের ভিতরই ছিলেন। এই নাটক দেখে উইলিয়ম আর্চার লিখেছিলেন—"Farce is too gross and common-place a word to apply to such iridescent filament of fantasy."

অসকার নিজে বলতেন—"There are two ways of disliking my Plays, one way is to dislike them, the other to prefer Earnest."

ওয়াইলড বলেছেন, কমেডি লেখা খুব সহজ। 'ডোরিয়ান গ্রে বা 'সালোমের'র মত গ্রন্থ লেখাই কঠিনতর কর্ম। এই দুটি গ্রন্থই তিনি প্রচুর পরিশ্রম করে লিখেছেন, তাই মমতাও ছিল বেশী।

যেদিন 'Earnest'-এর প্রথম অভিনয় রজনী, সেই দুর্যোগের রাত্রিতেই মার্কুইস অব কুইনসবেরী সেণ্টজেমসের দোরে দোরে গাজর আর অন্যবিধ সবজি নিয়ে ঘুরেছেন নাট্যকারকে অপদস্থ করার জন্যে।

সে কথা এই কাহিনীর প্রথমেই বলা হয়েছে। অসকারের জীবন-নাট্যে এইবার সেই শেষ অঙ্ক শুরু হল।

দশ

অন্ধকার দিন

লিওনেল জনসন ছিলেন ভাল ছাত্র, কবি হিসাবেও বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস ছিলেন লিওনেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় লিওনেল ডাগলাসকে অসকারের টাইট স্ট্রীটের বাসায় এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম, সেই সময় ডাগলাসের বয়স মাত্র একুশ, অক্সফোর্ডে দু বছর কেটেছে, দেখায় কিন্তু ষোল-সতেরোর মত। দেবশিশুর মত সুন্দর আকৃতি—যেন তরুণ এডোনিস।

এই পরিচয়ই অসকারের জীবনের প্রচণ্ড অভিশাপ। যদি এই পরিচয় না ঘটত তাহলে পরিপূর্ণ জীবনভোগ করে অসকার হয়তো তাঁর বন্ধু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের কাছ থেকে নাইটত্ব লাভ করে সসম্মানে পরলোকের পথে পাড়ি দিতে পারতেন, কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশে সবই পরিবর্তিত হয়। যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-সদৃশ 'ডোরিয়ান' অসকার স্বয়ং সৃষ্টি করেছিলেন সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ডাগলাস-মূর্তিতে তাঁকে গ্রাস করেছে। লিওনেলও খুশী হন নি, তিনি অসকারকে উদ্দেশ্য করে বিখ্যাত সনেট রচনা করেছেন—"I hate you with a necessary hate"....

কুইনসবেরীর অষ্টম মার্কুইসের তৃতীয় সন্তান অ্যালফ্রেড ডাগলাস। অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর মা স্বামীকে

ডিভোর্স করেন এবং ছেলেদের নিয়ে আলাদা থাকতেন। ডাগলাসকে তাঁর মা ছেলেবেলা থেকেই 'Bosie' বলে ডাকতেন। Boysie (খোকন) কথাটির অপভ্রংশ, সেই নামেই সকলে অ্যালফ্রেডকে সম্বোধন করতেন। মার্কুইশ ছিলেন একজন উন্মাদ প্রকৃতির মানুষ। প্রচুর বিত্ত ও সম্মানের সঙ্গে মার্কুইস ডাগলাস পরিবারের প্রকৃতিগত 'Mad-bad blood'ও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। পত্নী ও ও সন্তানদের প্রতি তাঁর মমতা ছিল না, এমন কি মৃত্যু শয্যায় যখন তাঁর বড় ছেলে শেষ বিদায় নিতে এল, তখন তিনি তার গায়ে থুতু ফেলেছিলেন!

পিতা-পুত্রের মধ্যে যে ধরনের পত্রবিনিময় হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। Unmanly brute, crazy lunatic, persecutor of his wife, bully of his children—এইসব বিশেষণ তাঁর সন্তান প্রদত্ত।

জ্যেষ্ঠ পুত্র লর্ড ড্রামলানরিগ ছিলেন পররাষ্ট্র-সচীব রোজবেরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী, গ্ল্যাডস্টোন তখন প্রধান মন্ত্রী। তিনি ড্রামলান রিগকে ইংলিশ পীয়রত্বে অভিষিক্ত করার সুপারিশ করেন, স্কটিস পীয়রের হাউস অব লর্ডসে বসার অধিকার ছিল না। মার্কুইস অব কুইনসবেরী মনোনীত সদস্য হিসাবে একটি আসন পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত শপথ গ্রহণ করতে রাজী না হওয়ায় পুনর্বার মনোনীত হন নি। পুত্র পিতার বিরক্তি ও রোষের ভয়ে এই পীয়রত্ব গ্রহণে রাজী হন নি, কিন্তু শেষপর্যন্ত মার্কুইস অব কুইনসবেরী লিখিত অনুমতি দান করেন। ড্রামলানরিগ লর্ড কেলহেড হিসেবে পীয়রত্বে উন্নীত হলেন। একমাসের মধ্যেই মার্কুইস অব কুইনসবেরী কুইন ভিক্টোরিয়া, গ্ল্যাডস্টোন, রোজবেরী প্রভৃতিকে অপমানজনক চিঠি লিখতে লাগলেন। রোজবেরীকে ঘোড়ার চাবুক মারবেন এই ইচ্ছায় হামবুর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন এবং রোজবেরীর হোটেলের দরজায়

অপেক্ষা করেছিলেন এমন সময় প্রিন্স অব ওয়েলস (সপ্তম এডওয়ার্ড) তাঁকে নিরস্ত করেন কৌশলে এবং পদমর্যাদার বলে।

এর পর মার্কুইস তুই পুত্রের পিছনে লাগলেন, অ্যালফ্রেডের বিরুদ্ধে রাগের কারণ অসকার ওয়াইলডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর দ্বিতীয় পুত্র পার্সির (লর্ড ডগলাস অব হুইক) ওপর রাগের কারণ সে ডাগলাসকে সমর্থন করত। এমন কি পার্সির তরুণী বধূকে অপমান-সূচক অশ্লীল পোস্টকার্ড পাঠাতেন অথচ তাকে চোখে দেখেন নি কোনও দিন।

এই পিতার পুত্র লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস, অসকারের চোখে তাঁর 'Slim guilt soul, walked between passion and poetry' আর 'redrose leaf lips, that had been made no less for the music of song than madeness of kisses.'

কুইনসবেরী যখন অসকার এবং ডাগলাসের ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পারলেন তখনই তিনি পুত্রকে এই অন্তরঙ্গতার অবসান ঘটানোর জন্য আদেশ দিলেন। পুত্র তখন সাবালক, তাই পিতার কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করল না। প্রথমটা পুত্রের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হলেও মার্কুইস বললেন, তোমার ভাতা বন্ধ করে দেব। উভয়ের মধ্যে বিশ্রী পত্রালাপ শুরু হল। অবশেষে একদিন ক্যাফে রয়্যালে লাঞ্চের সময় পিতা-পুত্র এবং অসকারের সাক্ষাৎকার ঘটল। পুত্র পিতাকে নিজেদের টেবিলে আমন্ত্রণ করলেন। প্রথমটা প্রত্যাখ্যান করলেও মার্কুইস শেষ পর্যন্ত ওদের টেবিলে এলেন। অসকারের সঙ্গে পরিচিত হলেন, অসকারের বিচিত্র আলাপচারে মুগ্ধ হলেন, বেলা চারটে পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চলল।

কুইনসবেরী এমনই প্রীত হলেন যে ডাগলাসকে লিখলেন, যা সব এতদিন বলেছি তা প্রত্যাহার করছি, আমার বন্ধু লর্ড দি গ্রে এবং তাঁর স্ত্রী বলেছেন অসকার লোকটি খুবই ভাল, প্রতিভাসম্পন্ন লোক এবং সুন্দর কথা বলেন। আর শেষে এই কথাও লিখলেন—"I

don't wonder you are so fond of him ; he is a wonderful man." কিন্তু দুমাস যেতে না যেতেই যে-কে-সেই। আবার সেই কঠোর পত্রালাপ শুরু হল। পিতার আদেশ পুত্র পালন করতে রাজী হল না, বরং তাঁর অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলল। ভাতা বন্ধ করার মত নীচ কর্ম যদি করতে ইচ্ছে হয়, করতে পারেন।

পিতা কিন্তু তাই করলেন। টাকা বন্ধ হল বটে, চিঠি বন্ধ হল না—উভয়ের চিঠির ভাষা দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠল।

একদিন অসকারের ১৬ নং টাইট স্ট্রীটের বাসায় মার্কুইস এসে উপস্থিত। অসকার নির্ভয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন।

মার্কুইস বজ্রনিনাদে বললেন, বসুন।

ওয়াইলড শান্ত গলায় জবাব দিলেন, আমার বাড়িতে বা অন্য কোথাও এ ভাবে কথা বলার অনুমতি আমি কাউকে দিই না। আপনি হয়তো আপনার চিঠির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছেন। আপনার ছেলেকে আপনি আমার স্ত্রী এবং আমার সম্পর্কে যে সব কথা লিখেছেন তার জন্য আমি আপনাকে একদিন কাঠগড়ায় দাঁড় করাব।

আমি আমার ছেলেকে যা খুশী লিখতে পারি।

আপনি কোন্ সাহসে আপনার পুত্র এবং আমার সম্পর্কে এমন যা তা লিখতে পারেন?

স্যাভয় হোটেল থেকে আপনাকে দূর করে দিয়েছিল ক্ষণিকের নোটিশে। আপনার আচরণই তার জন্য দায়ী।

মিথ্যা কথা।

পিকাডেলিতে আপনি আলাদা ঘর নিয়েছেন ডাগলাসের জন্য।

আপনাকে কেউ মিথ্যা বলেছে। আমি এসব কিছুই করি নি।

মার্কুইস কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন, তিনি তর্ক করতে লাগলেন।

অসকার বললেন, লর্ড কুইনসবেরী, আপনি কি সত্যিই আপনার পুত্র এবং আমাকে অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করছেন?

জানি না, তবে আপনাকে দেখে তাই মনে হয়, আপনার ভঙ্গিও সেইরকম। যদি কোনদিন সাধারণ রেস্তোরাঁয় আপনাকে আর আমার পুত্রকে দেখি, তাহলে আমি কিন্তু দেখে নেব।

কুইনসবেরীর আইন আমি জানি না, তবে অসকার ওয়াইলডের আইন অপরাধীকে দর্শন মাত্রেই গুলি করা, আমার বাড়ি থেকে বিদায় হোন।

কুইনসবেরী বক্সিং সম্বন্ধে আইন প্রণেতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন।

এই কথায় একেবারে কুঁকড়ে গেল কুইনসবেরী, বললেন, কি বিশ্রী স্ক্যাণ্ডাল!

তাই যদি হয়। সেই কেলেঙ্কারির জনক আপনি, আর কেউ নয়।

অসকারের ভৃত্য ভয়ে কাঁপছিল, অসকার তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই লোকটি মার্কুইস অব কুইনসবেরী। লণ্ডনের সর্বনিকৃষ্ট পশু। কোনোদিন এঁকে এ বাড়িতে প্রবেশ করতে দেবে না। যান, এখন বিদায় হোন।

মার্কুইস অপমানে মাথা হেঁট করে চলে গেলেন।

রবার্ট রসের সুপারিশে অসকার ওয়াইলড হামফ্রেস, সন অ্যাণ্ড কারস নামক বিখ্যাত সলিসিটর ফার্মের চার্লস হামফ্রেসের সঙ্গে মার্কুইসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য পরামর্শ করলেন। মামলা হয়তো রুজু হত, কিন্তু ডাগলাসের আত্মীয় কারেজ উইনডহ্যামস্ এম. পি.র উপদেশে অসকার নিরস্ত হলেন। উইনডহ্যামস্ বলেছিলেন মার্কুইস ক্ষমা প্রার্থনা করবেন কিন্তু তা না করে স্বয়ং টাইট স্ট্রীটের বাসায় এক হামলা করতে এসেছিলেন।

ডাগলাস-জননী পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন ডাগলাসকে, ডাগলাসও বিশেষ মাতৃভক্ত ছিলেন। ডাগলাসের মেজাজও বাপের মতই ছিল। ডাগলাস-জননী একটি পত্রে দুঃখ করে লিখেছিলেন—"the one of my

children who has inherited the fatal Douglas temperament."

অনেক পরামর্শের পর ডাগলাসকে কায়রোতে লর্ড ও লেডী ক্রোমারের কাছে পাঠানো হল। লেডী কুইনসবেরী অসকারকে অনুরোধ করেছিলেন যেন 'Bosie'-র সঙ্গে যোগাযোগ না রাখেন। অসকারও কথা দিয়েছিলেন তাই করবেন, এবং সে কথা রেখেছিলেন।

কায়রোতে সেই সময় তিনজন তরুণ লেখক ছিলেন, কাণ্টারবেরীর আর্কবিশপের পুত্র এফ, ই, বেনসন, রবার্ট হিচেনস ('গার্ডেন অফ আল্লার' লেখক) এবং রেগী টার্নার। এঁরা সকলেই উত্তরকালে উপন্যাস লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

ডাগলাসের সঙ্গে হিচনেসের ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় এবং অসকার সম্পর্কে অনেক কথা ডাগলাস তাঁকে বলেছিলেন। ফলে "The Green Carnation" নামে একটি গল্প লেখেন হিচনেস। এই গল্পে হিচনেস ওয়াইলডের জীবন নিয়ে এক বিদ্রূপাত্মক কাহিনী রচনা করলেন, ফলে এতদিন যা কানাকানির মধ্যে ছিল তা সর্বত্র প্রচারিত ও আলোচিত হতে লাগল। ডাগলাস তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন —"He wrote his book 'The Green Carnation' entirely on the strength of and as the result of association with me, for he had not at that time met Oscar Wilde—

ডাগলাসের এই অবিবেচনাই তাঁর বন্ধুর মৃত্যুবান হয়ে দাঁড়াল।

লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মিশরে ডাগলাসের এক রোমান্টিক যোগাযোগ ঘটে। লর্ড ক্রোমার তুরস্কের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের অবৈতনিক সহকারী হিসাবে ডাগলাসের একটি কূটনৈতিক কাজও জোগাড় করে দেন, কিন্তু তাতে তাঁর মন বসল না। এর পর এথেন্সে চলে এলেন ডাগলাস। একদিন ওয়াইলড চিঠি পেলেন লেডী কুইনসবেরীর কাছ

থেকে যে ডাগলাস ওয়াইলডের কাছ থেকে একটি চিঠি পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।

ওয়াইলড কোনও উত্তর দিলেন না। আর চিঠিতে ফল হল না দেখে ডাগলাস শেষ পর্যন্ত নিজেই চিঠি দিলেন মিসেস ওয়াইলডকে। অসকার তবু নীরব। ডাগলাস জানালেন আমি প্যারিস যাচ্ছি। অসকার প্যারিস থেকে চলে এলেন। অবশেষে ডাগলাস এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন এবং সেই পত্রে আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন করলেন। পারিবারিক ইতিহাস অসকারের ভালোরকম জানা থাকায় অসকার নরম হলেন। উভয়ের মিলন হল। অসকারকে দেখে অ্যালফ্রেডের চোখ দিয়ে অবিরল জল ঝরতে লাগল, অসকারের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে রেখে ছোট ছেলের মত নীরবে বসে রইলেন ডাগলাস।

এই ঘটনার দুদিন পরে ক্যাফে রয়্যালের ডিনার টেবলে উভয়কে দেখলেন কুইনসবেরী। কুইনস্‌বেরী ডাগলাসকে লিখেছিলেন—"With my own eyes I saw you in the most loathsome and disgusting relationship as expressed by your manner and expression ...." পত্রশেষে 'your disgusted so called father' লিখেছেন। পুত্রকেও so-called son বলতেন মার্কুইস।

সেণ্ট জেমস্‌ থিয়েটারে 'The Importance of Being Earnest' অভিনয় রজনীর চারদিন পরে 'Albermarle' নামক ওয়াইলডের ক্লাবে গিয়ে 'To Oscar Wilde posing as a somdo*m*ite' এই কার্ডখানি রেখে চলে গেলেন। অনাবশ্যক 'm'-টি অজ্ঞানতাবশতঃ বলেই মনে হয়। দারোয়ান কার্ডখানি রীতিমত ব্যবস্থানুসারে রেখে দিল এবং দশদিন পর ওয়াইলড যখন ক্লাবে এলেন তাঁর হাতে পৌঁছে দিল। ওয়াইলড কার্ডখানি গ্রহণ করে মার্কুইসের চ্যালেঞ্জ পাঠ করলেন এবং নির্বুদ্ধিতা-বশতঃ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুইনসবেরীর ফাঁদে ওয়াইলড পা দিলেন।

এগারো

ভুলের মাশুল

অসকার ওয়াইলডের জীবনের অভিশপ্ত দিন শুরু হল। বিচার আর কারাদণ্ডে এক বিস্ময়কর প্রতিভার সামগ্রিক জীবনের অবসান ঘটল। ওয়াইলডের অপরাধ সম্পর্কে বিচারক বলেছিলেন—"Corruption of the most hideous kind among young men"—

বেচারী অসকার। প্রজাপতিকে যেন জাঁতাকলে পিষে মারা হল। অসকারের মত নন্দনতাত্ত্বিক সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল ব্যক্তি বীভৎস ব্যভিচারীর দুর্নামে কলঙ্কিত হলেন।

অসকারের শ্লেষাত্মক কবিতা, গভীর সৌন্দর্যানুভূতি ও মনোভঙ্গী বিশ্বসাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'আর্টের জন্য আর্ট' এই নীতির প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ সেই অসকারের জীবনের এই বিচিত্র পরিণতি। এই কল্পনাবিলাসী মানুষটিকে রূঢ় বাস্তবতা ও মধ্যবিত্ত সামাজিক নীতির নিরিখে কি বিচার করা সম্ভব?

বিচারকের রায় শোনার পর আদালতে 'শেম শেম' ধ্বনি উঠেছিল। আদালতের বাইরে সাধারণ স্ত্রীলোকদের দল শোভাযাত্রা করে হল্লা করতে এসেছিল।

অসকার ওয়াইলডের বিচার কাহিনীর বিবরণ 'Trials of Oscar Wilde' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। এই বিখ্যাত বিচার-কাহিনী সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ এক করুণ কাহিনী—সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে ওয়াইলডকে একটি নৈতিক প্রশ্নের জন্য সর্বনাশ ও অখ্যাতি বরণ করতে হয়েছিল। সাফল্যের

মুহূর্তে ভাগ্য আর নিজস্ব প্রকৃতির ত্রুটির ফলে তাঁর চরম সর্বনাশ ঘটেছে। যে সংকীর্ণমনা জনসাধারণকে তিনি উপহাস করেছেন, 'সবুজ কারনেশন' তাদের কাছে প্রয়োজনহীন।

খ্যাতি ও সৌভাগ্যের পথ যখন সামনে প্রসারিত তখন মার্কু ইস অব কুইনসবেরীর আকৃতিতে অদৃষ্টপুরুষ এসে পথরোধ করে দাঁড়ালেন। মার্কু ইস তাঁর বাইশ বছরের ছেলে অ্যালফ্রেডের কল্যাণার্থে তাকে অশুচিস্পর্শ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এলেন। অথচ পিতা-পুত্রে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, পুত্র তার জননীর স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট। তবু so-called father, তাঁর so-called sonকে ত্রাণ করার জন্য প্রচুর অর্থ এবং সামর্থ্য নিয়োগ করলেন। অসকারের বয়স তখন চল্লিশ। কুইনসবেরীর চরিত্র আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীর প্রতি পৈশাচিক ব্যবহার ও সন্তানদের প্রতি নির্মম অত্যাচারের ফলে তিনি সর্বত্র অপ্রিয় ছিলেন। অসকারের প্রতি তাঁর অসীম ঘৃণা আর তীব্র বিতৃষ্ণা। তাই অসকারকে বললেন—'posing as a somdo*m*ite'। নিছক হঠকারিতার বশে ওয়াইলড এই অভিযোগের প্রতিবাদ করলেন। তাঁকে সমর্থন করলেন ও উত্তেজিত করলেন মার্কু ইস-তনয় লর্ড অ্যালফ্রেড ডাগলাস। নৃশংস কংস সদৃশ পিতাকে জব্দ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

ওয়াইলড মার্কু ইসকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করলেন।

লর্ড কুইনসবেরির কার্ডখানি অসকারের হাতে পড়েছিল সন্ধ্যার সময়। মধ্যরাত্রের পূর্বেই তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মার্কু ইসকে তিনি আদালতে নিয়ে গিয়ে মানহানির দায়ে কাঠ গড়ায় চড়াবেন। এর চেয়ে খারাপ সিদ্ধান্ত আর হতে পারে না। অসকার সাহিত্যিক মানুষ, বিষয়ী মানুষ ন'ন, বিষয়বুদ্ধি তাঁর কম। ভাষার তিনি অধীশ্বর কিন্তু কূটনীতিতে তিনি শিশু। তাঁর এই সিদ্ধান্ত তাই সুচিন্তার ফল নয়, কোনো উত্তম উপদেষ্টা তাঁকে পথ নির্দেশ করেন নি—রোবি রস, বয়সে কাঁচা, অভিজ্ঞতায় অবিজ্ঞ।

বসি ডাগলাস একজন তোষমোদকারী সাহিত্য যশোলিপ্সু অর্বাচীন মাত্র।

সব চেয়ে সহজ কাজ হত চুপ চাপ বসে থাকা, মার্কুইসের কার্ডখানা উপেক্ষা করা। অসকারের ঢিলা ঢালা স্বভাবের সঙ্গে সেইটাই খাপ খেত বেশী। আরো বেশী বিবেচনার কাজ হত যদি তিনি লণ্ডন ত্যাগ করে কিছুদিনের জন্য চ্যানেলের অপর পারে গিয়ে গা ঢাকা দিতেন রুগ্ন শরীরের দোহাই দিয়ে, বা কাজকর্মের অজুহাতে। বেশ কিছুকাল বিরতির পর সুস্থ শরীরে লণ্ডনে ফিরতেন একটা নতুন লেখা নাটক হাতে করে। তাহলে কুইনসবেরীও ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন —কুইনসবেরী দীর্ঘকাল রাগ পুষে রাখতেন না।

সুবিবেচনা নয় হঠকারিতার বশেই অসকার চালিত হলেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ফলে তিনি সহজেই কুইনসবেরীর ফাঁদে পা দিলেন। পরে তিনি বলেছেন, যে পিতা ও পুত্রের দোটানায় পড়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং কলুর চোখবাঁধা বলদের মত কাজ করেছেন। বিচারবুদ্ধির অভাব ছিল অসকারের। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে বেশী দেরী হয়নি, এক বিন্দু কালহরণ না করে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। সমগ্র ঘটনাটি একজন ক্লান্ত, শ্রান্ত মানুষের নতিস্বীকার নয়, বরং একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের দৃঢ় চিত্ততার পরিচায়ক।

এ পর্যন্ত জীবনে যা কিছু ঘটেছে তার ফলে অসকারের মনে একটা আত্মগরিমাসৃষ্টি হয়েছিল যে তিনি একজন উচ্চাঙ্গের পুরুষ। বাবা ছিলেন প্রতিভাধর চিকিৎসক, আর অসকারের মা স্পারাঞ্জা বাল্যজীবন থেকেই অসকারের অহমিকাবর্ধনে সহায়তা করেছেন। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজ সাফল্য, অকস্‌ফোর্ডের রেকর্ড, থিয়েটারের খ্যাতি—সবকিছু জড়িয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

যখন অপমানের এই অভিজ্ঞতা তাঁকে স্পর্শ করল তখনও সেই

পুরাতন গরিমা তাঁর বুদ্ধিকে সম্মোহিত করেছে। অস্‌কার মনে করতেন, তিনি সেই জাতীয় মানুষ যাঁকে ঈশ্বর কবচ-কুণ্ডল দিয়ে এই ধরণীতে পাঠিয়েছেন।

সুতরাং এমন একটি মানুষ কি মার্কুইস অব কুইনসবেরীর এই অপমানকর ভীতি প্রদর্শনে আতংকিত হবেন। অসকারের পরবর্তী সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পটভূমি হিসাবে এই মানসিকতার কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এই হল ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের পূর্বগামিনী ছায়া।

মানব মন এমনই এক পদার্থ যে যেটুকু তার পক্ষে অনুকূল এবং গ্রহণীয় মনে হয় সেটুকুই সে গ্রহণ করে, যে প্রতিকূলতার হাত থেকে সে আপনাকে সরিয়ে রাখে মোটেই সেই প্রতিকূল অবস্থাকে উপযুক্ত ভাবে বিবেচনা করে না।

কুইনসবেরীকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে! অথচ কুইনসবেরীর অভিসন্ধি পূর্ণ হবার ষোলো আনা সুযোগ মিলবে। ওয়াইলডের আনা মামলা তাঁর জীবনের সমাপ্তি টেনে এনেছে। যদি বিজয়লাভ হত তাহলেও তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হত, এবং তিনি সমাজে পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন না। ক্লাব থেকে বেরিয়ে হোটেলে বসে ডাগলাসকে এবং রোবি রসকে যখন অসকার চিঠি লেখেন তখনই তাঁর মতস্থির হয়েছিল। রস সেই সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, ডাগলাস পরদিন সকালে। এদের মধ্যে ঠিক কি জাতীয় আলোচনা হয় তার কোনো রেকর্ড নেই।

ওল্ড বেইলীর আদালতে সুবিচারের আশায় অসকারের যাওয়া উচিত হয় নি। সন্দেহজনক চরিত্রের বহু নোংরা যুবকের সঙ্গে অসকারের মেলামেশা ছিল। তাদের সঙ্গে করে তিনি স্যাভয় প্রভৃতি বড় বড় হোটেলে নিয়ে খানা খেতেন, আড্ডা দিতেন। অ্যালফ্রেডকে লিখিত ওয়াইলডের কয়েকটি চিঠি নিয়ে আগেই ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা

চলছিল। একজন বলেছিল—"A very curious construction could be put on the letters".

সেই সংকটময় অবস্থার সামনে দাঁড়িয়েও অসকার বলেছিলেন—"Art is rarely intelligible to the criminal classes."

মার্কুইস তাঁর অভিযোগ সপ্রমাণ করার জন্য ওয়েস্ট এন্ডের আঁস্তাকুড় থেকে চার্লস ব্রুকফিলডকে পেলেন। চার্লস ব্রুকফিলড সাহিত্যিক মনোবিলাসী মানুষ, কিন্তু বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তাঁর সঙ্গে অক্সফোর্ডের সময় থেকেই অসকারের পরিচয় ছিল, এবং বিদ্বেষ ছিল। অসকারের একটি নাটকে ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করতেন তিনি। নাট্যকারের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল যুবককে সাক্ষী হিসাবে সংগ্রহ করে দিল এই ব্রুকফিলড। ওয়াইলড নেহাত অবিবেচকের মত তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন।

অসকারের বন্ধুবান্ধবরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। সরকারও তাঁকে পালাবার সুযোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু শুধু ডাগলাসের অনুরোধে সেই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নি। বিচারের পূর্বদিন ডাগলাস, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস আর জর্জ বার্নাড শ তিনজনে একত্রে লাঞ্চ খেলেন। হ্যারিস ও বার্নাড শ সম্ভাব্য বিপদের কথা উল্লেখ করে অসকারকে বিদেশে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন।

মার্কুইস অব কুইনসবেরীর পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন কুইনস কাউনসেল এডওয়ার্ড কারসন। ইনি পরে আইন মন্ত্রী ও লর্ড হয়েছিলেন। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে অসকার আর কারসন উভয়ে ছিলেন সহপাঠী। অসকার এ কথা শুনে বলেছিলেন—"No doubt he will perform the task with all the added bitterness of an old friend."

অসকারের এই কথা সত্য হয়েছিল। কারসনের জেরা আজও আইনজীবীদের আদর্শ।

জেরার মুখে অসকার বললেন, চিন্তার মধ্যে সুনীতি-দুর্নীতি বলে কিছু নেই। শুধু আছে দুর্নীতিমূলক ভাবাবেগ।

কারসন প্রশ্ন করলেন, তা হলে বিকৃত নীতিসম্বলিত গ্রন্থকেও ভাল বলা যায়?

অসকার বল্‌লেন—যে-গ্রন্থ প্রকৃত শিল্পকর্ম সে কোনও মতবাদের প্রচারক নয়।

কারসন বল্‌লেন, 'ডোরিয়ান গ্রে'র ছবি' বইটিকে কি বিকৃত রুচির উপন্যাস বলা যায়?

অসকারের উত্তর—যারা বর্বর এবং অশিক্ষিত তারা হয়ত তাই মনে করতে পারে।

কারসন প্রশ্ন করেন, ডোরিয়ান গ্রের প্রতি বেসিলের স্নেহ ও প্রীতি সাধারণ মানুষের কাছে কি একটি বিশেষ রুচির পরিচায়ক নয়?

ওয়াইলড দৃঢ়তাসহকারে জবাব দেন, সাধারণ ব্যক্তির মত ও মনোভাব সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান নেই।

কারসন বুঝলেন অসকারের শ্লেষবাক্যের মর্মভেদ করা কঠিন। তিনি অ্যালফ্রেডকে লিখিত চিঠির অংশ উধৃত করে বললেন, আপনি কি ডাগলাসকে ভালবাসেন?

অসকার বল্‌লেন, না, তাকে আমার ভাল লাগে। চিঠিটি একটি গদ্যকবিতা, সাধারণ চিঠি নয়, এরপর হয়তো 'King Lear' বা সেক্সপীয়রের কোনও সনেট রুচিসঙ্গত মনে হবে না।

সাক্ষ্য এবং জেরার ফলে মামলার অবস্থা বুঝে ওয়াইলডের পক্ষের উকীলরা মামলা তুলে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। তার অর্থ কুইনসবেরীর অভিযোগ মেনে নেওয়া। আদালত তাঁকে দেশত্যাগের সময় দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাকড়ি তুলে তিনি দেশত্যাগ করার

চিন্তা করছেন এমন সময় গ্রেপ্তার হয়ে আবার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন।

এইবার তাঁকে প্রশ্ন করা হল—"What is the love that dare not speak its name ?"

অসকার এই প্রশ্নের যা জবাব দিলেন তা চিরস্মরণীয়। আদালত এবং সাহিত্যের ইতিহাসে অসকারের সেই জবাব আজও পরম মূল্যবান্ উক্তি হিসেবে স্বীকৃত। এই প্রশ্নের উত্তরে অসকার বললেন :

"The love that dare not speak its name in this country is such a great affection as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his Philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect....It is in this Century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the Love that dare not speak its name, and on account of it I am placed where I am now.

It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it."

আত্মপক্ষ সমর্থনে অসকারের এই উত্তর সর্বকালের বিচারকের দরবারে পেশ করা রইল।

বারো

বার্ণাড শ ও অসকার

অসকার ওয়াইলড একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, জনগণকে খুশী করতে, ভদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে উত্যক্ত করতে এবং অভিজাত সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করতে তাঁর ভালো লাগে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া পর্যন্ত এই ভাবেই চলেছিল, কিন্তু ১৮৯১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে "The Fortnightly Review নামক বিখ্যাত সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হল "The Soul of Man Under Socialism"—এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর অভিজাত সম্প্রদায় কিন্তু মুগ্ধ হতে পারলেন না, ভোজসভা বা ছোটখাটো পার্টিতে অসকারকে অতিথি হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার ছিল তাই সহজে নিমন্ত্রিতের তালিকা থেকে নামটা কাটা গেল না।

ওয়েস্টমিনিস্টারে জর্জ বার্ণাড শ সোস্যালিজম সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন, সেই সভায় ওয়াইলড যোগদান করেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, তারপর ওয়াইলডের খেয়াল হয় তাঁর বক্তব্যটুকু কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করবে, আর সেই ইচ্ছা-পূরণের ফল সোস্যালিজম সম্পর্কে রচিত এই অনন্যসাধারণ প্রবন্ধ।

ব্যক্তিগত জীবনে এই তুই মনীষীর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল, সমগ্র য়ুরোপে শেক্সপীয়রের পর, ইংরাজি সাহিত্যের লেখক হিসাবে ওয়াইলড বা শ'র মত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আর কোন সাহিত্যিক লাভ করেননি।

এই তুই আইরিশ মনীষী বয়সে মাত্র তু বছরের ছোট-বড়, লণ্ডনে এসে তুজনেই তুলনাহীন খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে অখ্যাতিও লাভ করেছেন, (অবশ্য ওয়াইলডের মত অখ্যাতি বার্ণাড শ'কে স্পর্শ করেনি)। শ্লেষ, সরস রসিকতা, ব্যঙ্গ কৌতুকে উভয়

ব্যক্তিই লণ্ডনকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। এঁদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত কাহিনীর আর অবধি নেই, বহু কাহিনী এঁদের নামে প্রচলিত, সাহিত্য ও ইতিহাসে দুজনেই অসামান্য প্রতিভাধর বক্তিত্ব, অথচ প্রকৃতি ও চরিত্রে দুজনেই বিভিন্ন, একের প্রতি অপরের প্রভাব সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী চমকপ্রদ হত, তবে বার্ণাড শ অনেকদিন জীবিত ছিলেন এবং তাঁর মুখ থেকেই প্রকৃত তথ্য অনেকেই সংগ্রহ করেছেন।

উভয়ের অবশ্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন হলেও দুজনেই বিচিত্র পোশাক পরে প্রকাশ্যে ঘুরেছেন। ওয়াইলড বলেছেন তিনি সুন্দরের পূজারী, এবং নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাসী।

বার্ণাড শ একদিন বাদামী রঙের হাতে-বোনা উলের জামা গায়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে বললেন স্বাস্থ্যরক্ষা করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই হাতেবোনা পরিচ্ছদটি একের মধ্যে তিনটির সমন্বয়—জ্যাকেট, ওয়েস্টকোট, ট্রাউজার। জার্মান ডাক্তার জীগার এই বিচিত্র পোশাকটির পরিকল্পনা করেন।

ওয়াইলড নাকি এই সম্পর্কে বলেছিলেন—

"Oh Shaw !—that's the man who smokes the Jaegar Cigarettes."

উভয়ের প্রথম দেখা হয় লেডী ওয়াইলড আয়োজিত এক নিমন্ত্রণ-সভায়। এই দিনটির কথা বার্ণাড শ'র মনে ছিল। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে—

"Wilde came and spoke to me with an evident intention or being specially kind to me. We put each other out frightfully ; and this odd difficulty persisted between us to the very last···' এর পর ফিট্‌জরয় স্ট্রীটে আর্থার ম্যাকমুরডোর বাড়িতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দুজনের আবার দেখা হল। আর্নেস্ট রাইস সেইদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর শুধু

স্মরণে আছে যে, দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। সেই আলোচনায় মধু এবং হুল দুই ছিল।

এরপর উভয়ের দেখা হে মার্কেট থিয়েটরের স্টেজের প্রবেশ-পথে। বার্ণাড শ স্বয়ং এই দিনকার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বলেছেন—

"at which our queer shyness of one another made our resolutely cordial and appreciative conversation, so difficult that final laugh and shake-hadns was almost a reciprocal confession".

এই প্রসঙ্গটির বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন হেস্‌কেথ্‌ পীয়রসন স্বয়ং বার্ণাড শ'র মুখ থেকে।

বার্ণাড শ'র যেটুকু স্মরণে ছিল বলেছেন—

"The Press treated both of us as jokes ; he was Oscar the Comic, I was G. B. S. the Clown. The result was that we treated one another with elaborate curtsey, 'mistering' each other with such formality and regularity that we never got on familiar terms, and our relationship was really unendurable for both of us."

উভয়ে একত্রে একদিন অপরাহ্ন অতিবাহিত করেন, এই দিনটি বার্ণাড শ'র কাছে অতিশয় মনোরম মনে হয়েছে। এইদিনকার আলাপচারের পর বার্ণাড শ বুঝেছিলেন কেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত কবি উইলিয়ম মরিস অসকার ওয়াইলডের উপস্থিতিতে আনন্দিত হয়েছিলেন, "when he was dying slowly, enjoyed a visit from Wilde more than from anybody else."

এর পর আর একদিন দেখা দু'জনের চেলসিয়ার এক নৌ-প্রদর্শনীতে, অসকারের পরিধানে টুইড স্যুট আর খাটো টুপি, তিনি বার্ণাড শ'কে বললেন রসারভিল গার্ডেনে একটু বিশ্রাম উপভোগ

করতে চাই, বড়ই শ্রান্ত। এই সব সামাজিক কর্তব্যপালন আর ভালো লাগে না। বার্ণাড শ এমনই একটা পলায়নের পথ খুঁজছিলেন, দুজনেই ছুটি উপভোগ করতে চান।

বার্ণাড শ বলেছেন—"এইদিন আমার এক নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গসুখ ভোগের সুযোগ ঘটল অসকারের সঙ্গে, কি আশ্চর্য কথা বলার ক্ষমতা, এই দিনটি দুজনেরই খুব আনন্দে কাটল। আমাকে কোনো কথা বলতেই হয়নি, কেবল শুনে গেছি, একজন গল্প বলে চলেছেন, আর আমি তা অবাক বিস্ময়ে শুনেছি। আমি সেভাবে কখনই বলতে পারতাম না, শ্রোতা হিসাবেও তিনি এমন এক ব্যক্তিকে পেয়েছিলেন যে তাঁর কাহিনীর অন্তর্নিহিত রস উপভোগে বাধা হয়নি এতটুকু।"

এইসব কাহিনীর মধ্যে একটি গল্প বার্ণাড শ'র মনে ছিল, হেসকেথ পীয়রসন ও ফ্রাঙ্ক হ্যারিস দুজনকেই তিনি সেই গল্পটি বলেছেন। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের বর্ণনায় কাহিনীটির সংক্ষিপ্তসার উধৃত করছি ঃ—

একজন তরুণ নাট্যমোদী একটা 'থিয়েটর স্টল' উদ্ভাবন করলেন, যতদূর সম্ভব অল্প জায়গায় এই স্টলটি নির্মিত, তাঁর সেই উদ্ভাবনীয় বৈচিত্র্য বিষয়ে অসকার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। উদ্ভাবকের এক বন্ধু কুড়িজন ক্রোড়পতিকে আমন্ত্রণ করে আনলেন এই আশ্চর্য উদ্ভাবনী বিষয়ে আগ্রহান্বিত করার উদ্দেশ্যে। তরুণ উদ্ভাবক বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর এই পরিকল্পনানুসারে যে মঞ্চে ৬০০ জন বসবার আসন আছে, সেখানে একহাজার দর্শক বসতে পারবে। এই কথায় ক্রোড়পতিরা উৎসাহিত হয়ে ভাগ্যপরীক্ষায় রাজী হ'লেন। দুঃখের বিষয় পৃথিবীর যাবতীয় কনসার্ট হল এবং থিয়েটার হলের বাৎসরিক আনুমানিক আয় তাঁরা হিসাব করতে বসলেন, তারপর সমস্ত গির্জার আয়ের হিসাব। এইভাবেই এই নব উদ্ভাবনের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া বিষয়েও হিসেবনিকেশ হল। একঘণ্টা এইভাবে চলার পর দেখা গেল লাভের পরিমাণ কয়েক সহস্র কোটি এবং তার

ওপর—শেষপর্যন্ত কোটিপতিরা নিঃশব্দে পলালেন, আর হতাশ উদ্ভাবক চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে রইলেন।"

ওয়াইলড এবং বার্ণাড শ'র চরিত্রের মধ্যে যে বৈপরীত্য ছিল তার বিশ্লেষণ করেছেন অসকারের বন্ধু রবার্ট রস। তিনি বলেছেন—

"চারটারস্ ক্যাথিড্রালে একবার বার্ণাড শ'কে দেখেছি। তিনি আমাকে বল্লেন চারদিকে ঘুরে দেখতে এবং "স্টেইনড্-গ্লাস উইনডো" (বহু বিচিত্রবর্ণের কাঁচওয়ালা জানালা) সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। অবিরাম প্রশ্নের ফলে তিনি আমাকে প্রায় শোষণ করে শুখিয়ে দিলেন। তারপর শুধু টার্কিস বাথে গিয়ে বসা ছাড়া আর কিছু করা চলে না। যদি উনি অসকার হতেন তাহলে আমাকে নানাবিধ আশ্চর্য গল্প শোনাতেন এই জানলা সম্পর্কেই—আর সে সব গল্প তখনই মুখে মুখে রচিত হত। এক ঘণ্টা পরেও আমি হয়ত আরো কিছু শোনার জন্য মিনতি করতাম।"

ছুটি মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য। শ অসকারের উন্নাসিকতা পছন্দ করতেন না, আর নিজে আইরিশ হওয়ায়, অপর একজন আইরিশের ব্যক্তিগত আকর্ষণ তাঁর কাছে কম। প্রচলিত নীতি-বাগীশতার প্রতি সামান্য একটি লাইনে অসকার যেভাবে কশাঘাত করতে পারতেন তা বার্ণাড শ'র কাছে খুব ভালো লাগত।

সিকাগোর আনার্কিস্টের দণ্ড হ্রাসের জন্য বার্ণাড শ একটি আবেদনপত্র খসড়া করে বহু সাহিত্যিকের কাছে স্বাক্ষর-সংগ্রহের জন্য ধরণা দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই নাকি কাগজে-কলমে 'ভীষণ বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন,' সই করার সময় কাউকে পাওয়া গেল না—কিন্তু ওয়াইলড বার্ণাড শ'কে বঞ্চিত করলেন না। তিনি সানন্দে স্বাক্ষর দিলেন। বার্ণাড শ' বলেছেন,

"It was a completely disinterested act on his part and it secured my distinguished consideration for him for the rest of his life.'

অপরপক্ষে বার্ণাড শ'কে যখন সকলে ভাঁড় মনে করত, তখন অসকার কিন্তু জর্জ বার্ণাড শকে স্বীকৃতিদান করেছিলেন, তাঁর মতে বার্ণাড শ আগামী দিনের প্রচুর সম্ভাবনাময় লেখক। অসকার ওয়াইলড নাকি বলতেন—

"Shaw has not an enemy in the world, and none of his friends like him.'

কথাটা বার্ণাড শ'ই বারবার বলতেন কিন্তু অসকার যে কবে কোথায় এই উক্তি করেছেন তা জানা যায় না, তবে 'ডোরিয়ান গ্রে' উপন্যাসের একটি অংশে অসকার লিখেছেন—

"Earnest Harrowden one of those middle aged mediocrities so common in London clubs, who have no enemies, but thoroughly disliked by other friends."

বার্ণাড শ সম্পর্কে এমন একটি সরাসরি উক্তি করার মতো ব্যক্তি অসকার ছিলেন না, কারণ বার্ণাড শ'র লিখিত সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য তাঁর অগণিত শত্রু ছিল, কিন্তু যাঁরা তাঁকে জানতো না শুধু তাঁরাই তাঁকে অপছন্দ করতেন।

ইংলণ্ড কোনোদিন অসকার ওয়াইলড এবং জর্জ বার্ণাড শ'র প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। এই মনোভংগীর জন্য হয়ত বিমাতা সুলভ আচরণই দায়ী, কিন্তু ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস থেকে কি কোনোদিন অসকার ওয়াইলড আর জর্জ বার্ণাড শ'র নাম মুছে দেওয়া যাবে? সেই ইতিহাসে দুজনের নামই সোনার অক্ষরে লেখা রইল।

বারো

অসকারের সমাজচিন্তা

পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক ওয়াইলড বা বার্নাড শ'র মধ্যে যেমন হোক না কেন অসকার ওয়াইলড বার্নাড শ'র প্রথম জীবনের রচনাবলীর প্রশংসা করতেন। 'দি কুইনটেসেন্স অব ইবসেনইজম' সম্পর্কে অসকার ওয়াইলড বলেছিলেন—

> "it is such a delight to me that I constantly take it up, and always find it stimulating and refreshing"

অসকার ওয়াইলডের মতে ইংলণ্ড হল বৈদগ্ধ্যের কুয়াশায় ভরা এক আশ্চর্য দেশ, সেই কুয়াশার ঘোর কাটিয়ে দিয়ে নির্মল বাতাস প্রবাহিত করার জন্য বার্নাড শ'র মত একজন লেখকের প্রয়োজন ছিল। 'উইডোয়ার্স হাউসেস' নাটকের রক্তমাংসে গড়া চরিত্রগুলির তিনি তারিফ করেছেন আর ভূমিকাংশ সম্পর্কে বলেছেন,

> 'a real masterpiece of trenchant writing and caustic wit and dramatic instinct'

এইসব ছোটখাটো ঘটনার মধ্যে অসকার যে তাঁর সমকালীন একজন তরুণ লেখককে সুনজরে দেখেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্যার বার্নাড প্যাটরিজ একদিনকার ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন হেসকেথ পীয়রসনকে। সেদিনের সেই ঘটনার তিনিই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী।

"ফিট্জিরালড্ মলয়ের রেড লায়ন স্কোয়ারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত একদিনের আলাপাচারির মধ্যে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেইদিনকার

মজলিসে আমরা চারজন ছিলাম, আমি, মলয়, শ আর অসকার ওয়াইলড। বার্নাড শ'র সাহিত্যজীবনের সেই সূত্রপাত মাত্র, অসকার ইতিমধ্যেই খ্যাতির শিখরে উঠেছেন। কিন্তু সেদিনকার সেই আলোচনায় বক্তা বার্নাড শ আর শ্রোতা অসকার। অসকার নীরবে শুন্‌ছেন। বার্নাড শ'র বক্তব্য বিষয় ছিল প্রকাশিতব্য এক মাসিক পত্রিকার কথা, তাঁর সেই পত্রিকার বক্তব্য এবং সম্ভাবনা বিষয়ে শ বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে যখন থামলেন তখন অসকার বললেন—আপনার সমস্ত বিবরণই বিশেষ চমকপ্রদ মিঃ শ, কিন্তু একটি বিষয়ে আপনি কিছু বলেন নি, অথচ সেইটাই আসল—আপনার পত্রিকাটির কি নাম দেবেন?

বার্নাড শ বললেন—ওঃ এই কথা! আমি এমন একটা কিছু করতে চাই, যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে আমার ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ পড়ে। I would call it *Shaw's Magazine*

Shaw—Shaw—Shaw !"

এই বলে বার্নাড শ টেবলে প্রচণ্ড ঘুঁষি মারলেন।

অসকার বল্লেন—বাঃ। কিন্তু বানানটা কি হবে?"

এই কথায় সবাই হেসে গড়িয়ে পড়লেন। বার্নাড শ পর্যন্ত সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

The Soul of Man Under Socialism নামক অসকার ওয়াইলডের প্রবন্ধটি বার্নাড শ'র বক্তৃতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও ওয়েব-সেভিয়ান পরিকল্পিত রাষ্ট্রচিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বর্তমান কালে যখন রাষ্ট্র-পূজার প্রবণতা একটা আশীর্বাদ বলে মনে হয় না তখন অসকার ওয়াইলডের বক্তব্যকে অধিকতর মানবিক, প্রাণবান, এবং শক্তিসম্পন্ন মনে হয়। মার্কস-ফেবিয়ান নীতিকে অতিক্রম করে গেছে ওয়াইলডের এই সুদূরপ্রসারী কল্পনা। জীবনে হয়ত এই প্রথম একবার ওয়াইলড তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন,

তাই 'সাহিত্যিক' ভঙ্গী পরিহার করলেও তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। টেকস্‌ট-বুকের সাহায্য গ্রহণ না করেই সত্যভাষণকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তাঁর ছিল। এই একটিমাত্র প্রবন্ধে অসকার ওয়াইলড তরুণের স্বপ্নের অভিব্যক্তি দান করেছেন। কালের বিরুদ্ধে সব কিছু চটুলতা, প্রতিষ্ঠাবানদের বিরুদ্ধে তরুণের বিদ্রোহ, নিজের কালের বৈপ্লবিক মনোভঙ্গীর অভিব্যক্তি দান করতে গিয়ে অসকার সর্বকালের মনোভাব লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর কারণ, মানসিকতার দিক থেকে অসকার ছিলেন চিরশিশু, তাঁর মনোভঙ্গী অবশ্য উঁচু খাদে বাঁধা, আজীবন তারুণ্যের স্বপক্ষে, তরুণের বৈপ্লবিক মনোভঙ্গীর প্রকাশে, তাঁর রচনায় স্বতোৎসারিত ভঙ্গীতে এক আশ্চর্য ভাব প্রকাশিত হয়েছে। অসকার ওয়াইলডের বাহ্যিক আকৃতিটাও ছিল যেন এক অতিকায় বালকের, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসকারকে বার্ধক্য স্পর্শ করতে পারেনি। এই প্রবন্ধের এক অংশে অসকার লিখেছিলেন—

"wherever there is a man who exercises authority, there is a man who resists authority.

All Authority is quite degrading. It degrades those who exercise it, and it degrades those over whom it is exercised.

Whenever a community or a government of any kind, attempts to dictate to the artist what he is to do. Art either entirely vanishes, or becomes stereotyped, or degenerates into a low and ignoble form of craft.

The form of Government that is most suited to artist is no Government at all."

এই প্রবন্ধটির নামকরণ হওয়া উচিত ছিল The Soul of Man

Above Socialism" কারণ এই প্রবন্ধের অধিকাংশই শিল্প এবং শিল্পী সম্পর্কিত। ওয়াইলড বিশ্বাস করতেন যে আর্ট-ই একমাত্র বস্তু যা পৃথিবীর ওপর একটা সভ্য ও সংস্কৃত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, 'আর্টাৎ পরতার নহি', আর্টহীন মানুষ বর্বরসদৃশ।

একমাত্র রাসকিন ভিন্ন অসকারের মত আর কারো মনে হয়নি যে নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষা মানুষকে মানুষ গড়ে তুলতে সক্ষম, রাজনীতিবিদ বা অর্থনৈতিক শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী মূল্য আর্ট শিক্ষার, আর্টগত আচরণে। প্রতিষ্ঠান মানুষের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে মানুষ নয়। অসকার সাম্যবাদ সম্পর্কে এতখানি বিশ্বাসী হয়েছিলেন এবং সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারে আগ্রহশীল হয়েছিলেন তার কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে এতদ্বারা ব্যক্তিত্ববাদ গড়ে উঠবে, ব্যক্তিত্ববাদের গভীরতা বৃদ্ধি আর্টেরই প্রভাবে সম্ভব। অসকারের মতে 'সম্পত্তি' নিষিদ্ধকরণ করা প্রয়োজন, কারণ অধিক পরিমাণে সম্পত্তি-সঞ্চয়ন আর্টকে ক্ষুণ্ণ করে।

> "The true perfection of man lies, not in what man has, but in what man is. Therefore, in the interest of the rich we must get rid of property."

দারিদ্র্য রোধ করতে হবে, কারণ দারিদ্র্য মানুষকে অ-মানুষ করে তোলে। ব্যক্তিত্ব বিকাশে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

এইভাবে সাম্যবাদের জয়গান করায় এবং এই একটি বলিষ্ঠ প্রবন্ধে তাঁর সমস্ত বক্তব্য বিধৃত করায় অসকারের কিন্তু ক্ষতি হল। যাদের সঙ্গে তিনি একত্রে পান-ভোজন করতেন তারা স্থিতাবস্থাতেই মহাখুশী, অসকার বর্ণিত সেই—

> "A map of the world that dose not include Utopia is not worth even glancing at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing. And when Humanity lands there, it

looks out, and seeing a better country, sets sail. Progress is the realisation of this Utopia."

এই সব পেয়েছির দেশে যেতে যারা বিত্তশালী মানুষ তারা কি সহজে রাজী হয়। এমন কি শাসকসম্প্রদায় পর্যন্ত অসকারের ওপর বিরক্ত হলেন, আর কোনোকালে তাঁরা অসকারের প্রতি এতখানি বিরক্ত হননি। ফলে যেটুকু সাহায্য শাসক গোষ্ঠীর কাছে প্রত্যাশা করা যেত, তা সম্পূর্ণ নির্মূল হল। শাসকশ্রেণী অসকারের প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণায় ফেটে পড়লেন।

শ এবং ওয়াইলড এই দুই আইরিশ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন। ১৮৯২-এ বার্নাড শ'র 'উইডোয়ার্স হাউসেস" আর ওয়াইলডের 'লেডী উইনডারমেয়ার্স ফ্যান' প্রকাশিত হয়েছে। এই দুটি নাটকই উভয় লেখকের প্রথম নাটক। দুজন লেখকেরই জননী ছিলেন প্রতিভাশালিনী ওয়াইলডের মা কবি শ'র মা সঙ্গীতপারদর্শী।

উভয় লেখকের ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ নাস্তিকের যোগ্য। বার্নাড শ ক্রিসমাস উৎসব সম্পর্কে বলেছেন—

"The mob supports it as it is an occasion for it for mendacity, gluttony and drunkenness."

ওয়াইলডের কাছে একমাত্র ধর্ম হল আর্ট, ধর্ম তাঁর চোখে তাই—

"religion is a fashionable substitute for belief."

এই দুই আইরিশ প্রতিভা কোনোদিন ইংলণ্ডকে স্বদেশ মনে করেননি, অথচ উভয়েই ইংলণ্ডের ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বার্নাড শ'র মনে হয়েছে ইংরাজরা "blunt এবং "unintelligent"। ওয়াইলডের ধারণা ছিল ইংরাজরা "hypocritical" এবং "unimaginative"।

আমরা যারা ইংরাজচরিত্র হাড়ে হাড়ে বুঝেছি তাদের পক্ষে এই কথার মর্ম উপলব্ধি করা বোধহয় সহজ হবে।

উভয় নাট্যকারের নাট্যোল্লিখিত চরিত্রাবলী উভয়ের বক্তব্য বিষয়ের মুখপাত্র। লেখকদের হয়ে তাঁরা কথা বলে গেছেন। দুজনের হাতেই চাবুক এবং দুজনেরই চিন্তাধারা বৈপ্লবিক এবং ভিক্টোরিয় শুচিবাগীশতার মূলে কুঠারঘাত করেছে।

বার্নাড শ 'লাইফ ফোর্স' এবং সৃজনীমূলক বিবর্তনের কথা বলেছেন। আর ওয়াইলড নন্দনতত্ত্ব এবং আর্টের জন্যই আর্ট এই শ্লোগান আঁকড়ে ধরেছিলেন।

দুটি মানুষের মধ্যেই সাম্যবাদের প্রেরণা ছিল, মানবিক দুর্দশার প্রতি সচেতনত্ব ছিল। ওয়াইলড শুধু 'দি সোল অফ ম্যান আনডার সোস্যালিজম' লিখেছেন। যদি শ'র মত দীর্ঘজীবন পেতেন তাহলে 'ইনটেলিজেণ্ট ম্যানের' জন্য সোস্যালিজমের নির্দেশিকা রচনা করতেন কিনা কে বলতে পারে। রাশিয়ার নবজন্মে তাঁর স্বপ্নের 'ইউটোপিয়া' সেই সব পেয়েছির দেশের আশা হয়ত পূর্ণ হত।

দৈহিক শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে যে সব বড় বড় কথা বলা হয় তিনি একটি মাত্র কথায় তা উড়িয়ে দিয়েছেন—"Man is made for something better than disturbiug dirt."

তাঁর মতে যন্ত্রপাতি যা কিছু একঘেয়ে এবং নোঙরা কাজ করবে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে জিনিষপত্র উৎপাদন এবং পরিবেশন করা। যন্ত্রপাতি মানুষের দাস হবে, মানুষের প্রতিযোগী নয়, আর রাষ্ট্র হবে মানবসমাজের দাস, প্রভু নয়। অসকারের মতে "cultivated leisure is the aim of man."

অসকারের সমাজচিন্তা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে, কারণ ওপর তলায় মানুষের চোখে তিনি পরম শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

তের

গ্রীক ট্র্যাজেডি

অক্সফোর্ডের স্নাতক, 'মডস্' এবং 'গ্রেটসে' ফার্স্ট ক্লাশ লাভ করলে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোসিপ পেতেন, নয় ফরেন সার্ভিসে যোগ দিতেন, নয়ত স্বরাষ্ট্রদপ্তরে উচ্চপদ গ্রহণ করতেন। ইংরাজের সমাজ-জীবন কিছুকাল আগেও ছিল নিছক ছকে বাঁধা। যাঁরা এসব কিছুই করতেন না অথচ ডবল-ফার্স্ট, তাঁরা যেতেন ধ্বংসের পথে, সমরসেট মমের সমুদ্রতীরের নায়কের মত কফির পেয়ালায় সফোক্লেস্ আওড়াতেন। একেবারে বিশ্রীভাবেই অধঃপাতে যেতেন। তার ভেতর এতটুকু মান-মর্যাদার অবকাশ থাকতো না। অসকার ওয়াইলড অবশ্য ধ্বংসের অতলে নেমেছেন জীবনের পরিপূর্ণ গরিমায়।

অসকার ওয়াইলড একজন বিরাট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এ কথা উল্লেখ করার অর্থ এ নয় শিল্পী হিসাবে তাঁর কর্মকাণ্ডকে ছোটো করে দেখান, অনেক সমালোচক সেই নঞার্থক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। অক্সফোর্ডে অসকার ওয়াইলডের প্রাক্-স্নাতক জীবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, উত্তরকালে তাঁর যে ব্যক্তিজীবন গড়ে উঠেছিল, তার বিচারের প্রয়োজনে এই ছাত্র-জীবনের ভূমিকা মূল্যবান। ক্লাসিকস্ ও দর্শনে অসকারের বিরাট সাফল্য আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, তাঁর সৃজনশীল সারস্বত-কর্মের আকৃতি ও প্রকৃতি গঠনে তা যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

অসকার-তনয় ভিভিয়ান হল্যাণ্ড *Son Of Oscar Wilde* গ্রন্থে তাঁর বাল্যজীবনে যে দুঃখকর কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা পাঠ করে পাঠকবৃন্দ এমনই অভিভূত হবেন যে, গ্রন্থশেষে

তাঁর পিতৃদেব লিখিত যে-পত্রাবলী সংযুক্ত করা হয়েছে, তার মূল্য অনেকেই উপলব্ধি করতে পারবেন না। এই চিঠিগুলি ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাক্-স্নাতক যুগে দুজন সমকালীন সহচরকে লিখিত। এই পত্রগুলি প্রকাশ করার পিছনে হয়ত ভিভিয়ানের যুক্তি ছিল সাধারণ তরুণ হিসাবে অসকারের প্রকৃতির পরিচয় দান করা। এই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। চিঠিগুলির মধ্যে এক মনোহর তরুণের আকৃতি প্রকাশিত। পিতার প্রথম জীবনের পুরুষালি, ক্রীড়ামোদী মনোভঙ্গীর পরিচয়দানের জন্য ভিভিয়ান স্বাভাবিক কারণেই উদ্‌গ্রীব। পিতা স্যার উইলিয়ামের কাছে শিকারকরা, মাছ-ধরার ঝোঁক পেয়েছিলেন অসকার।

১৮৭০-এ উচ্চমধ্যবিত্তের বন্ধু-সমাজের চাইতে তৎকালীন অভিজাত ইংরাজসমাজের চাল চলনেই অভ্যস্ত ছিলেন অসকার। পেশাদার ব্যক্তিবৃন্দের পুত্ররা খেলাধূলা বা শিকার নিয়ে মত্ত থাকতেন ইংলণ্ডের সমাজে, আয়ার্ল্যাণ্ডে অবশ্য সেসব ছিল না। এইকালে ওয়াইলডের নন্দনতত্ত্বের প্রতি যে আগ্রহ, তার পিছনে ছিল বাইরনের শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধা। অসকারের সাহিত্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অসকারের রচনায় তার চিহ্ন পাওয়া যায়। লর্ড আর্থার সাভাইল যখন লর্ড সুরবিটনের সহযোগে ইতালী ভ্রমণে গেলেন, তখন আমরা পড়িঃ

"After a fortnight Lord Surbiton got bored with Venice, and determined to run down the coast to Ravenna, as he heard there was some capital cock-shooting in the Pinetum······The sport was excellent, and free open-air life brought the colour back to Lord Arthur's cheek"—নন্দনবাদীরা এই বৃত্তান্ত পাঠে আহত হবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু অভিজাত-এসথেটদের আচরণ বিচিত্র। শৌখিন 'ড্যান্‌ডি' বা বাবুজাতীয়

প্রাণীরাও অসকার-রচিত কমেডিতে হংসশিকার করে বছরে একমাস ব্যয় করতেন। প্রকৃতিগত মাধুর্য, বৈদগ্ধ্য এবং রস-রসিকতা এবং ভিক্টোরীয় যুগের আচরণবিধির বিরোধিতা সমকালীন ফ্যাসনদুরস্ত সমাজেও ওয়াইলডের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল। একটা কানট্রি-হাউস পার্টিতে ওয়াইলডের বাক্-বৈদগ্ধে অভিজাত সম্প্রদায়ের কিছু প্রাণী কিরকম নাজেহাল হয়েছিল সেই কাহিনী সর্বজনপরিচিত, সেই সব মানুষরা ১৮৯৬-এ অসকার ওয়াইলডের বুক চিরে রক্তপানে মত্ত হয়েছিলেন। পুরাতন পরাজয়ের গ্লানির তাঁরা শোধ নিয়েছিলেন অসকারের প্রতি নির্মম নৃশংস ব্যবহারে। অসকার-তনয় ভিভিয়ান পিতার যৌবনের যে-ছবি এই গ্রন্থে এঁকেছেন, তা পাঠ করলে অনুশোচনায় মন ভরে যায়।

উইলিয়াম ওয়াই এবং রেজিন্যালড্ হারডিংকে লিখিত পত্র থেকে অসকার ওয়াইলডকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নন্দনবাদী তরুণ ছাত্র হিসাবে খুঁজে বার করা যায়। সাদা এবং নীল চীনামাটির বাসনের অধিকারী, রোমক আচার-আচারণের অনুরাগী তরুণ অসকারকে পাঠকের ভালো লাগে। এর সঙ্গে শিকার বা কানট্রিহাউস পার্টির সমন্বয় মনে এতটুকু সংশয় সৃষ্টি করে না, কারণ, অসকারের নন্দন-বাদী মন তখনও প্রাক্-স্নাতক অপরিণত ছাত্রের মন।

ভিক্টোরীয় যুগের বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিক্টোরীয় লণ্ডনের সমাজ-জীবনে সেই সময় যে-সমকামিতার প্রচলন ছিল ১৮৭০-এ নন্দনবাদী অসকারের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটেনি। তখন পর্যন্ত নন্দনবাদ অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের জীবনে বাঁধাধরা এসথেটিসজম হিসাবেই চালু ছিল। তার মধ্যে ছিল যৌবনের আবেগ, প্রকাশ-প্রয়াস এবং বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কিন্তু দুটি কারণে এর গুরুত্ব ছিল, প্রথমটি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের নন্দনবাদীরা, যতই ঐতিহ্যাশ্রয়ী হন না কেন, একটা মূল্য তাঁকে দিতে হয় যদি অবশ্য

তাঁর জনপ্রিয়তা থাকে। হেস্‌কেথ পীয়রসন অসকার-জীবনীতে স্যার ফ্রাঙ্ক বেনসন-বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন অসকারের দৈহিক শক্তির পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে। অসকার তাঁর ঘরে একদল ছাত্রের আক্রমণ একাই প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর এই দৈহিকশক্তি আক্রমণ নিরোধে সহায়ক হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু 'এসথেট্' হিসাবে সীমিত জনপ্রিয়তা অর্জনেও চরিত্রে অনেককিছু গুণের সমাবেশ প্রয়োজন। এই নন্দনবাদের মত আর কোনো ক্ষেত্র ছিল না। যেখানে অসকার তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এত সহজে প্রকাশ করতে পারতেন। পাঁচজনের কাছে ভালোবাসা পাওয়ার বাসনা বা জন-প্রিয়তা অর্জনের ইচ্ছা যে-কোনো অল্পবয়স্ক মানুষের জীবনকে সার্থক এবং অসার্থক করে তুলতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় জর্জ এলিয়টের কথা। এই লাজুকপ্রকৃতির বিদগ্ধ মেয়েটির মনে গভীর বাসনা ছিল সবার মাঝে সমান হয়ে দাঁড়ানোর, উত্তরকালে তিনি মানবিক চরিত্রের একজন সুদক্ষ রূপকার হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছেন।

ওয়াইলডের পক্ষে তোষণ করা, যারা কাফের বা ফিলিস্টিন তাদের স্বমতে টেনে আনার আগ্রহ একধারে মঙ্গলকর আর একধারে সর্বনাশা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এর ফলে আপন জীবনের সোনালী সীমারেখার বাইরে যে একটা বাস্তব জগৎ আছে, সেইদিকে এক চক্ষু হরিণের মত অন্ধদৃষ্টি মেলেছিলেন অসকার ওয়াইলড। অন্যান্য মানবিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও সংযোগ রাখেননি। বিচ্ছিন্ন হয়েই রয়ে গিয়েছেন, তাঁর মননশীলতা, বৈদগ্ধ্য এবং বিমূর্তন প্রবৃত্তি এই বিচ্ছিন্নতা-বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এই বিচ্ছিন্নতাই অসকারের জীবনের রহস্যসন্ধানের এক আশ্চর্য সূত্র। তাঁর চরিত্রের বৈপরীত্যের ব্যাখ্যাও এর ভেতরে পাওয়া যায়। একধারে তিনি প্রায় পূতচরিত্র ভদ্রমানুষ, অপরদিকে রয়েছে আলফ্রেড ডাগলাস প্রীতির

একটা বিশ্রী মোহান্ধতা। ব্যক্তি-চরিত্রের মাধুর্য যে কি সর্বনাশা অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, তা অসকারের জীবনে দেখা যায়। চরিত্র-মাধুর্য সর্বনাশকর হলেও, তার প্রথমতম প্রতিক্রিয়া এই হল যে, অসকার তাঁর বৈদগ্ধ্যের প্রাচীর থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন, বাইরের জগৎ দেখলেন। মাধুর্যের আনন্দ এইভাবে আবিষ্কার করতে না পারলে ওয়াইলড হয়ত আর একজন উন্নততর ব্রাউনিং হতেন। ডোরিয়ান গ্রের পৃষ্ঠায় এর কিছু কিছু প্রতিকৃতি পাওয়া যায়।

প্রাক-স্নাতক যুগে ওয়াইলড দুবার রোম ভ্রমণে গিয়েছিলেন। মাহাফির সঙ্গে গ্রীসে ক্যাথলিক লেখকরা এই ঘটনা নিয়ে বেশ কলরব করেন। এর মধ্যে পেগানবাদী প্রতীকের সন্ধান পেয়েছেন, যার ফলে তাঁর ধর্মান্তরগ্রহণ মৃত্যুকাল পর্যন্ত পিছিয়ে গেছে। কিন্তু অসকার যদি সমাজ-জীবনে বিজয়ীর বেশে উপস্থিত হওয়ার বাসনা না রাখতেন, যদি অক্সফোর্ডেই থাকতেন তাহলে এই রোমভ্রমণ শুধু তাঁর মানসিক কণ্ডুয়ন প্রবৃত্তি চরিতার্থ তার পরিচায়ক হয়েই থাকত।

অক্সফোর্ড এসথেট হিসাবে যে ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি ব্যবহারের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যে-ধরনের শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া। সোনালী নন্দনবাসীর পক্ষে ব্যক্তিগত মাধুর্য থাকা বা রস-রসিকতায় দক্ষতা থাকা আশ্চর্য নয়, বনে-জঙ্গলে পাখি-শিয়াল ধরাও বিচিত্র নয়, যা বিচিত্র তা হল এই জাতীয় 'এসথেটের' পক্ষে 'গ্রেটস্'-ফাস্ট' হওয়া। ম্যাগডালনে যে ক্ল্যাসিক্যাল ও দার্শনিক শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, তার সূত্রপাত হয়েছিল ডাবলিনে মহাফির অধীনে শিক্ষা লাভ কালে। এই কালের দর্শন ছিল মূলতঃ গ্রীক-দর্শন, তার জন্য গ্রীসীয় সভ্যতায় জ্ঞানার্জন প্রয়োজন ছিল। এই গ্রীক-সভ্যতা আবার জ্ঞানের সন্ধান, সৌন্দর্যের সন্ধান প্রভৃতি। রিপাবলিক, সিমপোসিয়ম, সক্রেটীয় সংলাপ ইত্যাদির সোনালী মোহজাল থেকে অসকার শেষপর্যন্ত মুক্ত হতে পারেননি। তিনি বিচিত্র দেবতাদের

পিছনে ঘুরেছেন—ফ্লবেয়ার, হিয়াসমন, মেতারলিংক। কিন্তু তাঁর নিজের কালের ক্লাসিক্যাল হিউম্যানিজমে আজীবন বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই হিউম্যানিজমও নৈবৰ্ক্তিক ব্যক্তিমানবের সঙ্গে সংযোগহীন। ওয়াইলডের রচনায় আঙ্গিক ও সংলাপের দার্শনিক ভঙ্গীর মূলে আছে এই পটভূমিকা।

ওয়াইলডের ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর শিক্ষার নৈবৰ্ক্তিক ভঙ্গী শুধু যে প্রীতিপদ হয়েছে তা নয়, তার মধ্যে আছে মুক্তির ছন্দ। এর ভেতর থেকেই তিনি এমন এক সাহিত্যিক রচনাশৈলী এবং আঙ্গিক গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন যা সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে, সে হল তাঁর দার্শনিক সংলাপ, সামাজিক কমেডির সংলাপ। ওয়াইলডের উইট যা সরসত্ব মূলত যুক্তিবাদী, সাধারণ এবং প্রতিষ্ঠিত মতের বিরোধী। তাঁর সর্বোত্তম প্রবন্ধগুলিতে তিনি শিল্পীর আসন বিষয়েই অধিক সচেতন, সে আসন একধারে আদর্শগত এবং বিমূর্ত। সাহিত্য এবং জীবনে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি তার প্রকাশিত রূপেই গ্রহণ করেছেন, প্রচ্ছন্ন দিক নয়, আর তার যুক্তিগত পরিণতি অনুসরণ করেছেন। সোস্যালিস্টদেরও এই মত। মিঃ ওয়ালটার পেটার এই ভাবেই আমাদের চলতে বলেছেন এইভাবেই আমাদের আচরণকে গড়ে তোলা উচিত। এর ফলশ্রুতি রচনায় এবং কর্মে একাধারে স্বাভাবিক এবং অতিরিক্ত ভাবে অন্তর্ভেদী।

উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অবশ্য বাস্তবতা আছে। The Soul of Man Under Socialism নামক আশ্চর্য প্রবন্ধে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কিত মনোভঙ্গীকে তিনি যে ভাবে অগ্রাহ্য করেছেন তার চেয়ে প্রীতিদায়ক আর কিছু নেই। তিনি বলেছেন—

> "I can not help saying that a great deal of nonsense is being written and talked nowadays about the diginty of manual labour. and most of

it is absolutely degrading·······To sweep a shabby crossing for eight hours on a day when the east wind is blowing is a disgusting occupation. To sweep it with mental, moral or physical dignity seems to me to be impossible. To sweep it with joy would be appalling.

'deserving poor' সম্পর্কে তাঁর বৈপ্লবিক উক্তি এবং দুর্বৃত্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ আর এক চমকপ্রদ উক্তি বলে প্রথম দর্শনে মনে হবে। ভিক্টোরিয় ভণ্ডামির মূলে এ কুঠারাঘাত। পার্কার উডস এবং এটকিনসনের প্রতি অসকারের সহৃদয়তার মধ্যে তাঁর অনভূতির আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়। এই উক্তির মধ্যে অবজ্ঞার ভাব এতটুকু নেই।

আলফ্রেড ডাগলাস নীলরক্তের টোরী আর এক ধরণের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতীক তাই তিনি The Soul of Man under Socialism—এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য অনুধাবন করতে পারেন নি, তাঁর কাছে এই প্রবন্ধ আন্তরিকতাহীন মনে হয়েছে। দুর্বৃত্ত সমাজ সম্পর্কে ডাগলাসের ধারণা হয়ত অধিকতর বাস্তব ঘেঁষা আর তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অনুদার। ডাগলাসের সঙ্গে অসকারের যে সংযোগ তার দ্বারাই তিনি বাস্তবের মুখোমুখি এসে পৌঁছাতে পেরেছেন। আর অসকার শেষ পর্যন্ত ডাগলাসের বাস্তবতা এবং দুর্ধর্ষতার কবলে পিষ্ট হয়েছেন।

ওয়াইলডের মানসিকতার এই বিমূর্ত প্রকৃতির দুমুখো প্রতিক্রিয়া 'Intentions' এবং 'The Soul of Man Under Socialism'-এর যুক্তির মধ্যে প্রতিফলিত। এ বিষয়ে আগে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তাঁর সাহিত্যকর্মে তার প্রতিফলন সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয়েছে। মানবিক চরিত্রের উপলব্ধি, তাকে নির্ণয় করা এবং তার

'মনস্তত্ত্ব' কমেডির পক্ষে মারাত্মক। রেস্টোরেশন পিরিয়ডের কাল থেকে ইংরাজ লেখকদের মধ্যে উত্তম উপন্যাসলেখক অনেক আবির্ভূত হয়েছেন, কমেডিলেখক সংখ্যায় অনেক কম, অনেকটা এই কারণেই। ওয়াইলডের প্রবন্ধে মানবিক দৃষ্টান্তকে অলঙ্কার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। The Decay of Lying এর মধ্যে ভিভিয়ান হল্যাণ্ড মানবিক আচরণের এক ব্যক্তিগত কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। বাস্তব জীবনে মানুষের প্রতি যে উদার, উষ্ণ এবং উত্তম ব্যবহার অসকার প্রয়োগ করতেন তাঁর কমেডির চরিত্রাবলী সেই আলোকের ঝরনাধারায় অভিসিঞ্চিত। বাস্তবজীবনে লর্ড ইলিংওয়ার্থ, মিসেস সেভারলি, মিসেস এরলীন এমন কি লেডী বার্কনেলেরও এমন ব্যক্তিত্ব যে ওয়াইলডের নাটকের পক্ষে তারা একেবারে তৈরী চরিত্র। বিশেষ করে এপিগ্রাম এবং প্যারাডক্সের ক্ষেত্রেও সজীব মাধ্যম। এইখানেই প্রকৃতির পরিধি অতিক্রম করে করে শিল্পের জয়। ওয়াইলডেরও তাই কাম্য ছিল। তাঁর সরসতার প্রকাশ এমনই যুক্তিসঙ্গত যে, লুই ক্যারলের মত পিছনে হোঁচট খেয়ে পড়েনা বলে আমরা বিস্ময় বোধ করি। প্রকৃত ননসেন্সের যা উইট তা ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে, মাধ্যম গড়ে না। রেড কুইন, হোয়াইট কুইন এবং ডাচেস সবাই ওয়াইলডের নাটকের চেয়েও আশ্চর্য রকমের বাস্তব বলে মনে হয়। উচ্চাঙ্গের কমেডি কখনও ননসেন্সে পরিণত হয় না। The Canterville Ghost-এর মধ্যে ওয়াইলড প্রকৃত অসম্ভবের ছবি এঁকেছেন, এ এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ওয়াইলড এখানে হেসেছেন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে, বক্তব্যকে লক্ষ্য করে নয়—

"Mr. Otis, however, and his wife warmly assured the honest soul, Mrs. Umney that they were not afraid of Ghosts, and, after invoking blessings of Providence on her new master and mistress and making arrangements for an increase

of salary, the old house-keeper tottered off to her room."

এখানে রসিকতাটুকু ব্যক্তিগত এবং এমন একজনের বিষয় যার সম্পর্কে আমাদের কম বলা হয়েছে।

ওয়াইলড গ্রীসের উপকথার প্রভাবে মানুষ। এই উপকথা ওয়াইলডের আত্মসচেতন মনে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বয়সের সঙ্গে তা গভীরতর হয়েছে। এই উপকথা হল আত্মবিনাশ ও শহীদত্বের উপকথা। De Profundis যখন লিখিত হয় তখন ওয়াইলড শহীদত্ব লাভ করেছেন নিজেদের জীবনের প্রতিরূপের সন্ধান পেয়েছেন খ্রীষ্টের কাহিনীর মধ্যে, সম্ভবতঃ সক্রেটিস-কাহিনী জীবনের গোড়ার দিকটা প্রভাবিত করেছে। কথিত আছে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকেই ওয়াইলডের জীবনে সমকামিত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত Dorian Gray-র মধ্যে যে দুর্যোগ এবং বিপর্যয়ের প্রতিফলন দেখা যায়, তার সঙ্গে জীবনের এই সংযোগকে সম্পর্কিত করা যায়। এই উপন্যাস অবৈধ যৌনজীবনের কাহিনী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরাজ সমাজ জীবনের সুনীতিগত দিক, বিশেষতঃ যৌন-নীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। শুচিবাগীশতা অবশ্য কখনও চাপা পড়েনি, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ওয়েসলী এবং ইভানজেলিক্যাল প্রভাব একদিকে আর অপরদিকে রুশো প্রভাবিত যৌনজগতের এক নতুন পথ। যিনি প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ, মনোভঙ্গী অসমান, ভাবাবেগও অনিয়মিত তার পক্ষে এই সমাজ বিজয়ের ভূমিকা দুঃসাহসের এবং বলিষ্ঠতার পরিচায়ক মনে হয়েছে সেইকালে। ব্যক্তিগত সৌন্দর্য এবং সাহসিকতার দ্বারা সমাজকে যদি তিনি বায়রণের মত জয় করে থাকেন; তিনি ডুবেছেন স্বখাত সলিলে। সেই দুঃসাহস, আন্তরিকতা এবং বিরক্তি এই প্রতিভাকে ধ্বংসের পথে চালিত করেছে। বায়রণকে নির্বাসন গ্রহণ করতে হয়েছে, ওয়াইলডকে কারাবরণ

করতে হল। চার্লস ডিকেন্সও এই দিকেই চালিত হয়েছিলেন, কিন্তু কলঙ্কের গ্রাস তাঁকে ধ্বংস করার আগেই মৃত্যু এসে মুক্তি দিয়েছে। বিচ্ছেদ-বিষয়ে ডিকেন্সের পত্রাবলী, সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা, যা Our Mutual Friend Edwin Drood-এ প্রতিফলিত তাকে ডিকেন্সের 'ডোরিয়ান গ্রে' বলা চলে। তা ছাড়া জীবনের শেষ দু'বছরের বাতিকগ্রস্ত মনোভাব এই একদিকেই ডিকেন্সকে চালিত করেছে। ওয়াইলডের জীবনের এই ট্রাজেডির পূর্বাভাষ তাঁর রচনায় প্রকটিত। ডোরিয়ান গ্রে থেকে তাঁর সবকটি কমেডিতে এই মনোভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত। আর এই সর্বনাশা প্রতিফলন ওয়াইলডের সান্নিধ্যের চেয়ে জীবনেই প্রবলভাবে ঘটেছে। মানহানির মোকদ্দমার আগে ওয়াইলড তাঁর নিজস্ব রীতির মাপকাঠিতে প্রকৃত 'বদমাস' হয়ে যান নি। তথাপি ওয়াইলড আন্তরিকতাহীন বা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন নি। তাঁর স্ত্রীর প্রতি তিনি অবিচার করেছেন কিন্তু সেই প্রসঙ্গ বিচার করা কঠিন। এ ছাড়া ওয়াইলডের নামে যা বদমায়েসী বা উইকেডনেস্ তা অর্থহীন। আঁদ্রে জিদের কাছে তাঁর আকতিতে দুষ্কৃতির ছাপ ধরা পড়েছে, কিন্তু আঁদ্রে জিদের কাছেই আবার এই ওয়াইলড শুচিবাগীশ বিবেকের হাত থেকে নিষ্কৃতি দানের প্রতীক বলে মনে হয়েছে।

কারাজীবন মানুষের জীবনের সূত্রকে মুছে দেয় না। ওয়াইলড যা ছিলেন তাই রয়ে গেলেন। তাঁর সমস্যাও সমস্যা রয়েই গেল। শত্রু এবং প্রাক্তণ মিত্রদের তিনি ক্ষমা করলেন। কেউই তাঁর কাছে কোনোদিন বাস্তবের রূপ ধরে আসেনি। একজন মাত্র বাস্তব ছিলেন —তিনি ডাগলাস, অথচ তিনি আরো অনেককে ভালোবেসেছেন, ভালোবেসেছেন তাঁর জননীকে। সিরিল, রোবি, স্ফিংকস সবাইকে ভালোবেসেছেন, আর স্ত্রী কনস্টানসের ভাগ্য গভীর বেদনায় তাঁর মন ভরিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তি হিসাবে একজনকে তিনি স্মরণ করেছেন কারান্তরালে—তার ফলশ্রুতি De Profundis—এই গ্রন্থ আসলে একটি প্রেমপত্র, এ প্রেমপত্র সেই মানুষের, সেই রিক্ত

যায় না একটা বৃহৎ গাছের সর্বোচ্চ শিখর। এই গাছের পাতার ওপর নীল-সবুজের খেলা দেখে কয়েদীরা ঋতু-বদলের বার্তা পেত। এই দৈনন্দিন পথচলা কারাগারের আর সব কাজকর্মের মত নীরবে সারতে হত। মাঝে মাঝে শুধু ওয়ার্ডারদের কর্কশ কণ্ঠের হুকুম শোনা যেত। আঁদ্রে জিদকে অসকার বলেছিলেন যে, কারাগারের কয়েদীদের সঙ্গে টুকরো কথাবার্তাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে প্রথম দিকটায় আত্মহননের একটা প্রবল বাসনা হয়েছিল।

De Profundis-এর মধ্যে এই চিন্তনের প্রতিফলন পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থের বক্তব্য নয়, তার আঙ্গিক লেখকের অন্তরের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়। এই গ্রন্থের গদ্য ওয়াইলড রচিত *Intentions* থেকে বেশী পৃথক নয়। অসকারের কাছে কারাগার যেন বার্ধক্যের বারাণসী। যে-জগৎ তিনি ছেড়ে এসেছেন, সেই জগৎ তেমনই বিচিত্র রাজ্য হয়ে আছে আর মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত অসকার বুঝতে পারেননি যে, কত আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। বিপর্যয় ঘটেছে, ধ্বংস অনিবার্য, কিন্তু অসকারের শিল্পচেতনা অবিনাশী, তার লয় ক্ষয় নেই।

উপলব্ধির চেয়ে যারা শুধু নিছক প্রশংসা বা নিছক নিন্দার প্রতি আগ্রহী তাদের কাছে এই গ্রন্থ এক প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত। প্রশ্ন হয়—এর মধ্যে আন্তরিকতা আছে কি? যে-মানুষ এত ক্লেশ ভোগ করেছে, সেই মানুষের পক্ষে কি এমন সুন্দর গদ্য রচনা সম্ভব! কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর অসকারের দিকে তারা আঙুল দেখিয়ে প্রমাণ পেশ করার প্রয়াস করে। তাদের মতে যা সত্য তা কর্কশ গলায় ধ্বনিত হওয়া উচিত, তাহলে তাকে সহজে চেনা যায়। এই ধরনের আন্তরিকতার স্থান আর্টের ক্ষেত্রে ভিত্তিহীন।

"What pepole call insincerity is simply a method by which we can multiply our personalities"

এই পার্সোনালিটির মধ্যেই অসকারের সাহিত্যকর্মের ও জীবনের বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

আর্ট বহুবিধ বৈপরীত্যকে সহ্য করে, কিন্তু যা শিল্পকর্ম বা শিল্পসঙ্গত, তার কোনো কিছু ব্যতিক্রম সইবার ক্ষমতা নেই। যে-মানুষ কোনো একটা মনোভঙ্গী গ্রহণ করে, আর তা রক্ষা করতে পারে না, দর্শকের প্রতি যে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, সে শুধু যা কুৎসিত, তাই উৎপাদন করে, কারণ, তার নিজেরই মত এর মধ্যে সেই একই ধরণের বৈপরীত্য থেকে যাবে।

কিন্তু যে-মানুষ কোনো একটা ভঙ্গী বেছে নিয়েছে, আর শিল্পকর্মে ধারাবাহিকভাবে তা রক্ষা করার চেষ্টা করে, সে সৌন্দর্যের একটা দাবী পূরণ করে। সে একটা সুন্দর জিনিস গড়তে পারে, আবার অন্য মনোভঙ্গীর বশে আপনাকে অস্বীকার করে অন্য কিছু সৃষ্টি করতে পারে, যা হয়ত সুন্দর নয়। *De Profundis*-এর মধ্যে যে অনুতাপ, তার মধ্যে একটা অতি দীন অবস্থার ইঙ্গিত বর্তমান, কিন্তু সংস্কারপ্রয়াসী জীবনের কোন প্রত্যাশা সেখানে নেই। শেকস্‌পীয়র হ্যামলেটের স্বগতোক্তি এবং অলিন্দ-শীর্ষ থেকে জুলিয়েটের আত্মকথন রচনা করেছেন। তথাপি তিনি সর্বদাই প্রেমে ডুবে ছিলেন না, বা সর্বদা বিষাদমগ্ন নিস্পৃহতায় মগ্ন ছিলেন না।

ওয়াইলড হয়ত তাঁর রচনার নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। The Truth Of Masks-এর শেষ অংশ লক্ষ্য করুন ঃ

"Not that I agree with everything that I have said in this essay. There is much with which I entirely disagree. The essay simply represents an artistic standpoint, and in aesthetic criticism attitude is everything"

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে *De Profundis* যখন লেখা শেষ হয়, তখন অসকার নিশ্চয়ই মনে করেছেন যে, একটা এমন জিনিস লেখা হল,

যার তথ্যগত মূল্য ঐতিহাসিক। তাই এই রচনা এক আশ্চর্য স্বীকারোক্তি।

রবার্ট রসকে তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

I don't defend my conduct. I explain it. Also there are in my letter certain passages which deal with my mental development in prison, are the inevitable evolution of my character and intellectual attitude towards life that has taken place; and I want you and others who still stand by me and have affection for me to know exactly in what mood and manner I hope to face the world"

এই কয়েকটি কথায় বোঝা যায় যে, ওয়াইলড পাঠককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন অন্তত সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, ওয়াইলডের প্রতি লক্ষ্য রাখো, তার রচনার সৌন্দর্য সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারো, লেখকের ব্যক্তিগত মনোভঙ্গী অনুধাবন করার চেষ্টা কর, ইত্যাদি। কিন্তু তাই যদি করা হয়, তাহলে সত্য বলে একে গ্রহণ করা উচিত হবে না, কিন্তু যিনি সত্যান্বেষী, এই উক্তিকেই সত্য বলেই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে।

De Profundis-এর বক্তব্য, এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত তার সেই পূর্ব-অপ্রকাশিত অংশ, ওয়াইলডের সমগ্র সাহিত্যকর্ম, তাঁর সমগ্র জীবন, যে-ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে তিনি পত্র লিখছেন তার চরিত্র, যেসব বন্ধুবান্ধব তাঁর রচনা পাঠ করবেন বলে লেখক আশা রাখেন এবং যে-চরিত্র উপস্থাপনে তিনি অভ্যস্ত, সে সবকিছুরই সামগ্রিক বিচার করলে একটি শিল্পীমানসের অখণ্ড পরিচয় মিলবে। সমগ্র রচনাটির পরিসর ও ভাবাদর্শগত বিশালতায় বিচারশীল পাঠক তাই অভিভূত হয়ে পড়ে।

কারাজীবন ওয়াইলডের চিন্তাধারাকে কোনরকমে প্রভাবিত করেনি বরং তাকে কিছু নতুন উপকরণের সন্ধান দিয়েছে, কারাগার তাঁর কাছে তাই বলে যে অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা তা নয়। হয়ত তা হতে পারত, এই শাস্তির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করতে পারতেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, যদি তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত হত, তাহলে হয়ত তাই হত। মুক্তি আসেনি, বিদ্রোহ তাই শেষ পর্যন্ত নীরব স্বীকৃতিতে পরিণত। অসকার মনে করেছেন যে, তাঁর বাবা যেমন তাঁকে একদিন অক্সফোর্ডে পাঠিয়েছিলেন, জীবনের সে যেমন এক পরিবর্তনের সূচনা, সমাজও তেমনই তাঁকে কারাবাসে ঠেলে দিয়েছে আর এক পরিবর্তনের মুখে। কিন্তু এই বন্দীদশা অসকারকে পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত করতে পারেনি, আবার বাইরের জগতে ফিরে আসার পর তাঁর মানসিক রূপান্তর ঘটছে।

De Profundis-এ অসকার তাঁর বন্ধুকে একথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে তিনি নিজেই আবিষ্কার করতে পারেননি তাঁর শিল্পীমানসকে—তাঁর অধঃপতনের গভীরতা, তাঁর নির্জন কারাকক্ষের গোধূলি, হৃদয়ের গোধূলি, তাঁর দুঃখভোগের পরিমান ও রূপ, আর তাঁর দুঃখের আকৃতি, যে-দুঃখ কিছুতেই ভুলতে দেয় না, বিস্মৃতির অতলে দুঃখ বিলীন হয় না। তাই নিজের জীবনের ধ্বংসের বিবরণ দিয়ে তিনি এক বেদনাময় চিত্রাঙ্কনে প্রয়াসী, যেসব দ্রব্য এতকাল তিনি সযত্নে বর্জন করে এসেছেন, তাই জড়ো করে ভগ্নভাস্কর্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার এ এক আশ্চর্য প্রয়াস। এই মূর্তি সৌন্দর্যের, প্রেমের। এই অন্বেষা এক আত্মকথন, শিল্পী ও শিল্প উভয়ের মনোভঙ্গী এখানে অভিন্ন এবং একাত্ম।

তাই ওয়াইলড শেষ পর্যন্ত বলেছেন—

"Society as we have constituted it. will have no place for me. has none to offer but nature. whose sweet rains falls on unjust and just alike

will have clefts in the rocks where I may hide, and secret valleys in whose silence I may weep undisturbed. She will hang the night with stars so that I may walk abroad in the darkness without stumbling, and send the wind over my footprints so that none may track me to my hunt. She will cleanse me in great waters, and with bitter herbs make me whole."

সংক্ষেপে এই হল অসকারের জীবন-নাট্য। এই গ্রন্থের নাম তাই *Epistola : in carcere at Viniculis*—এই রচনাই অসকার ওয়াইলডের ইংরাজী ভাষায় রচিত সর্বশেষ গদ্যরচনা।

De Profundis-এ শিল্পীর আত্মা এমনভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে যা সাহিত্যের ইতিহাসে তুলনাবিহীন। নিজের বেদনাকে বিশ্ববেদনায় রূপায়িত করা শিল্পীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, আর সেই বেদনাকে প্রকাশের উপযুক্ত ব্যক্শক্তির অধিকারী ছিলেন অসকার, শিল্পীর জীবনের চূড়ান্ত ও অনিবার্য ব্যর্থতার এমন আশ্চর্য কৈফিয়ৎ যেন আত্মার অন্তিম বিলাপ।

প্রসঙ্গত, আগ্রহশীল পাঠকদের ও ভবিষ্যৎ গবেষকের অবগতির জন্য এই কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, বহুকাল আগে 'রমলা'র লেখক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু-কৃত *De Profundis*-এর আশ্চর্য বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে অধুনালুপ্ত 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি কোনোদিন।

পনের

বন্দী প্রমিথিয়ুস

অসকার ওয়াইলডের একটি বিখ্যাত নাটকের নাম 'লেডী উইনডারমেয়ারস্ ফ্যান', এই নাটকের একটি চরিত্রের মুখে নাট্যকার এক আশ্চর্য সংলাপ দান করেছেন :

"Misfortunes one can endure—they come from outside, they are accidents. But to suffer for one's own faults—ah !—there is the sting of life".

স্বকৃত অপরাধের দায়ে অসকার জেলখানায় সি-ক্লাশ কয়েদী হয়ে দিন কাটিয়েছেন, স্বখাতসলিলে এইভাবে নিমজ্জিত হয়ে তাঁর মানসিক ক্লেশ স্বাভাবিক কারণেই প্রবল হয়েছিল। ওয়ানডস্ওয়ার্থ কারাগারে বন্দীজীবনের প্রথম ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকার সময় তাঁর নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়েছে, আহার করতেও পারতেন না। আহার্যের স্বাদ ও গন্ধে বমন উদ্রেক হত। শেষ পর্যন্ত যখন ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে খেয়েছেন, তখন শরীর ভেঙে পড়েছে। দুর্বল হয়ে পড়েছেন, দাঁড়ানোর পর্যন্ত সামর্থ্য নেই। এই ক্লান্তি সত্ত্বেও কাঠের বিছানায় শুয়ে ঘুমাতে পারতেন না, বিনিদ্র রজনী জেগে কাটাতে হয়েছে। অপর বন্দীদের সংঙ্গে কথা বলতেও পারতেন না। এমনই একদিন দৈনন্দিন ব্যায়ামের সময় একজন কয়েদী বলল—

"I am sorry for you, it is harder for the likes of you than it is for the likes of us",

সেদিন ম্লানকণ্ঠে অসকার জবাব দিলেন :

"No, my friend, we all are alikc",

এই প্রথম সহানুভূতির স্পর্শে অসকার যেন সঞ্জীবিত হলেন, এবং ক্রমে সকলের সঙ্গে কিছু কিছু কথা বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত

একজন ওয়ার্ডার ঠোঁট নাড়া লক্ষ্য করে জেলখানার কর্তাকে জানাতে অসকারকে 'নির্জনবন্দী' হিসাবে সম্পূর্ণ অন্ধকারে শুধু রুটি আর জল খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হল। যত রকম পীড়ন সম্ভব তা অসকারকে সইতে হয়েছে। বিশেষ করে তিনি উঁচুতলার সমাজের মানুষ বলে তাঁর প্রতি নির্মম নিষ্ঠুরতা তখন একটু বেশী করেই প্রয়োগ করা হয়েছে। ওয়ানডসওয়ার্থের জেলে থাকার কালে এমন একটি মুহূর্তও অতিবাহিত হয়নি যখন তিনি মৃত্যুকামনা করেননি।

এই সময় আর বি হ্যালডেন ছিলেন 'প্রিসন কমিসনের' একজন সদস্য। হ্যালডেন ওয়াইলডের সুসময়ে পরিচিতদের অন্যতম। সাধারণ রাজনীতিকদের চেয়ে তিনি অধিকতর সংবেদনশীল ছিলেন। এইভাবে সাধারণ মানুষের মত জেলখানায় দিন কাটাতে অসকার যে কি যন্ত্রণা ভোগ করছেন তা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। হলওয়ে জেলে তিনি অসকারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন যে অসকার অতিকষ্টে বুনিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' একখণ্ড সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তিনি পরে আর কয়েকটি বই পাঠিয়েছিলেন। ওয়ানডসওয়ার্থে গিয়ে শুনলেন অসকার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন। হ্যালডেনই চেষ্টা করে অসকারকে রিডিং জেলে পাঠালেন, সেখানকার আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর।

অসকার স্বয়ং লিখেছেন: "১৮৯৫-এর ১৩ই নভেম্বর আমাকে লণ্ডন থেকে এখানে আনা হল। রাত দুটো থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত ক্যালফান জংসন স্টেশনে কয়েদীর পোষাক পরে, হাতকড়া পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম, পৃথিবীর লোক আমাকে দেখতে লাগল। হাসপাতাল থেকে আমাকে একরকম বিনা নোটিসেই উঠিয়ে আনা হয়েছে। যা কিছু বস্তুর মধ্যে আমিই বোধকরি সবচেয়ে অদ্ভুত। সবাই আমাকে দেখে হেসেছে। যতবার ট্রেন এসেছে ভিড় বেড়েছে। লোকের ফুর্তির আর শেষ নেই। অবশ্য আমি কে তা জানার আগে পর্যন্ত এই অবস্থা। আমি যে কে তা জেনে তারা আরো

বেশী করে হেসেছে। প্রায় আধঘণ্টা কাল ধূসর নভেম্বরের বৃষ্টিতে ভিজেছি, চারপাশে টিটকারিকারীদের ভিড়। এই ঘটনার পর এক বছর কাল ধরে ঠিক এই সময়ে এইটুকু সময় ধরে প্রতিদিন আমি কেঁদেছি।"

রিডিং জেলের গভর্নর কর্নেল আইস্যাকসন লোকটি রবার্ট রসের ভাষায় 'পুরোপুরি দানব'। তার হাতে যারা লাঞ্ছনা ভোগ করেছে তা প্রকাশযোগ্য নয়। ওয়াইলড বলেছেন 'অকল্পনীয়'। অসকারের সেলটির নম্বর তিন। সি ব্লকের তিন নম্বর সেল। তাই তাঁর নাম 'সি থ্রি-থ্রি'। অসকারের মুক্তির জন্য একটা আবেদনপত্রে একমাত্র বার্ণাড শ ছাড়া আর কাউকে দস্তখত করাতে পারা যায়নি। জর্জ মেরিডিথ, এমিলি জোলা সবাই প্রত্যাখান করেছেন সই করতে। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের চেষ্টায় দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই দরখাস্তে সই করেছিলেন, একজন অকস্‌ফোর্ডের ও আর একজন ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের চেষ্টায় হাসপাতালে দুজন পর্যাবেক্ষক আড়াল থেকে অসকারের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়ে দেখলেন, অসকার তাঁর চারপাশে অনেকগুলি রোগী জড় করে গল্প বলছেন আর হাসছেন। সুতরাং তাঁরা রিপোর্ট দিলেন, অসকার ভালোই আছেন, জেলখানা তাঁর পক্ষে স্বাস্থ্যকর। অসকার আশা করেছিলেন কিছু একটা ব্যবস্থা হবে বন্ধুদের চেষ্টায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন কিছুই করা সম্ভব হল না, তখন অশাহত অসকার সখেদে বল্‌লেন ঃ

"I am dazed with a dull sense of pain",

তথাপি হ্যালডেন যখন দেখা করতে এলেন তখন যেন অসকার অনেকটা আত্মস্থ হয়েছেন। যাইহোক, এঁদের চেষ্টায় আইস্যাকসনকে রিডিং জেল থেকে বদলী করা হল। তাঁর জায়গায় ১৮৯৬-এর জুলাই মাসে যিনি এলেন অসকার সেই লোকটির সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"That good kind fellow Major Nelson".

অসকারের বন্ধুরা দেখা করতে এলে তিনি তাঁদেরই কথা বলতে বলতেন, নিজে চুপ করে থাকতেন, যা তাঁর চরিত্রে ব্যতিক্রম।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তরা ফেব্রুয়ারী অসকারের জননীর মৃত্যু হল, অসকারের কাছে এই বেদনা অসহনীয়, মাকে তিনি ভালোবাসতেন গভীরভাবে, তাই কারাবাসকালে তাঁর মৃত্যুসংবাদ বেদনাদায়ক।

"No one knew how deeply I loved and honoured her".

এই সময় অসকারের স্ত্রী জোনোয়ায় রাণী অব সারাওয়াকের অতিথি ছিলেন, তিনি এই দুঃসংবাদ স্বামীকে দেওয়ার জন্য দুর্বল শরীর সত্ত্বেও পথক্লেশ উপেক্ষা করে এলেন। স্ত্রীর এই করুণায় অসকার বিশেষ অভিভূত হলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্যারিসের থিয়েটার দ্য ল্যুভরে 'সালোমে' অভিনীত হল, সমালোচক এবং দর্শক প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওয়াইলড সংবাদটা পেয়ে খুশী হলেন।

> "It is somthing that at a time of disgrace and shame I should be still regarded as an artist ; I wish I could feel more pleasure : but I seem dead to all emotion except those of anguish and despair".

এইসময় বন্ধুদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস, রবার্ট সেরার্ড, চার্লস রিকেটস প্রভৃতি নিয়মিতভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কিন্তু অসকারের প্রকৃত বন্ধুরা তখন সবাই জেলখানার কয়েদী, এইসব কয়েদীর দুঃখদুর্দশাই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত সর্বক্ষণ। একজন ওয়ার্ডারকে অসকার একদিন বলেছিলেন যে চ্যাপলেনের বক্তৃতা শুনতে তাঁর ভালো লাগে না। বিস্মিত সেই ওয়ার্ডার অসকারকে প্রশ্ন করল—তাহলে, এইসব শিক্ষিত মানুষের কথা যদি

আপনার ভালো না লাগে, তাহলে আমাদের সঙ্গে কথা বলে কি লাভ?'

অসকার জবাবে বললেন—'আমি এমন সব লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই যাদের চিন্তাধারায় মৌলিকত্ব আছে, শিক্ষিত আর অশিক্ষিত যেই হোক। আমি সাধারণ, হিসেবী এবং ছকবাঁধা মানুষকে সহ্য করতে পারি না।'

অসকার একজন পুলিশম্যানের সহানুভূতির কথা বলেছেন। দেউলিয়া আদালতে যাওয়ার পথে তার মোটামুটি আটপৌরে ব্যবহার অসকারকে শান্তি ও স্বস্তিদান করেছে। নেলসন কার্যভার গ্রহণ করার পর ওয়ার্ডাররা তাঁর নিঃসঙ্গতা অনেকখানি হ্রাস করেছে। তাদের কোনদিকে আগ্রহ তা জানার চেষ্টা করতেন অসকার। সংবাদপত্রের প্রতিযোগিতায় তাদের সাহায্য করে কিছু কিছু পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছেন। একজন ওয়ার্ডারের সাহিত্য-ব্যাধি ছিল, ওয়াইলড তাকে সাহায্য করতেন।

একদিন সে প্রশ্ন করে বসল:

'মাফ করবেন স্যার! চার্লস ডিকেন্স যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলেও কি তাঁকে মহৎ লেখক বলা হত?

'মহৎ লেখক ত বটেই। তবে তিনি আজ আর বেঁচে নেই।' বললেন অসকার।

'বুঝেছি স্যার! মরে গেছেন বলেই মহৎ সাহিত্যিক—আচ্ছা স্যার, জন স্ট্রেঞ্জউইনটার অনেক বই লিখেছেন, লেখক হিসাবে তাঁর সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?'

—'ও চার্মিং, চার্মিং লেডী। আমি তাঁর লেখা না পড়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারলেই খুশী হব বেশী।'

—'ধন্যবাদ স্যার। উনি যে লেডী তা জানা ছিল না স্যার। কিন্তু মেরী করেলী স্যার…? তিনিও একজন বড় লেখিকা নয় কি?

অসকারের কাছে এই উক্তি অসহ্য মনে হল। তিনি তার কাঁধে

হাত রেখে বললেন—'মনে করো না ভদ্রমহিলার চরিত্র সম্পর্কে আমার কিছু বিরূপতা আছে, তবে তিনি যা লেখেন তার জন্য তাঁরও এই জেলখানায় স্থান হওয়া উচিত ছিল।'

ওয়ার্ডার বেচারী বিভ্রান্ত হয়ে বলতে থাকে,—'আপনার এই মত স্যার! ইউ সে সো স্যার!"

এক-একজন তাঁর প্রতি এতই আসক্ত হয়ে পড়েছিল যে একজন একদিন অসকারকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখে তাঁর জন্য একটু গরম 'হট-বীফ-টি' তৈরি করতে গেল, জামার ভেতর লুকিয়ে আনার সময় তা গায়ে পড়ে গেল, ঠিক সেই সময় তাকে আবার জমাদার ডেকেছে, ফলে জামার ভেতরকার সেই পদার্থ উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততর হতে থাকে, লোকটি অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করছে। অসকারকে এসে এই কথা বলতে তিনি অট্টহাস্য করে উঠলেন। লোকটি রাগে অন্ধ হয়ে সেই বীফ-টি ফেলে দিয়ে চলে গেল। এক ঘণ্টা পরে সে যখন ব্রেকফাস্ট নিয়ে ফিরে এল—অসকার বললেন, তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি কিছুই খাব না!

'কোকো?'

'না, তাও আমি চাই না, আমাকে ক্ষমা করতে হবে।' বললেন অসকার।

—'আপনাকে না খাইয়ে রাখা ঠিক নয়, তাহলে বরং ক্ষমা করব।'

—'আবার যদি আমি হাসি?'

—'তাহলে আর কোনোমতেই ক্ষমা করা হবে না!'

এর পরদিন সকালে অসকার তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় একটি মার্জনাপত্র লিখে তার হাত দিয়ে বললেন—আজ হয়ত এর কোনো মূল্য নেই। তবে যদি আপনি এটি কিছুকাল রেখে দিতে পারেন, এর যথোচিত মূল্য পাবেন।

একজন ওয়ার্ডারের নাম ছিল মার্টিন, সে অসকারকে বিস্কুট,

সংবাদপত্র ইত্যাদি এনে দিত, ফলে অন্যান্য কয়েদীদের জীবনও অনেকখানি সুখময় করে তুলেছিলেন অসকার। সর্বদাই তিনি অপর কয়েদীদের অর্থ এবং উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতেন। মার্টিনের কাছে এমন অনেক কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে যাতে অসকারের স্বহস্ত-লিখিত নির্দেশ আছে। কয়েকটা ছোট ছেলেকে জেলখানায় ধরে রাখা হয়েছিল, তারা খরগোস শিকার করেছিল এই অপরাধ। অসকার জানতে পেরে একেবারে আকুল হয়ে উঠে বললেন ঃ

> "Please, my friend, do this for me. I must get them out, Think what a thing for me it would be to be able to help three little children. If I can do this by paying the fine, tell the children that they are to be released tomorrow by a friend and ask them to be happy and not to tell any one".

মার্টিন এই বিষয়ে অসকারকে সাহায্য করে ছেলেগুলিকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন।

মিঃ এইচ মণ্টগোমেরী হাইড "অসকার ওয়াইলড ঃ দি আফটারমাথ" নামে একটি গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ওয়াইলড-বিশেষজ্ঞ যাঁরা আজো জীবিত আছেন, মিঃ হাইড তাঁদের শেষতম ব্যক্তি। তাঁর জীবনের অসংখ্য ত্রুটি সত্ত্বেও ওয়াইলডের ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডি আজো সর্বদেশীয় সংবেদনশীল মানুষের হৃদয় সহানুভূতি ও সমবেদনায় ভরে দেয়। বিখ্যাত বিচারগুলি সম্পর্কে মিঃ হাইড এক ক্লাসিক গ্রন্থ রচনা করছেন। সেক্রেটারী অব স্টেট ও প্রিসন কমিশনারের অফিসের দলিলপত্র সংগ্রহের জন্য তাঁকে সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়েছে, এমন কি পার্লামেণ্টও আন্দোলন করেছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংরক্ষণ-

যাই। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং তখনই সহজভাবে আমাদের গ্রহণ করলেন, নির্বাসন প্রত্যাগত মানুষটির মুখে সিগারেট আর হাসি, বাটণ-হোলে একটি ফুল, আমাকে বল্লেন—"Sphinx, how marvellous of you to know exactly what hat to wear at seven o'clock in the morning." তখনই তিনি রোমান ক্যাথলিক এক সেমিনারিতে পত্র লিখে জানতে পাঠালেন অন্ততঃ ছ মাস সেখানে থাকা যাবে কিনা। গাড়ি নিয়ে যে গিয়েছিল সে ফিরে এসে জানালো যে উপস্থিত তাঁরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারবেন না। এইকথা শুনে অসকার অতিশয় কাতর ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ইংলণ্ডের জীবনের এই শেষ, পরদিন থেকে তাঁর নির্বাসন সুরু হল।

ওয়াইলড আর এই সংসারে ক্ষমার আশা করতে পারলেন না, পরলোকে হয়ত মিলবে শান্তি আর ক্ষমা, শয়তানের যেটুকু কাজ তা শয়তান করবেই, আর ঈশ্বরবিশ্বাসীর মতে বিধাতার করুণা নাকি অপার।

ঠিক এই মুহূর্তে মানুষ ওয়াইলডের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল করুণার। সারা বিশ্বসংসার অসকারের চারপাশে ভেঙে পড়েছে—পরিবার-পরিজন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, জিনিষপত্র নীলাম করে দেওয়া হয়েছে। এখন অসকার সম্পূর্ণ দেউলিয়া। মর্যাদা-হানির ফলে নাট্যকার অসকারের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে। সবই নিজের নির্বুদ্ধিতার ফল। কিন্তু এর পরিণাম যে কি ভয়ংকর তা বোধ হয় কেউ কল্পনা করেন নি। অনেক সময় নির্বুদ্ধিতা এবং হিসাবের ভুলে মানুষ দুর্গতি ভোগ করে কিন্তু সেই সঙ্গে মানবিক সহানুভূতির উৎস তাদের ক্ষেত্রে নিঃশেষিত হয়ে যায় না।

যে কোনো কয়েদী দু বছর পরে জেলখানা থেকে ফিরে এসে আবার নতুন করে জীবন গড়ার সুযোগ পায়—ওয়াইলডের পক্ষে এই জিনিষটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স

হয়েছে এইকালের মধ্যে নিজের ভাবনা তাঁকে কখনও ভাবতে হয়নি। স্কুল ও কলেজের জীবনে মানুষ করেছেন স্নেহময়ী জননী। এর মাঝে কিছুদিন স্বতন্ত্রভাবে থাকার পর পারিবারিক-জীবনে মমতাময়ী স্ত্রী কনস্টানস হাজির ছিলেন। লণ্ডন এবং প্যারিসে ছিল অজস্র বন্ধুর ভাড়, তারা সর্বদাই উৎসাহ সঞ্চার করেছেন, প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে জীবনটা সহজ করে দিয়েছেন। জীবনের সবটুকুই ছিল কুসুমাস্তীর্ণ। এমন কি বন্দীশালায় এত সব কষ্টের মধ্যেও, অসকারের অবস্থা ছিল পরনির্ভর। অন্য সবাই তাঁকে সাহায্য করত। আইনের শাস্তি দু বছরের, কিন্তু সমাজের শাস্তি সারাজীবনের। ভাগ্যক্রমে তখনও দু'চারজন বন্ধু ছিলেন, এই দুর্দিনেও তাঁরা সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। শত্রু পরিবেষ্টিত সংসারে তখনও কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

তাঁরা সবাই মিলে একটা পরিকল্পনানুসারে অসকারের জীবন-যাত্রার একটা ব্যবস্থা করলেন। সেই উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হল। রোবী রস-ই অসকারের বৈষয়িক ব্যাপারে দেখা-শোনা করার ভার নিলেন, এমন কি অসকারের স্ত্রীর কাছ থেকে মাসিক ভাতাও তিনিই সংগ্রহ করতেন। তবে রসের কাজকর্ম হল লণ্ডনে, আর অসকার আছেন ফ্রান্সে। নিঃসঙ্গ, নির্জন অঞ্চলে অসকার নির্বাসন গ্রহণ করলেন। ফ্রান্সের এক অপরিচিত অঞ্চলে দিনাতিপাত করাই স্থির হল।

বার্ণিভালে অনেক আশা নিয়ে অসকার গিয়েছিলেন, আশা ছিল জীবনের ছিন্নসূত্র আবার নতুন করে জোড়া যাবে, জীবনের তার নতুন করে বাঁধা যাবে। রোবী রস আর রেগী টার্নার তাঁর সঙ্গে ফ্রান্স পর্যন্ত এসে প্রথম দিন কয়েকের পরিস্থিতি দেখে গেলেন। রোবীর পরামর্শে অসকারের নতুন নামকরণ হল—মেলমথ। আর্চডিকনের উপন্যাসের একটি চরিত্রের নাম, অসকার এই মেলমথের

সঙ্গে সেবাষ্টিয়ান যুক্ত করলেন। সেবাষ্টিয়ান তীরবদ্ধ সাধু, এই ছবি কুড়ি বছর আগে জেনোয়াতে দেখেছিলেন অসকার এবং সেই স্মৃতি অন্তরে গাঁথা ছিল। তবে যে অপরিচিত তার কাছে সেবাষ্টিয়ান মেলমথ এক অজ্ঞাত মানুষ, কিন্তু পরিচিতের কাছে প্রকৃত রূপ ঢাকা যাবে কি ভাবে?

বন্ধুরা অল্পকালের মধ্যে চলে গেলেন। অসকার এখন একান্ত একা। হোটেলের এই ঘরটির মধ্যে যে নির্জন নিঃসঙ্গতা তা তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন। সমুদ্রের মৌন আরো গভীর, রীডিং জেলের চেয়ে এখানকার অবস্থা আরো অসহনীয়। এ শুধু নির্জন নয়, একেবারে শূন্য। কিছু নেই, কেউ কোথায় নেই, বন্ধুজনের সপ্রশংস সমাবেশ নেই, এমন কি কর্কশ গলার জেল ওয়ার্ডারও নেই।

এই প্রথম নিঃসঙ্গতার দুঃখ অনুভব করলেন অসকার। আত্ম-ধিক্কার ও গ্লানিতে মন ভরে উঠল। তিনি ভেবেছিলেন এই নতুন অমর্যাদামণ্ডিত জগতে হয়ত তিনি নির্বাসনের অন্তরালে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাবেন। তিনি স্বয়ং এর চেয়ে বেশী আর কল্পনা করতে পারেন নি। নির্জন-সৈকতে, শৈল-শিখরে, পথে ও প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে ক্রমশঃই অসকারের মন জ্বালা ও যন্ত্রণায় তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠল। রাতের স্বপ্নে দেখেন স্নেহময়ী জননীকে, তিনি যেন অতিশয় বিরক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করছেন। এর পিছনে আবার সেই দুর্নামঘটিত দিনগুলির কথাও স্মরণে আসে, তখন প্রাচুর্যের দিন। উচ্ছৃঙ্খল এবং বাউণ্ডুলের মত দিন কাটিয়েছেন জীবনের সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে। তাঁর কাছে তাই এই বর্তমান, যে বর্তমান তাঁর ভবিষ্যৎও বটে, নিঃসঙ্গ নির্জনতায় পরিপূর্ণ এ এক গ্লানিকর মর্যাদাহীন জীবন। সমাজের অনুশাসন তিনি মেনে নিয়েছেন কিন্তু তখন তার প্রতিক্রিয়া অসহনীয়। প্রথম অভিজ্ঞতা হল দিয়েপে। ইংরাজ অতিথিদের ইঙ্গিতে হোটেল-মালিক সবিনয়ে বল্‌লেন—প্রবেশ নিষেধ।

কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও অসকারের ওপর তখনও পুলিসের কড়া নজর। দি য়ে পের সাব-প্রিফেক্ট সেই দেশে পদার্পণের সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন কোনোরকম অবাঞ্ছিত আচরণ দেখলেই দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। কুইনসবেরীর ভাড়াটে গোয়েন্দা সব সময় পিছু নিয়ে থাকত, অসকারের আচরণ তারা লক্ষ্য করত।

বন্ধু রোবি রসের কাছে মনের এই গভীর বেদনা জানিয়েছেন অসকার, এই রোবি রস সবকিছু উপেক্ষা করে বন্ধু অসকারকে সাহায্য করেছেন, লোকনিন্দা, সামাজিক গ্লানি কিছুই গ্রাহ্য করেন নি। রোবি তাই অসকারের চোখে সেন্ট রবার্ট, প্রেম ও ভালোবাসার প্রতীক। শুধু অত্যাগোসহনোবন্ধু নয়, দুঃখের দিনের সকল ক্লেশ নিবারণের সহায়ক এই রোবি রস।

এই সময় অসকারের স্ত্রীর একটি চিঠি পাওয়া গেল। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী—অন্ততঃ বছরে দুবার। সেই চিঠির সঙ্গে ছেলেদের দুটি ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছিলেন কনসটানস। কি সুন্দর দেবশিশুর মত প্রিয়দর্শন। চিঠির মধ্যে ছেলেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো ইঙ্গিত ছিল না, সুতরাং অসকার ক্ষুন্ন হলেন।

নরমাণ্ডি উপকূলের এই শান্তি তাঁর মানসিক স্থৈর্য আনলেও নিঃসঙ্গতার দুঃখ তাঁকে পেয়ে বসল, ক্যাথলিক চার্চ-এ মাঝে মাঝে যেতেন অসকার। তাঁর মনোবল একটু করে বাড়তে থাকে। একা থাকা একরকম ভালো এ কথা মনে ভেবে খুসী হলেন অসকার, অনেক কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। বার্ণিভালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অসকার, এইখানেই স্থায়ী ঘর বাঁধবেন স্থির করলেন। শহরের জীবন এবং শহুরে মানুষ এখন অসকারের কাছে আতংককর।

জুন মাস না পড়তেই একটা পাকা বাসস্থানের ব্যবস্থা হল। একটি স্যালে বা কুটির পাওয়া গেল, বাকী মরশুমের জন্য বাহান্ন

পাউণ্ড ভাড়ায় তিনি সেটি নিয়ে নিলেন। সূর্যকিরণ আর সমুদ্রের স্বাদ পাওয়া যাবে, সেই সঙ্গে মধুময় ধরণীর সংস্পর্শ, অসকারের কাছে এ এক অপূর্ব সম্পদ। এই আনন্দের অংশ গ্রহণ করার জন্য তিনি বন্ধু উইলিয়াম রোথেনষ্টাইনকে আমন্ত্রণ জানালেন। আগের দিনে এই তরুণ শিল্পীকে অসকার উৎসাহ দিয়েছেন, তাই এই দুর্দিনে সবাই ত্যাগ করলেও তিনি অসকারকে ত্যাগ করেন নি। রোথেনষ্টাইন অসকারের করুণার কথা ভুলে যান নি। তিনি লিখেছিলেন যে বার্ণিভালে যদি পুরাতন বন্ধু হিসাবে তাঁকে অসকার গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি অসকারকে দেখতে যেতে পারেন। অসকার সানন্দ সম্মতি জানালেন।

অর্থের প্রয়োজন—বসন্তকাল শেষ হওয়ার সঙ্গেই অর্থের অভাব হবে। অন্ততঃ কিছু টাকা না হলে জীবন যাপন কঠিন হবে। একটি নতুন নাটক লিখলে—হয়ত কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে—শিল্পী হিসাবে তাঁর পুর্নবাসন সম্ভব হবে। নাটকীয় আইডিয়া মনে মনে চিন্তা করতে থাকেন। কারান্তরালে দুটি আইডিয়া মাথায় ছিল। দুটিরই মৌল-উপাদান বাইবেলের কাহিনী—একটি ফ্যারাও কিংবা আহাবঘটিত। আইডিয়া মাথায় খেলতে থাকে, কিন্তু নাটক আর লেখা হয়না।

ওয়াইলডের মনটা একটু করে আনন্দে ভরে ওঠে, পুরণোদিনের বন্ধুরা তাঁকে একেবারে ভুলে যায়নি, একে একে সবাই বার্নিভালে আসছে, তাঁর নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে আনন্দে ভরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রোথেনষ্টাইনের বন্ধু কনডার এঁদের অন্যতম, কনডার চমৎকার পাখা তৈরী করেছিলেন, তিনি মঁমাতারের উদ্দামজীবন এবং নরমাণ্ডির আপেলকুঞ্জের মধ্যেই দিন কাটাতেন। যে মানুষ জীবনটাকে এমন সুন্দরভাবে দেখেছেন এবং সেই জীবনের অবসান-কাল আসন্ন জেনেও কিঞ্চিৎ বিষাদের মধ্যে এভাবে জীবনযাপন করতে পারেন, ওয়াইলড স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি রোথেনষ্টাইনকে বলেছেন—

"Conder is so wonderful, my dear Will—he persuades you with irresistible acumen which is the peculiarity of poets, to buy a fan for £ 5 for which you are perfectly prepared to pay £ 50-"

খর্বাকৃতি আরনেষ্ট ডসন, আর এক ব্যক্তি। এই কবি বিখ্যাত 'সাইনারা' কাব্যে লিখেছেন—"I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion."

ডসন লোকটি অতিশয় স্বাভাবিক প্রকৃতির, এবং তিনি অসকারকেও স্বাভাবিকত্বে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টাই করেছেন। দুজনে একদিন বেশ্যালয়ে পর্যন্ত গিয়েছেন, পরে এ বিষয়ে স্বয়ং ওয়াইলড বলেছেন—

"The first time these ten years and last : it was like cold mutton."

ডব্লু. বি. ইয়েটস তাঁর আত্মজীবনীতে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিজের উদ্ভট মন্তব্য যোগ করেছেন।

সঙ্গীতকার ডালহাউসি ইয়ং ছিলেন অধঃপতিতদের পৃষ্ঠপোষক, তিনিও বার্নিভালে এলেন। ওয়াইলড যখন কারাগারে তখন ওয়াইলডের সমর্থনে একটি পুস্তিকা রচনা করে তিনি নিন্দিত হন। একমাত্র হঠকারি এবং অবিবেচক ভিন্ন সেই সময় ওয়াইলডের স্বপক্ষে কথা বলার সাহস কারো ছিলনা। এছাড়া ষ্ট্যানার্ড দম্পতি তাঁদের আথিতেয়তার দ্বারা ওয়াইলডের মনে সুগভীর রেখাপাত করেন। এই শ্রীমতী স্ট্যানার্ড "জন ষ্ট্রেঞ্জউইনটার" এই ছদ্মনামে উপন্যাস লিখতেন।

অসকারের 'হাউস অব পোমিগ্রাণেটস্' গ্রন্থটির অলংকরণ করেছিলেন দুই চার্লস, চার্লস রিকেটস এবং চার্লস স্যানন। তাঁরাও গ্রন্থকারকে ভুলে যাননি। ভে লে অবস্থিত ওদের 'চেলসিয়া-হাউসে'

ওয়াইলড নিয়মিত যেতেন। তিনিই রিকেটকে বই-অলংকরণের আইডিয়া দিয়াছিলেন—তার ফলেই ভেল প্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এই দুই অভিন্ন আত্মা বন্ধুদের এই নির্জন নির্বাসনে অসকার বিস্মৃত হননি। দুই বন্ধুর মধ্যে এমন প্রীতির সম্পর্ক ছিল যে কোনো মতামত দেওয়ার সময় ওরা 'আমি বা আমার' বল্‌তেন না, সর্বদা বল্‌তেন 'আমরা বা আমাদের'। এই-সময় যদি আলফ্রেড ডাগলাসের সঙ্গেও আবার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হত তাহ্‌লে অসকারের কাছে তা মধুর হত।

এই বার্নিভালে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস হয়ত আসতেন, কিন্তু-ওয়াইলড তাঁকে উৎসাহিত করতে রাজী নয়। মিথ্যা প্রতিজ্ঞার রাজার সঙ্গে ঘুরতে ফিরতে অসকার রাজী নন।

বার্নিভালের আশ-পাশের অরণ্যভূমির মধ্যে প্রকৃতির স্নেহস্পর্শ খুঁজে পেলেন অসকার। যেন এক সংশোধিত পাপী, যেন ক্ষমা-বুভুক্ষু এক অনুতপ্ত মানুষ। মনে হয়েছিল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও হয়ত মিলন ঘটবে। স্বামীর প্রতি কনষ্টানসের কোনো ঘৃণা ছিলনা, তাঁর পারিবারিক উপদেষ্টাদের অবজ্ঞার তিনি অংশীদার ছিলেন না। জেনেভা থেকে কনষ্টানস স্বামীকে নিয়মিত চিঠি দিতেন। সপ্তাহে দুখানি পর্যন্ত লিখেছেন। তিনিও স্বীকার করলেন, একটা মিলন হওয়া উচিত, তবে অন্ততঃ এক বছর অসকারকে সৎভাবে থাকতে হবে। এই প্রতিশ্রুতিদান করা অসকারের কাছে অপমানজনক মনে হল। কয়েক সপ্তাহ পরেও এই কথা উল্লেখ করতে ক্রোধে কেঁপেছেন অসকার। এইভাবে পুনর্মিলন ঘটা আর সম্ভব হলনা। এটা অবশ্য বোঝা উচিত ছিল যে এইসব প্রস্তাব কনষ্টানসের নিজের নয়, তাঁর পারিবারিক উপদেষ্টার মস্তিষ্ক উদ্ভূত। যে-ই এই পরামর্শ দিক স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ আর মিটল না, মিলন হলনা, কনষ্টানস সুইজারল্যাণ্ডেই রয়ে গেলেন।

এই বার্নিভালে উচ্চ সংকল্প এবং উৎকট বেদনার মধ্যে বন্ধুদের সাময়িক উপস্থিত ছাড়াও আরো কিছু ঘনিষ্ঠতর বস্তুর প্রয়োজন ছিল। জীবনের এই নিদারুণ শূন্যতা কোনো রকমের উচ্চআশা এবং সাহিত্যিক সংকল্পে পূর্ণ হয়না। মুক্তিলাভের প্রথম দিকটায় বার্নিভালের মাধুর্য মনোহরণ করেছে—কিন্তু এই স্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী নয়, তা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এসেছে। অনেক আত্ম-তৃপ্ত আত্ম-সন্তুষ্ট মানুষ আছে যাদের কাছে সহচরের সান্নিধ্য কোনো স্বস্তি হয়ত দান করেনা—ওয়াইলড সেই জাতের মানুষ ছিলেন না, বার্নিভালের নিসর্গ শোভায় সব কিছু ছিল, ছিলনা শুধু অন্তরঙ্গের উষ্ণ আকর্ষণ। সেই শূন্যমনে পুরাতন বন্ধু বসি ডাগলাসের সঙ্গ-লাভের জন্য—বুভুক্ষা জাগা সম্ভব। এদিকে বসিও প্রায় প্রত্যহ চিঠি লিখে এবং মাঝে মাঝে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এই যন্ত্রণা বর্জন করেছে।

অসকার ওয়াইলড কারাগার থেকে যে জ্বালাময় চিঠি লিখেছেন তারপরও ডাগলাস অসকারের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য যে উৎসাহ প্রদর্শন করেছে তাতে মনে বিস্ময় জাগতে পারে। মনে হতে পারে, তাহলে কি 'বসি' অসকারের চিঠির এককপি পাননি ? এই রহস্যের কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো সমাধান হয়নি।

অসকার জেলখানা থেকে বেরিয়েই যে মূহূর্তে তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরিত করেছিলেন সেই মুহূর্তেই তা হারিয়ে গিয়েছিল, অন্ততঃ লোকচক্ষু থেকে। কোনো চিঠিপত্রে এসব কথার উল্লেখ নেই। তাহলে চিঠির কি হল ? রবার্ট রস কি ডাগলাসকে কপি দেয়নি ? রস পরে শপথ করে বলেছেন যে তিনি এককপি ডাগলাসকে দিয়েছিলেন। কারণ, রবার্ট রস আলফ্রেড ডাগলাসের প্রতি ঈর্ষিত ছিল, তাই তার কথা সত্য হতে পারে। ডাগলাস কিন্তু বলেছেন, না—রবার্ট আমাকে কিছু দেয়নি। তাই, আশ্চর্য মনে হয় যে ডাগলাস কি করে এত অপমান হজম করে আবার অসকারের সান্নিধ্যলাভের জন্য আকুল হয়ে উঠল।

আবার অন্যযুক্তিও দেওয়া যায়, ডাগলাস অহংকারী প্রকৃতির মানুষ, এতখানি অপমান হজম করে তার পক্ষে নীরব থাকা কঠিন, তাই মনে হয় সে চিঠি পড়েনি। এইটুকুই ধারণা হয়, এমনও হতে পারে রবার্ট ডাগলাসকে চিঠি দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু—ডাগলাস কিছুটা পড়েই তা আগুনে ফেলে দিয়েছেন। কারণ, আর একখানি প্রায় সমজাতীয় চিঠিরও এই অবস্থাই হয়েছে।

ওয়াইলড বার্নিভালে থাকার কিছুকালের ভেতরই ডাগলাস চিঠি লিখতে আরম্ভ করছেন। অতিশয় তীব্র ভাষায় লিখিত চিঠি। পুরাতন ভালোবাসার পাত্র উপেক্ষিত হলে তার মনে যে জ্বালা জাগে সেই জ্বালাভরা ভাষা এই পত্রে। কিন্তু অসকারের হৃদয় সহজে দ্রবীভূত হলনা। খুব ব্যবধান রেখে তিনি জবাব দিলেন। তাতে কোনো ব্যক্তিগত কথা নেই, ছিল শুধু ডাগলাস এবং অসকারের সাহিত্যকর্মের আলোচনা।

কিন্তু এইসব উপেক্ষায় দমে যাবার মত মন ডগলাসের নয়, সে তারই কথা অনুনয় করে লিখে যায়, অসকার তাকে ঘৃণা করলেও, অসকারের প্রতি তার মনোভংগীর কোনো পরিবর্তন নেই। এই অনুনয়, আবেদন এবং অনুশোচনায় অবশেষে অসকারের মন গলে গেল। আবার ডাগলাসকে দেখার বাসনা মনে জাগল। হৃদয়াবেগের তাপমানযন্ত্রে উত্তাপবৃদ্ধির লক্ষণ ডাগলাসের চোখে ধরা পড়ল। আরো অনেক চিঠির পর—১৫ই জুন—'মাই ওন বয়' ডাগলাসের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হল। ওদের দেখা হওয়া দরকার, রিডিং জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর মাত্র পঁচিশদিন লাগল মনের সমস্ত গ্লানি দূর করতে, নিজেই যাকে তাঁর 'সর্বনাশের স্রষ্টা' বলে উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে মিলন হল, ছোটছেলের স্লেটের লেখার মত সব ধুয়ে মুছে গেল।

১৫ই জুন তারিখে ওয়াইলড বসিকে চিঠি লিখলেন, তার

সকল অপরাধ ভুলে গেলেন। আবার সতেরই তারিখে ভীত চিত্তে সব ব্যবস্থা বাতিল করে পত্র দিলেন। কারণ, কিভাবে খবরটা জানাজানি হয়ে যায়। ডাগলাস তেমন সতর্ক মানুষ ছিলেন না, কোনোরকমে খবরটা প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল, বন্ধুজন এই মিলনাশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, এবং অসকারকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। ওয়াইলডের সলিসটরকে তৎক্ষণাৎ জানান হল, তিনি খবর দিলেন বার্ণিভালে। ফলে ওয়াইলড বিস্মিত হলেন, তাঁর স্নায়ু উৎপীড়িত হল, মনে শংকা জাগল। বসি কিন্তু সলিসিটরের হস্তক্ষেপকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। 'Q' অর্থাৎ কুইনসবেরী—যে এ ব্যাপারে মাথা গলাতে পারেন সেই সম্ভাবনা পরিহাস করে উড়িয়ে দিলেন। বার্ণিভালে গোয়েন্দাদের ভীড় বাড়তে লাগল। হয়ত মার্কুইস নিজেই বার্ণিভালে আসতে পারেন, অসকার ওয়াইলডের পক্ষে সে অবস্থা অসহনীয়।

মধ্যবসন্তে এল মহারাণী ভিকটোরিয়ার জুবিলি। মহারাণীর এমন বিশ্বস্ত, ভক্ত প্রজা বোধহয় বার্ণিভাল ছাড়া আর কোথাও ছিল না। এই আনন্দ উৎসব উপলক্ষ্যে অসকার পল্লীবালকদের একটি ভোজে আপ্যায়িত করলেন। এই নিমন্ত্রণসভা সাফল্যলাভ করল, হোতা স্বয়ং আনন্দ পেলেন প্রচুর আর যে পনেরজন বালক ক্রীম, এপ্রিকট, কেক এবং সিরপ ডি জেরেণ্ডাইনে আপ্যায়িত হল তারাও খুসী হল। এ এক অপূর্ব জুবিলী উৎসব।

এ ছাড়া আর একটি উৎসবও অনুষ্ঠিত হল, একদল তরুণ কবি প্যারিস থেকে বার্ণিভালে এসে অসকার ওয়াইলডের প্রতি সম্বর্ধনা জানিয়ে গেলেন, এই অভিনন্দনের উপলক্ষ্য তাঁর কারামুক্তি। এই অভিনন্দন গ্রহণযোগ্য। ওয়াইলডের ম্রিয়মান মনোবলকে উদ্দীপিত করার পক্ষে এর প্রয়োজন ছিল। যে অপরাধের জন্য অসকার দণ্ডিত হয়েছিলেন ফরাসী আইনে সেটা দণ্ডনীয় নয়, তাই এই তরুণ কবির দল, অসকারকে একেবারে শহীদের পর্যায়ে

উন্নীত করলেন। কারণ তাঁদের মতে অসকারকে অকারণে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। অসকার ওয়াইলডের আর কি কাম্য ছিল, মনোবল বৃদ্ধির এই এক সুন্দর আয়োজন।

ওয়াইলড আবার সাহিত্যকর্মে মন দিলেন। জেলখানার অভিজ্ঞতা বিষয়ে তিনি 'ডেলী ক্রনিকলে' দুটি বিখ্যাত চিঠি লিখলেন। সেই সঙ্গে সমকালীন পাঁচালী সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান 'দি ব্যালাড অব দি রিডিং জেল' রচনা করলেন। এই কাব্যটির জন্য অসকারের কবিখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল। অসকার অতি দ্রুত লিখতে পারতেন, কিন্তু পরিমার্জন করার ব্যাপারে ছিলেন অতিশয় মন্থর।

নরমাণ্ডি ত্যাগ করার অনেক পরে তিনি ব্যালাডের সূক্ষ্ম সংশোধন করেছেন। প্যারিসে অন্যরকমের কাজও পেয়েছিলেন অসকার, ইচ্ছা করলে, সেই সব কাজ করে কিছু অর্থলাভ করা কঠিন হত না। দুটি সাহিত্য পত্রিকা লেখা চেয়ে বেশ উচ্চহারে দক্ষিণা দিতে চেয়েছিল। '*Le Journal*' পত্রিকার সম্পাদক একটা সাপ্তাহিক 'টিপ্পনী'র জন্য সপ্তাহে তিনশ ফ্রাঁ দিতে চেয়েছিলেন। অসকার প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ তাঁর 'বদনাম'টা ভাঙানোর জন্য সম্পাদকের আগ্রহ ছিল। অথচ কারাদণ্ডের আগে এই অসকারই যে কোনো বদনাম উপেক্ষা করতে পারতেন সামান্য একটু প্রচার লাভের আশায়।

সেরার্ড জুলাই মাসে দেখা করে এলেন। অসকারের শরীরও বেশ উন্নতি হয়েছে দেখা গেল, একটা নতুন ধরণের পুরুষালি ভাব মনে এসেছে, ফলে প্রত্যহ সমুদ্রে সাঁতার দেন, নরম্যাণ্ডির পল্লী অঞ্চলে অনেক পথ পায়ে হেঁটে বেড়ান। ররাট রস এবং সেরার্ড দুজনে অসকারের সঙ্গে লেখকদের বর্ণনানুক্রমিক নাম নিয়ে খেলা করতেন, সেই খেলায় অবশ্য জিতে যেতেন অসকার নিজে। কারণ, তাঁর জ্ঞান ও পড়াশোনা ছিল অপরিসীম। গভীর রাত্রে নাইটগাউন

পরে এসে অসকার বললেন 'জারেকসেস' বলেই চলে গেলেন, সেরার্ড উত্তর দিলেন 'জেনোফোন', অনেক দূর থেকে আবার শোনা গেল 'জাভিয়ের'—এর আর শেষ নেই।

এইবারকার বার্ণিভাল অবস্থানে সেরার্ড আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেন যদ্বারা তিনি তাঁর বন্ধুর মানসিক প্রবণতা বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন, তিনি বলেন—

"it was an incident which at the time impressed me not at all, but which under the blinding light which has since been shed on the character of the other actor in this episode leaves me no room for doubt. It was at Berneval that a deliberate attempt was made to drag Wilde back to Male bolge."

গ্রীষ্মাবসানের সঙ্গে বার্ণিভালের আকর্ষণ ম্লান হয়ে এল, অর্থাভাবও বাড়তে থাকে। আটশো পাউণ্ড নিয়ে এই নির্বাসন যাত্রা সুরু হয়, সতর্ক হয়ে থাকলে হয়ত, এই অর্থেই কুলিয়ে যেত অনেক মাস, কিন্তু অসকারের কাছে কৃচ্ছ্রসাধন অজ্ঞাত। বাসা ভাড়া, বন্ধুদের আপ্যায়ন, পল্লীবালকদের দিয়ে জুবিলী উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব এ সবই ব্যয়বহুল ব্যাপার। মঁসিয়ে সেবাসটিয়ান মেলমথ তাঁর উদারতার জন্য পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। অসকারের ছদ্মনাম মেলমথও বেশ জনপ্রিয় হয়।

স্থানীয় দোকানীদের কাছে এই রকম আর দু চারজন মেলমথ হলেই আর কোনো চিন্তা থাকত না। এই উচ্ছৃঙ্খলতা চালানো যেতনা যদি না স্ত্রীর কাছে তিন পাউণ্ড ভাতা পাওয়া যেত।

গোড়ার দিকে লেখার ব্যাপারে যে উৎসাহ ছিল তা ক্রমে ম্লান হয়ে এল। শুধু টাকার জন্য লেখার পরিশ্রম তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বদাই তাঁর যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল। উচ্চ যশোলাভের ফলে তাঁর সাহিত্যকর্ম অগ্রসর হত, কিন্তু এই অপযশের কালে কি ভাবে

যশোলাভ সম্ভব ? স্ত্রীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান, এবং প্রতিদিনের এই শূন্যতা তাঁকে ক্লান্ত করে দেয়।" আর সহ্য হয় না, তাই শেষ পর্যন্ত ডাগলাসের সঙ্গে মিটমাট করতে হল।

দুই বন্ধুর রুয়েতে মিলন হল, এই পুর্ণমিলনের কালের আনন্দ-উদ্‌যাপন করা হল। কুড়ি বছর পরে ডাগলাস এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন—

"The meeting was a great success. I have often thought since that if he or I had died after that, our friendship would have ended in a beautiful romantic way. We walked about all day long arm-in arm or hand-in-hand and were perfectly happy. Next day he returned to Berneval and I returned to Paris, but we had settled that when I went to Naples about six weeks later he was to join me there,"

বার্ণিভালে মঁসিয়ে মেলমথের এই শেষ পদার্পণ। প্রতীক্ষার কাল অসহনীয়—আর বার্ণিভাল সহ্য হয় না, তাই মঁসিয়ে মেলমথ বা অসকার ওয়াইলড এমনই এত মানসিক বিকৃতির পথে পৌঁছেছিলেন যে এক সময় আত্মহত্যা করবেন স্থির করেছিলেন। রুয়েঁতে বসির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আর বিচ্ছেদ না হলেই ভালো হত। এখন কেবল নেপলসের দিকে তাকিয়ে রইলেন অসকার। সৃজনীমূলক কাজ করতে হলে এই বন্ধুটির সান্নিধ্যের প্রয়োজন।

শেষ পর্যন্ত অতিদ্রুত বার্ণিভাল থেকে চলে আসতে হয়, কারণ ওয়াইলড সংবাদ পেয়েছিলেন শাসনকর্তারা তাঁর অবস্থান বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং শীঘ্রই তাঁকে বহিষ্কার করার আদেশ দেবেন। সময় থাকতে সংবাদ পেয়ে একজন মিত্রভাবাপন্ন কিষাণের

সাহায্যে অসকার দি য়ে পে. চলে যান, সেখান থেকে ডগলাসের কাছে যাবার জন্য নেপলসের ট্রেন ধরলেন।

অসকার ও ডাগলাসের দেখা হল এবং উভয়ে একই ট্রেণে নেপলস্ পর্যন্ত গেলেন।

সতের

অদৃষ্টের পরিহাস

দুই বন্ধু কিছুদিন হোটেল রয়্যালে বাস করার পর পসিলিপ্পোতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া করলেন—তার নাম ভিলা গিউডাইস,—এখানে ওঁরা তিনমাস রইলেন। কোনোরকম গোপনতা রইল না যে দুজনে একত্রে আছেন, এই পুর্নমিলনের সংবাদ দ্রুতগতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

পুরাতন কেলেঙ্কারির পুনরাবৃত্তিতে ইংলণ্ডের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অসকারের বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হলেন। অসকারের বন্ধুদের মনে হল এক সর্বনাশা পথে পা দিয়েছেন অসকার। ডগলাসকে অখ্যাতির এক স্তম্ভ হিসাবে তাঁরা মনে করতেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ হল। প্রথম প্রতিবাদ এল রোবি রসের কাছ থেকে, তাঁর হতাশার কারণ অসকারের জীবনটাকে নতুন ধাঁচে গড়ার জন্য তিনিই সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেছেন। এই পুর্নমিলনে সেই প্রচেষ্টা একেবারে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল। নতুন কেলেঙ্কারির একটা পথ সৃষ্টি হল। পুর্নবাসন এবং শিল্পীর নবজাগরণের আর সম্ভাবনা কোথায়? রোবির এই তিরস্কারের জবাব দেওয়ার মত কিছুই অসকারের ছিল না। সাহিত্যকর্মের অজুহাত বৃথা, কারণ ডগলাসের সান্নিধ্যে সাহিত্যকর্ম অসম্ভব।

শাদা কথায় ওয়াইলড আর ডাগলাস প্রেমোন্মত্ত মানুষের মত

পৃথিবীটা তাঁদের কাছে কিছুই নয় মনে করেছিলেন। অন্ততঃ ওয়াইলডের কাছে জগতের দরজা বন্ধ হয়ে গিছল। রোবির তিরস্কারে অসকারের উস্মা বৃদ্ধি পেল, কারণ, উত্তর দেবার মত কিছু ছিল না। তিনি শুধু বল্‌লেন যে পৃথিবী থেকে তিনি নির্বাসিত সেই পৃথিবীতে ডাগলাসের সখ্যতা অনেক কাম্য।

কিন্তু এদের ব্যাপার চাপা দেবার নয়। লণ্ডন থেকে ওয়াইলড উড়ো-উড়ো খবর পেতে লাগলেন। ক্লাবে একদিন দুজন ওয়াইলড বিরোধী সেরার্ডকে এই নয়া কেলেঙ্কারি বিষয়ে দুকথা শুনিয়ে দিলেন। সেরার্ড বেচারী কি আর বল্‌বেন, তিনি বল্‌লেন এ এক নিদারুণ ভ্রান্তি। সেরার্ডের উক্তি কিন্তু বিকৃত অবস্থায় নেপলসে পৌঁছাল এবং তার ফলে অসকারের কাছে তিনি এমন তিরস্কার লাভ করলেন যা নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। সেরার্ড বুঝলেন নেপলসের অবস্থা সুবিধাজনক নয়, যেখানেই ওয়াইলড কোনো ইংরাজ উপনিবেশের কাছাকাছি এসেছেন সেখানেই তিনি অপমানিত হয়েছেন।

এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাও হয়েছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত তাঁর এক এ্যাটাসেকে ভিলায় পাঠিয়ে ডাগলাসকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সব চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। ডাগলাস কিছুতেই অসকারের সঙ্গ ত্যাগ করবেন না। ওয়াইলড অবশ্য স্বদেশস্থ লোক-জনের কাছে এইভাবে একঘরে হয়ে থাকার ব্যথা অনুভব করছিলেন।

এদিকে কলঙ্কের পসরা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই দুই বন্ধু একত্র হয়ে সাহিত্যকর্মে মন দিলেন। ডগলাস কবিতা লিখতে লাগলেন, কয়েকটি উত্তম সনেটও লিখে ফেললেন। ওয়াইলড তাঁর কারাগারের পাঁচালী অর্থাৎ রীডিং জেল ব্যালাড রচনায় মন দিলেন। ইতিমধ্যে ভিলায় ভীষণ ইঁদুরের উৎপাত হল। ইঁদুর ধরার লোক নিযুক্ত হল কারণ ডগলাসের ভয়ানক ইঁদুরের আতংক, তাতে কিছু না

ফল হওয়ায় একটা গোঁফওলা ডাইনীর সাহায্য নেওয়া হল। সে অনেক মন্ত্র-তন্ত্র করে ইঁদুর তাড়াল। ডগলাস সুস্থির হল।

পোসিলিপ্পোয় অনেক সময় অতিবাহিত হল অসকারের শেষতম রচনার সংস্কারসাধনে। এই কবিতাটি উৎসর্গ করা হয়েছে—

"To the memory of C. T. W., sometime trooper of Royal Horse Guards, obiit H. M. Prison, Reading, Berkshire, July 1896."

এই লোকটি তার তরুণী স্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগ রীডিং জেলে ফাঁসীর প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। স্ত্রীকে হত্যা করার কারণ, সে নাকি ব্যাভিচারিণী ছিল। অসকার লিখেছেন—

The poor dead women whom he loved
And murdered in her bed.

লোকটিকে রীডিং জেল ইয়ার্ডে একদিন ব্যায়ামকালে দেখেছিলেন, পিছন থেকে আর একজন তাঁকে বলে তখন ওঠে—ঐ লোকটাকে ফাঁসীতে ঝুলতে হবে। দণ্ডিত মানুষটির অনুভূতি এই কবিতায় প্রতিফলিত, আর সেই অন্ধকার প্রভাতের কথা বর্ণিত, যে প্রভাত কলঙ্ক কালিমায় মলিন।

অতি সাধারণ ভাষায় কবিতাটি লিখিত, অসকার এমন সহজ করে আর লেখেন নি। বাক্-প্রতিমা অতিশয় স্পষ্ট, বাক্যগুলি অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং কবিতার মধ্যে ইমপ্রেসনিষ্ট রিয়ালিজমের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

আঠারো

নোঙরহীন নৌকা

এই কবিতার মধ্যে অন্য বন্দীদের দুঃখ দুর্দশার এবং নিদারুণ যন্ত্রণার বিবরণ এমন নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন অসকার, যে সহজেই পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে। কোনো কোনো জায়গায় 'কোলরিজের 'এনসেণ্ট মেরিনারে'র প্রতিধ্বনি বলেও মনে হয়। অসকার নিজেই অবশ্য এই কবিতা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন:

> "The poem suffers under the difficulty of a divided aim in style. Some stanzas are realistic, some romantic, some poetry, some propaganda. I feel it keenly, but as a whole I think the production is interesting—that is interesting from more than one point of view, and that is artistically to be regretted."

অন্য কোনো কবিতা নিয়ে অসকার এত মাথা ঘামান নি, এই কবিতা বারবার পরিমার্জন করেছেন। অবশ্য এর একটা কারণ এই যে তিনি পরিচিত পথ ত্যাগ করে এক নতুন পথ ধরেছিলেন। প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ ওয়াইলড বার বার বিচার করেছেন।

রোবি রসের সঙ্গে পত্র মারফৎ এই কবিতার পদপ্রকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, ভোজনকালে আলফ্রেড ডাগলাস বারবার এই কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছেন, শুনে শুনে বিরক্ত হয়েছেন। কারণ, কবির সহচর হওয়ার যোগ্যতা ছিল সেরার্ডের, তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছিল; ডাগলাসের কিন্তু তা ছিলনা।

লেখা যখন শেষ হল তখন প্রকাশক প্রয়োজন, কিন্তু সহজে তা পাওয়া গেলনা। কোনো প্রকাশকই এখন আর অসকারের

রচনা প্রকাশে আগ্রহশীল নয়। স্মিথার্সের ওপর প্রকাশভার অর্পণ করা হল, স্মিথার্স খুব দুঃসাহসিক প্রকাশক, তিনি বলতেন: "I will publish anything that the others are afraid of." সবাই যা ছাপতে ভয় পায়, স্মিথার্সের প্রকাশনালয় তাই ছাপে। লিওনার্ড স্মিথার্সের জন্ম ইয়র্কসায়ারে। পেশা সলিসিটরবৃত্তি, তার গ্রন্থকারদের তালিকায় বিয়ার্ডসলী, ডাউসন, এমন কি ম্যাক্স বীরবোহমের পর্যন্ত নাম ছিল। বইএর ব্যবসার আড়ালে স্মিথার্স অতিরিক্ত স্থূল ধরণের পর্ণোগ্রাফি বা অশ্লীলগ্রন্থের চোরা কারবারও করতেন। প্রকাশক মনে করছিল ওয়াইলডের ব্যালাডও এই জাতীয় একটা অশ্লীলগ্রন্থ হবে।

ব্যালাড সংক্রান্ত সব কিছুই অতি ঢিমে তালে চলে। অসকারের নিজের নামে বই ছাপা হওয়ার উপায় নেই, সি-৩৩ কে আত্মগোপন করতে হবে। স্মিথার্স গ্রন্থ প্রকাশক হলে যে কোন লেখকেরই আত্মসম্মানে বাধে।

স্মিথার্স প্রথম সংস্করণ মাত্র আটশো কপি ছাপবে স্থির করল, সেই আটশো বই কয়েকদিনেই নিঃশেষিত হল। আবার পুনর্মুদ্রণ করতে হল। এবারও সেই অবস্থা, অতি দ্রুত সব বই বিক্রী হয়ে গেল। প্রথমকার সমালোচকরা বইটি উপেক্ষা করেছিলেন, যখন দেখলেন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তখন তাঁরাও তার প্রশংসা করলেন। কয়েক মাসের মধ্যে কয়েক হাজার বই বিক্রী হয়ে গেল। যে কোনো সাহসী প্রকাশক-এর চেয়েও বেশী বিক্রী করতে পারতেন।

এইভাবে লুকো-ছাপা সত্ত্বেও অসকারের জীবদ্দশাতেই পাঁচ হাজারেরও বেশী বই বিক্রী হল। কবির পক্ষে অশেষ সান্ত্বনা, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি কোনো স্বীকৃতিলাভ করলেন না। অনেকগুলি বই উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। মাত্র একখানি প্রাপ্তি স্বীকার করে জবাব এসেছিল। সমগ্র ব্যাপারটি অতিশয় হতাশাজনক। ব্যালাডের পাণ্ডুলিপি লণ্ডনে পাঠিয়ে অসকার অন্য পরিকল্পনা নিয়ে

কল্পনার জাল বুন্‌তে থাকেন। 'ফ্লোরেনটাইন ট্রাজেডি' হাতে ছিল। কিন্তু বেশী অগ্রসর হলনা। "ডাফিনস অ্যাণ্ড ফ্লো" এই নামে একটি ওপেরার জন্য কিছু লিব্রেটো বা 'কথা' রচনা করবেন স্থির করলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ড্যালহাউসী ইয়ংকে কয়েকটি চিঠি লিখলেন। এই পরিকল্পনার বার্ণিভালেই প্রথম উৎপত্তি। নেপলসে যাবার পথে অসকার সুরকারকে দেনা পাওনা বিষয়ে লিখলেন। একশো পাউণ্ড আগাম চাইলেন। বাকী পঞ্চাশ পাউণ্ড ওপেরা যখন প্রযোজিত হবে তখন দিতে হবে। ড্যালহাউসী ইয়ং রাজী হলেন, সেইখানেই ব্যাপারটি স্থগিত রইল। "ডাফিসন অ্যাণ্ড—ফ্লো"র নমুনা সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই লেখা হল না, অনেক বছর পরে রোবী রস ড্যালহাউসীকে তাঁর একশো পাউণ্ড ফেরৎ দেন।

এদিকে ভিলা জিউডিসে থাকার দিন ফুরিয়ে এল। অর্থাভাবই প্রবল হল। যা টাকা ছিল তাতে দু বন্ধুর কয়েকমাস স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু ওঁরা কয়েকমাসের মধ্যেই সব টাকা খরচ করে একেবারে শূন্যপকেটে বসে রইলেন। এদিকে লেডী কুইন্সবেরী পুত্রের ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে চিঠি দিলেন, হয় অসকারের সঙ্গত্যাগ কর, নয় অর্থসাহায্য বন্ধ।

অন্য এদিকে মিসেস ওয়াইলডের সলিসিটরবৃন্দ অনুরূপ এক চিঠি দিয়ে জানালেন যে, ওয়াইলড যদি অভব্য ব্যক্তিদের সংসর্গ না ত্যাগ করেন তাহলে অর্থসাহায্য বন্ধ হবে, কুইনসবেরী পরিবারের যে কোনো ব্যক্তি এই শ্রেণীতে পড়ে। এই একেবারে চরম আঘাত।

নেপলসের এই পরিকল্পনা খুব কার্যকরী হবে আশা ছিল কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা উপেক্ষা করেও অসকার সানন্দে এই দিকে প্রলুব্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। ভিলার নির্জনতা আর সঙ্গে বসীর মত সহচর, এক পরম রমণীয় মুহূর্ত হয়ে উঠবে এই তাঁর ধারণা ছিল। পুনর্মিলনের আনন্দে অতীতের কলহ এবং বিদ্বেষ সব মুছে গিয়েছিল, কিন্তু পুরাতন ক্ষত আবার নতুন করে বৃদ্ধি পেল। আবার মাসে

মাঝে কলহ হতে লাগ্‌ল। বসীর সঙ্গে কলহ মানে অতি তীব্র এবং তীক্ষ্ণ কলহ। নভেম্বর মাসের মধ্যে অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে পারিবারিক হস্তক্ষেপের আর প্রয়োজন হল না। দুই বন্ধুর আবার বিচ্ছেদ ঘটল। নির্জন সৈকতের এই নৈঃশব্দের মধ্যে দুজনেই দুজনের কাছে এক প্রচণ্ড জ্বালা হয়ে উঠ্‌লেন। দুজনেই এই সময়ের কথা লিখে রেখে গেছেন।

ডাগলাস শেষ পর্যন্ত চলে গেল। অসকার বলেছেন "It was the most bitter experience of bitter life." এই সময় অর্থাভাবে এবং মানসিক ক্লেশের ফলে অসকারের আত্মহত্যা করার বাসনা হয়। কিন্তু 'ব্যালাড' তখনও প্রকাশিত হয়নি, তাই কিছু করার আগে বইটা প্রকাশিত হতে দেখে যাওয়া প্রয়োজন—"but I want to see my poem out before I take steps." শেষ পর্যন্ত তাই স্মিথার্সকে 'ব্যালাড' প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন অসকার। সি-৩৩ লিখিত 'ব্যালাড' প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে অসকার নেপলস ত্যাগ করে প্যারিসের দিকে চলে এলেন। ২৪শে মার্চ তারিখে বন্দীশালার সংস্কার সংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় পত্র "ডেলী ক্রনিকলে" প্রকাশিত হয়। এই চিঠির শেষাংশে লেখা ছিল "the first and perhaps the most difficult task is to humanise the governors of prisons, to Civilise the warders, and to Christianise the Chaplains.

৭ই এপ্রিল ১৮৯৮ তারিখে জেনেভায় অসকারের স্ত্রী কনষ্টানসের মৃত্যু হল। অসকার ডাগলাসকে বলেছেন যে রাত্রে কনষ্টানস মারা গেছেন সেই রাতে অসকার স্বপ্ন দেখেন যেন কনষ্টানস এসেছেন অসকারকে দেখতে আর অসকার চীৎকার করছেন, চলে যাও, চলে যাও, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।"

পরদিন অসকার জানতে পারলেন অসকারের এই উক্তি নিদারুণ ভাবে ফলে গেছে। কনষ্টানসের সঙ্গে, ছেলেদের সঙ্গে দেখা হওয়ার শেষ আশাও শেষ হল। রোবি রসকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন অসকার—"Constance is dead! please come tomorrow and stay at my Hotel. Am in great grief."

এতসব ঘটনা সত্ত্বেও ওয়াইলড বরাবর কনষ্টানসের জন্য একটা গভীর মমতা বোধ করতেন। যেন ছোটবোনের প্রতি বড় ভাইএর স্নেহ। কারাগারে যখন কনষ্টানস ওয়াইলডকে দেখতে আসতেন তখন বড় কষ্ট হত ওয়াইলডের, যখন ডিভোর্সের কথা হয় তখন অসকারের আপত্তি ছিল না, হয়ত মিলনও হয়ে যেত, কেবল কারাবাসের পর কঠোর আইন মাফিক কিছুদিন সৎভাবে থাকার (Probation) কড়াকড়ির ফলে তা আর সম্ভব হয়নি।

কায়াগার থেকে ফিরে যদি স্বামী-স্ত্রীর পুর্ণমিলন ঘটত তাহলে যে কি হত, তা বলা যায় না। যখন কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন অসকার, তখন তাঁর শরীর অনেক ভালো, মনে নবীন উৎসাহ, অন্তরে দৃঢ় সংকল্প, আবার অর্থ এবং যশ দুই আহরণ করতে হবে। কিন্তু ডাগলাসের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ একত্রে কাটানোর পর অসকার আবার সেই পুরাতন অবস্থায় ফিরে গেলেন। তাঁর সব সংকল্প ভেসে গেল, আর কোনোদিন সেই সংকল্প প্রদীপের শিখাকে জ্বালানো গেলনা।

প্যারিসে অবস্থান কালের প্রথম কয়েক সপ্তাহ অসকার হোটেল ছ্য নীসে ছিলেন, পরে ঐ রাস্তাতেই অবস্থিত হোটেল ছ্য আলসাসে উঠে যান। সে বাড়ির ঠিকানা ১৩ নম্বর রু ছ্য বো-আর্টস। অতঃপর এই তার আবাসগৃহ হয়ে রইল। "সুইট সিনার অব ইংলণ্ডে"র নামে আবেদন করে চাঁদা তুলে অন্য বাসস্থান সংগ্রহ করার চেষ্টাও চলেছিল।

আলফ্রেড ডাগলাস অসকারের স্ত্রী কনষ্টানস সম্পর্কে কঠোর

মন্তব্য করেছেন, তাঁর মতে এমন অনেক স্ত্রী জগত সংসারে আছেন, যাঁরা স্বামীর দুঃসময়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। even to the crack of doom, অর্থাৎ ধ্বংসের অতল পর্যন্ত। কনষ্টানস্ সেই জাতীয়া রমনী নন। ডাগলাসের মতে তাই কনষ্টানসই অসকারকে শেষ পর্যন্ত আধঃপতনের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। যদি কনষ্টানস জেল থেকে ফেরার পর স্বামীর সঙ্গে থাকতেন তাহলে হয়ত অন্যরকম হত। সারাজীবন ওঁরা সুখী দম্পতীর মতই থাকতেন। এমন কি এই অবস্থার জন্য যে স্বয়ং ডাগলাসকেই দায়ী সে কথা তাঁর মনে হয়নি, বরং তিনি বলেছেন—'To try to make out that this has anything to do with me, is simply dishonest and not truthful.

বিবেককে ফাঁকি দিয়ে ডাগলাস এই উক্তি যে কি করে করতে পারেন তা কল্পনাতীত, মিসেস ওয়াইলডের কাছে এবং চোখে ডাগলাস পুং-সতীন মাত্র। ডিভোর্স কেসের 'অপরা রমণী'র মতই সমান ভূমিকা ডাগলাসের।

যাই হোক, এখন কনষ্টানসের মৃত্যুর পর সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটল। এখন ওয়াইলডের কি হবে? যতদিন কনষ্টানস বেঁচে ছিলেন ততদিন আশা করা গিয়েছিল ঘর সংসার আবার বাঁধা যাবে। কিন্তু এখন আর ঘর কোথায়, কোথায় ঘরণী? তাহলে নোঙরছেঁড়ানৌকার মত অসকারের কি হবে? অসকারও অদৃষ্টবাদী হয়ে ভাবেন অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি?

রোবি রস সমস্যা বিষয়ে চিন্তা করে জানতে চাইলেন যে অসকার কি আবার বিবাহ করবেন? অসকারের চরিত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও রোবি রস যে কি করে এ কথা চিন্তা করতে পারেন তা কৌতুককর মনে হয়। ঘর সংসারের সুখ সুবিধা লাভের জন্য অসকারের পক্ষে আবার বিবাহ করা সম্ভবপর নয়।

ওয়াইলড ঠিক বুঝেছিলেন, ঘরের মঙ্গল দীপালোক আর তাঁর

জন্য নয়, হোটেল, হোটেলের পর হোটেলই এখন তাঁর একমাত্র ঘর বাড়ি। ইতালীও ফ্রান্সের সর্বত্র লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালেন অসকার। যেন এক নোঙরহীন নৌকা!

রোবী রস বন্ধুর জন্য যা করা প্রয়োজন তা করেছেন। অসকারের কষ্টলাঘবের জন্য এত আন্তরিকতার সঙ্গে আর কেউ এগিয়ে আসেন নি। কিন্তু সুইনবার্ণের জন্য ওয়াটস ডানটন যা করেছিল ততখানি করার সামর্থ্য রোবীর ছিলনা। ওয়াইলডের কাছে ছন্নছাড়া বুলভার্দের পথে পথে ঘোরাটাই অনেক কাম্য হল, সুইনবার্ণ কিন্তু পাইন ছায়ায় শান্তি পেয়েছিলেন।

নেপলসের পরীক্ষামূলক অবস্থান ব্যবস্থা অচল হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত রোবি রস সখা, শিষ্য ও সচিব হিসাবে অসকারকে সহায়তা করেছেন। তিনি তখন অসকারের অভিভাবকও বটে। রসকে বিশ্বাস করে সব কথা বলতেন অসকার, কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকত না। এমনকি রস ইংলণ্ডের প্রখ্যাত দরজী '*Dore*'-এর কাছ থেকে তৈরী একটা নতুন স্যুটও পাঠিয়েছেন, ব্লু রঙের পোযাক অসকার পছন্দ করতেন। অর্থের প্রয়োজনে প্রায়ই টেলিগ্রাম পাঠাতেন রসকে। বল্‌তেন হয়ত তোমাকে রোজই একটি করে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। কোনো কিছু গোলমাল হলে রসই চ্যানেল অতিক্রম করে ছুটে এসেছেন হাঙ্গাম মেটাতে। লণ্ডনের যা কিছু সাহিত্যিক সংবাদ সব রসই সংগ্রহ করে অসকারকে পাঠাতেন। যখন অসকারের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে এল তখন রস ছিল দক্ষিণ ইতালীয় প্রান্তে। অসকারের মনে প্রবোধ দিয়ে রস তাঁকে সে যাত্রা ঠাণ্ডা করলেন। অসকার নেশার জন্য 'আফসিনথ' (সিদ্ধিজাতীয় উগ্র সুরাসার) পান করতে সুরু করলেন, শারিরীক গড়ন বেশ শক্ত থাকায় তিনি কোনো রকম বাহ্যিক বিকৃতি প্রকাশ না করেও অনেকখানি আফসিন্‌থ পান করতে পারতেন। রোবী রস স্পষ্টাস্পষ্টি অনেক কথা বলে অসকারকে সতর্ক করে দিয়েছিল, ফলে অসকার

আতংকিত হয়ে একটু সামলে নেন আপনাকে। রোবীর এই উপদেশ এবং সংশোধনী বক্তৃতা অসকারের ভালোই লাগত—'liked being ordered about by pepole he knew were fond of him."

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার বার্ষিকী-দিবসে রোবী রস অসকারকে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে সাহিত্য সমাজে অসকার কি কি সুযোগ অপচয় করেছেন তা বলে গেলেন। অসকার সাময়িক ভাবে এই উপদেশে উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন। অলসতার অপবাদ তিনি কাটাবার চেষ্টা করলেন, তিনি বন্দীশালায় পাঁচালী বা ব্যালাডের কথা বল্‌লেন। তিনি আরো অনেক কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি যে তিনি পালন করতে পারবেন না তা জানতেন। কারাগারের জীবন তাঁর সৃজনশীল শক্তি অপহরণ করেছে, এই বলে তিনি খেদ প্রকাশ করলেন। এই উক্তি কিন্তু একটা অজুহাত মাত্র, কারণ অসকারের এইকালে লিখিত পত্রাবলী কিংবা আলাপচার তাঁর আগেকার রচনার মত তীক্ষ্ণ এবং সরস।

নতুন লেখার জন্য ক্লেশ ও পরিশ্রমের প্রেরণার জন্য অসকারের প্রয়োজন ছিল বন্ধুজনের উৎসাহ এবং যশের খোঁচা। কিন্তু এ দুটি জিনিষই তিনি এইকালে পান নি, এবং লেখক হিসাবে এই অবস্থা অসকার ওয়াইলডের জীবনে মারাত্মক জটিলতা এনে দিল।

সৃজনীশীল শক্তি অসকারের জীবনে শেষদিন পর্যন্ত অন্তর্নিহিত হয়নি, কিন্তু অভাব ঘটেছিল সেই বস্তুর, যা প্রেরণার দ্বারা তাঁর অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তোলে। ভোজন টেবলে বসে যে সব কথা এই প্রতিভাধর ব্যক্তির মুখ থেকে উদ্‌গত হত, তা কাগজে কলমে লিখে প্রকাশ করার উৎসাহ ছিল না। উদ্দাম কল্পনার যে জাল রচনা করতেন অসকার, অপরে তার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, পরিপূর্ণ ফসল তাঁরাই ভোগ করেছেন।

রোবির তাগিদে অসকার তাঁর নাটকাবলীকে প্রকাশের উপযোগী

করে তৈরী করতেন, মূল পাণ্ডুলিপি সযত্নে পরিমার্জন করতেন, রোবীকে বলতেন ব্যাকরণটা দেখে দিও। "দি ইমপর্টান্স অব বিং আর্নেষ্ট" নামক বিখ্যাত নাটকটি রোবি রসের নামে উৎসর্গ করলেন অসকার। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটকটি পরিমার্জনের কাজে হাত দেন অসকার, এই তাঁর সর্বশেষ সাহিত্যকর্ম।

সৃজনীমূলক সাহিত্য হয়ত এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের কালে তাঁকে মুক্তি এনে দিতে পারত, কিন্তু কোন রকম নিয়মানুবর্তী কাজে যুক্ত না থাকায় দিন অতিশয় একঘেয়ে ভাবে কাটতে থাকে, নির্জন অবসর তাঁর সহ্য হয় না, যখন কোনো সাহিত্য-সঙ্গী এসে দেখা করে তখন বেশ লাগে। প্যারিসের ভদ্রসমাজ থেকে অসকার পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, এমন কি সাহিত্যিক সমাজেও তাঁর স্থান ছিলনা, একজন প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক বলেছিলেন, '*Je ne fréquente pas les forcats*'। এই সব কারণে পথের পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলতেন আর আফসিনথের আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

অধিকাংশ অসকার জীবনী লেখক অসকার ওয়াইলডের জীবনের এই অন্তিম পর্যায় সম্পর্কে বিশেষ দুঃখকর বর্ণনা দান করেছেন। এই কাহিনীর পিছনে আছে সুগভীর ট্রাজেডি, অর্থাভাব এবং দুর্দশা।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শীতকালে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের অতিথি হিসাবে ক্যানের কাছে দক্ষিণে ফ্রেঞ্চ রিভিয়ারায় গেলেন, চমৎকার জায়গা। কয়েকটি কুটির, দু চার খানি বাগিচা, একটিমাত্র হোটেল। এখানেই একা একা ক্রীস্‌মাস ডে যাপন করলেন অসকার, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস রহস্যজনক কারণে অনুপস্থিত। হ্যারলড মেলর নামে একজন চমৎকার তরুণ গলফ খেলতে এসেছিলেন, তার সঙ্গে পরিচয় হল। নর্থ-ইংলণ্ডের একজন ব্যবসায়ীর পুত্র এই মেলর বেশ অবস্থাপন্ন, গ্লানডে ওদের নিজের এক বাড়ি ছিল। অসকারের ব্যক্তিত্বে মেলর মোহিত হলেন। ন্যাপুলে ক'টা দিন বেশ কাটল কিন্তু একদিন হঠাৎ জর্জ

আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে দেখা, সে সাইকেল করে যাচ্ছিল, অসকারকে দেখে একটিও কথা বল্‌লনা, অসকার ব্যথিত হলেন। অতীতের আর এক স্পর্শ পেলেন, সারা বার্ণহার্ডের 'লা টসকা' দেখলেন একদিন। গভীর ভাবাবেগের মধ্যে তুজনের মিলন হল।

কয়েকবার নীসে গেলেন অসকার—চারদিকে আনন্দ গান, তারপরে ক্যানে শহরে গেলেন। ব্যাটাইল দ্য ফ্লুয়ের দেখে এলেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অসকার সুইজারল্যাণ্ডের গ্লানডে হ্যারলড মেলরের অতিথি হিসাবে বাস করতে গেলেন। কিন্তু গৃহস্বামী মেলর এবং ন্যাপুলের মেলর যেন তুই ভিন্ন প্রানী। লোকটা ঘোরতর অসামাজিক, অসভ্য এবং সহচর হিসাবে একেবারে অসহনীয়। অসকার পালাতে পারলেই বাঁচেন, কোনোদিন কাউকে এভাবে অপছন্দ করেন নি। এপ্রিল মাসে গ্লানড ছেড়ে চলে এলেন। আসার সময় অবশ্য মেলর প্রভূত ক্রুটী স্বীকার করে মার্জনা ভিক্ষা করলেন। আসল ব্যাপার যে মেলর লোকটি স্নায়বিক দৌর্বল্যের রোগী। পরিশেষ, হাতের শিরা কেটে রোমানদের মত স্নানকক্ষে মৃত্যু হয় মেলরের।

দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণকালে অসকার জেনোয়ায় স্ত্রীর সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতিতর্পণের জন্য গেলেন—শ্বেতপাথরের ক্রশচিহ্নের কাছে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন অসকার, সেখানে শুধু লেখা আছে "কনসটানস্ মেরী, হ্যারলড্ লয়েড, কিউ, সির কন্যা" স্বামীর কোন পরিচয় নেই, উল্লেখ নেই। শোকে মুহ্যমান হলেন অসকার। সমাধিস্থলের ওপর লাল গোলাপের কার্পেটে বিছিয়ে দিলেন। তারপর অনুশোচনা, শোক ও তুঃখের প্রবল আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অসকার।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এক ভায়ের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এল একটি তারবার্তা, এই ভাইটির সঙ্গে ইদানীং সদ্ভাব ছিল না। অসকারের এই ভাই উইলি অতিমাত্রায় মদ্যপান করেই অকালে মারা যান। একজন মার্কিন মহিলা মিসেস ফ্রাঙ্ক লেস্‌লীকে তিনি

বিবাহ করেন, এই মহিলাটি যখন বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণা করেন, তখন সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের ডেকে বলেন—যে এই স্বামী—"is of no use to me by day or by night." ইংলণ্ডে ফিরে উইলি ওয়াইলড দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, এই বিবাহ সুখের হলেও তাঁর চিত্তে আর আনন্দ ছিল না, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। বড় ভাই অসকারের মতই ভাগ্যহীন এই উইলি ওয়াইলড।

অসকার ভ্রাতৃবিয়োগে বেশ কাতর হয়ে পড়লেন। এই সময় অসকারের সঙ্গে লরেন্স হাউসম্যানের সঙ্গে দেখা হয়, কবি হাউসম্যান অসকারের সেই সময়কার মানসিক বৈকল্যের কথা লিখেছেন ঘটনার চব্বিশ বছর পরে "*Echo de Paris*" গ্রন্থে ঃ

"The impression left on me that Oscar Wilde incomparably the most accomplished talker I had ever met. The smooth-flowing utterence, the sedate and self-possessed, oracular in tone, whimsical in substance carried on without halt or hesitation or change of word, with the quiet rest of a man perfect at the game and conscious that for the moment, at least, he was back in the old form again····what I admired must was the quiet, uncomplaining courage with which he accepted an ostracism against which in his lifetime there could be no appeal,"

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ক্রীসমাস অসকারের জীবনের সর্বশেষ ক্রীসমাস। এই উৎসব প্যারিসে কাটল, দারুণ শীত এবং ভ্যাপসা আবহাওয়া। অসকারের শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে, মনে মনে আশংকা হয়ত তাঁর দেহে বিষক্রিয়া সুরু হয়েছে। স্পেশালিষ্ট দেখে বললেন এ বোধ হয় নিউরাস্থানিয়া, একালের ডাক্তাররা হলে হয়ত বলতেন এলার্জি।

রবার্ট সেরার্ড প্যারিসে ছিলেন, ষোলো বছর আগে যেমন দুই

বন্ধুতে মেলামেশা করতেন সেভাবেই বেড়ালেন ক'দিন, কিন্তু পুরাণো আমেজ ফিরে এল না। রবার্ট অতীতের কাণ্ড নিয়ে মনে মনে একটা অভিমান পোষণ করছিলেন। রবার্ট সেরার্ডের আকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছিল, অসকারের কাছে নাকি শারিরীক আকৃতি একটা আকর্ষণীয় বস্তু ছিল, কারণ ডাগলাস লিখছেন যে তাঁর দৈহিক আকৃতির পরিবর্তনের ফলেই অসকারের প্রীতির মাত্রাও হ্রাস পায়।

মাঝে মাঝে ডাগলাসের সঙ্গেও দেখা হত, তিনি এখন প্যারিসে, কুইনসবেরীর মৃত্যু হয়েছে, পৈতৃক অর্থ পনের হাজার পাউণ্ড পেয়েছেন ডাগলাস। এ টাকা তাঁর হিসাবে 'a modest amount of money,"

অসকারের এখন অর্থাভাব। এদিকে সেদিকে অর্থের আবেদন জানান। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল টাকা দেবে, পুরাতন ত্রুটী ক্ষমা করেছিলেন অসকার। মাঝে মাঝে অসকারের দেখাশোনাও করেছেন। ফ্রঙ্কি হ্যারিস জীবনীকার হিসাবে অসাধু, তিনি অসকারের জীবনীকে চটুল করার জন্য অনেক মিথ্যা, কল্পিত ও অতিরঞ্জিত কথা লিখেছেন, বিশেষতঃ অসকারের এই নির্বাসন-পর্ব প্রসঙ্গে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে অসকার আবার দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণে বেরোলেন। হ্যারলড মেলর কি ভেবে পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করলেন, এই অর্থ ইতালী ভ্রমণের ব্যয় বাবদ দেওয়া হেয়েছিল। অসকার ভাবলেন রোমে যাওয়া থাক, সেখানে তখন রস এবং তাঁর জননী রয়েছেন। তাঁর এই ভ্রমণ সকলের নজর এড়ালো না, স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে অসকার ওয়াইলডের আগমন সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সেবাসটিয়ান মেলমথ এই নামটি ব্যবহার করা থেকে মুক্তি পেলেন।

পুণ্য-সপ্তাহের বৃহস্পতিবার তিনি রোমে পৌছেছিলেন, এক মাস সেই অঞ্চলে বাস করে অশেষ তৃপ্তিলাভ করেন অসকার, তিনি

বলতেন 'only city of the soul'—তিনি পোপের সান্নিধ্যে হাজির হয়েছিলেন সাতবার এবং আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। শারিরীক ক্লেশ অনেকখানি হ্রাস হওয়ায় অসকার মনে করেছিলেন পোপের করুণায় তা সম্ভব হয়েছে।

এই অভিজ্ঞতার ফলে আবার লেখার প্রেরণা মনে জাগল। রসের সঙ্গে রোমে দেখা হল। রস দেখলেন অসকারের মন মেজাজ অনেকটা ভালো। শরীরের দিক থেকেও একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। অসকার রসকে অনুরোধ করলেন একজন যাজকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও, আমি চার্চ প্রবেশাধিকার চাই। কিন্তু কিছুই হল না; রোবী রস এই আগ্রহটুকু খাঁটি কিনা বুঝতে পারেন নি। পরে এই নিয়ে রস আক্ষেপ করেছেন।

রোমের উত্তপ্ত আকাশের প্রখর তপন তাপ যখন অসহ্য হয়ে এল তখন উত্তর দিকে বললেন অসকার। মেলরের মোটর তৈরী ছিল—মেলর তাঁকে শেষবারের মত প্যারিসে পৌঁছে দিলেন। স্মৃতির সৌরভ আর কয়েকটি স্বহস্তে তোলা ফটোগ্রাফ নিয়ে ফিরলেন অসকার। ইদানীং ক্যামেরায় তাঁর আগ্রহ হয়েছিল।

জীবনের এই শেষ বসন্তে ফটোগ্রাফ আর স্মৃতির পসরাই ছিল অশান্ত জীবনের সান্ত্বনা। এতদিনে তিনি জীবনের রুক্ষ কঠোর হাতে আপনাকে সমর্পণ করেছেন। অপরের ভাষায়—'the leavings of a life.'। এতদিনে তিনি নিছক ভাগ্যবিশ্বাসী মানুষে রূপান্তরিত, দূর থেকে বসে নিরপেক্ষ দর্শকের মত নিজের জীবনটা দেখার চেষ্টা করেন অসকার। নিজের চরিত্রের ঐ প্রচণ্ড দাবীর কাছে নতি স্বীকার করলেন অসকার। আত্মার অধিনায়কত্বের ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, নোঙরহীন নৌকার মত জীবনতরণী উত্তাল তরঙ্গময় সংসার-সমুদ্রে ভেসে চল্‌ল।

উনিশ

যবনিকা পতন

জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকা পতনের সময় ক্রমে আসন্ন হয়ে এল। বন্ধুজনের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে এল। সম্ভ্রান্ত পরিবেশ সরে যায়, তিনি একজন অনুযোগী বন্ধুকে বললেন—"I must make my society of thieves and assasins now," অসকারের দাবীর চাপে মিত্রদের মহানুভবতার উৎস ক্রমে শুখিয়ে এল। উইলিয়ম রোথেনষ্টাইন অসকারের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে প্যারিস যাত্রা করবেন স্থির করেও তা বাতিল করলেন। তাঁর আশংকা হল হয়ত টাকাকড়ি চেয়ে বসবে।

ওয়াইলডের এই দুর্গতি কিন্তু খানিকটা স্বকৃত উচ্ছৃঙ্খলতার ফল বলা যায়। বন্ধুরা দরাজ হাতে সাহায্য করেছেন। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস ও হ্যারলড মেলর টাকা দিয়েছেন। রসের হিসাবে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীর ট্রাষ্টিদের কাছ থেকে দেড় শ পাউণ্ড, কুইনসবেরী পরিবার থেকে তিনশো পাউণ্ড এবং একজন থিয়েটর ম্যানেজারের কাছ থেকে তিনি একশো পাউণ্ড পেয়েছেন। জর্জ আলেকজান্দার আগেকার রূঢ় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কিছু সাহায্য পাঠিয়েছিলেন, একদিন পথে নেমে কথাও বলেছিলেন। বীরবোহম ট্রী কায়দা করে যেন নাটকের বাবদ অগ্রিম সম্মান মূল্য দিচ্ছেন এই অজুহাতে কিছু টাকা পাঠালেন, লিখলেন ঃ

"I am indeed glad, and we shall all be, to know that you are determined to resume your dramatic work, for no one did such distinguished work as you."

আলফ্রেড ডাগলাস অসকারের জীবনের শেষ বছরে এক হাজার পাউণ্ড সাহায্য করেছেন বুক ফুলিয়ে একথা বলেছেন। ফেব্রুয়ারী

থেকে সেপ্টেম্বর ১৯০০-র মধ্যে মঁসিয়ে মেলমথের নামে মোট ৩৩২ পাউণ্ডের চেক এসেছে। এসব ছাড়া অনেক নগদ টাকাও এসেছে মাঝে মাঝে।

এই সময় ওয়াইলডের চরিত্রে আর এক নতুন ধরণের ফন্দির উদ্ভব হয়েছিল। তিনি হ্যারিসকে বলতেন ডাগলাস বড় খারাপ ব্যবহার করছে। আর ডাগলাসকে বলতেন হ্যারিসের বিরুদ্ধে। ত্বজনেরই কাছে সাহায্য চাওয়া হত এবং রোবী রসের নোঙরা ব্যবহারের বিষয় অনুযোগ করা হত। এ ছাড়া একটি নাটকের সীনারিও রচনা অর্থাগমের আর এক পথ উন্মুক্ত করেছিল। বহু হিতৈষীর কাছে ঐ একই সীনারিও দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই এই সীনারিও কোনোদিন লিখিত হবে না জেনেও আগাম হিসাবে কিছু কিছু অর্থ দিয়েছেন। এ সমস্ত সাহায্যই ওয়াইলডের তথাকথিত দারিদ্র্যজনিত ত্বৰ্গতি নিবারণের উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছিল।

অথচ এই পরিমাণ সম্পদ হাতে থাকা সত্ত্বেও প্যারিস ও আলসাসের হোটেলের পাওনা তিনি দিতে পারেন নি। আলসাসের সহৃদয় হোটেল-মালিক দেড়শ পাউণ্ড বাকী রেখেছিলেন, হোটেল-মালিকদের পক্ষে এ এক ব্যতিক্রম। শেষ জীবনের এই ত্বর্দশার ফলেই তাঁর অবস্থা সম্পর্কে নানা রকমের কাহিনী পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও যেমন অসকারের শেষ জীবন নিয়ে উদ্দাম কল্পনার সহায়তা গ্রহণ করেছেন তেমনই এডওয়ার্ড কারসনের মত পরম শত্রুও কাহিনী ফেঁদেছেন অসকারের দারিদ্র্য এবং ত্বর্দশা সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী রচনা করে। তাঁদের উক্তি যে মিথ্যা তা ধরা পড়ে গেছে নানা দিক থেকে, যেমন হ্যারিস তাঁর অসকার চরিত্রে আলেকজান্দার পর্বের উল্লেখ করেছেন এমনভাবে যে যেন তিনি সেইদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং অসকার স্বয়ং তাঁর কাছে এসে উত্তেজিত বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে, হ্যারিস

সেইকালে সে অঞ্চলে ছিলেন না, তার অন্ততঃ পনের দিন পরে তিনি সেখানে এসেছেন। কারসনও অসকার সম্পর্কে অনেক মিথ্যা উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, রঙকরা মুখ নিয়ে অসকার থানায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। একথা মিথ্যা, কারণ অসকারের সঙ্গে যাঁদের নিত্য যোগাযোগ ছিল তাঁরা বলেছেন, একমাত্র আমেরিকায় সফরকালে অসকার মুখে 'পেন্ট' মেখেছিলেন। আর কখনও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। ডাগলাস আবার সবাইকে অতিক্রম করে গেছেন, 'অসকার ওয়াইলড অ্যাণ্ড মাইসেলফ' নামক গ্রন্থে, এই তিনশো পাতার মিথ্যার পসরা প্রকাশ করেন জন ল্যাং নামক ইংলণ্ডের এক প্রকাশক।

শুধু দারিদ্র্য নয়, যে দুর্দশাময় জীবনের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন অসকার, তা প্রকৃতপক্ষে গ্লানিকর। কোনো বন্ধু নেই, সবাই ত্যাগ করেছে, সেই ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গ পরিবেশে একমাত্র বন্ধু আফসিন্থে, হতাশায় পরম প্রশান্তি।

চ্যাটারটন, পো, বদ্‌লেয়র প্রভৃতি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এই অ্যাফসিন্থের নেশা অসকারকে পেয়ে বসেছিল, দ্য নার্ভালকে এক পতিতালয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। সেরার্ড অসকারের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বিশেষ ব্যথিত হলেন। এই সময়কার অবস্থা একজন বর্ণনা করেছেন ঃ

"একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি আঁরির বারে মদ্যপান করতে এলেন। দোরগোড়া থেকে ওঁকে তাড়িয়ে দিল। আমরা দেখলাম চ্যাথাম বারের দিকে উনি এগিয়ে গেলেন, সেখানেও অপমানসূচক ভঙ্গীতে বিতাড়িত হলেন, তাঁর দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে, অন্ধকার রাত্রে তিনি পথে চলেছেন, তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছে। অবশেষে একটা ছোট কাফেতে জায়গা পাওয়া গেল। একটি কোণে তিনি তাঁর স্থূল শরীরটি কোনোক্রমে একটি চেয়ারে রেখে বসলেন, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম মদ্যপানে মেতে রইলেন। প্যারিসে অসকারের কোনো

আকর্ষণ নেই, আশ্রয় নেই, আছে শুধু এই জাতীয় নোঙরা, ক্ষুদে ছোটোখাটো কাফে বা সরাইখানা, সেইখানেই অপরিচিত পরিবেশে বিস্মৃতিদায়িনী সুরার উষ্ণ আলিঙ্গনে তিনি ডুবে থাকতেন।"

সেরার্ড একদিন ঘটনাচক্রে ওয়াইলডকে দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর প্রবল বাসনা হল অসকারকে পুনরুজ্জীবিত করা, তিনি অকথ্য-ভাষায় অসকারের বন্ধুজনের উদ্দেশ্যে গালাগাল দিলেন। ওয়াইলড কঠোরভাবে বাধা দিলেন। বেশ উত্তেজিত অবস্থায় দুই বন্ধু বিদায় নিলেন। সেরার্ড কিন্তু পরে ভাবলেন তাঁর কর্তব্য পালন করতেই হবে, তিনি ওয়াইলডকে অনুসরণ করে আবার ধরে ফেললেন। ফলে, আবার বিস্ফোরণ, আবার বিচ্ছেদ! সেই সন্ধ্যায় তৃতীয়বার চেষ্টা করে আবার অসকারের কাছে সেরার্ড গেলেন। ওয়াইলড তাঁকে একগুঁয়ে বললেন, বললেন কেবল আত্মসুখই তোমার লক্ষ্য। সেরার্ড আর থাকতে পারলেন না, বললেন—"রিডিং আর ওয়াণ্ডসার্থ জেলের তীর্থযাত্রা কি প্রীতিপদ হয়েছিল?"

উত্তরে ওয়াইলড হতাশায় ভেঙে বললেন পড়ে—"হায় ভগবান! সেরার্ড আমার কাছে এই কারাবাস প্রীতিপদ হয়েছিল বলে তুমি মনে করো?"

এর কোনো জবাব নেই। সেরার্ড বন্ধুর চরিত্র সংশোধনের সকল প্রচেষ্টা ত্যাগ করলেন।

সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লরেন্স হাউসমান, রবার্ট রস, এবং হেনরী ডাভরে ও অন্য একজন বন্ধু একত্রে ডিনার খেলেন। সেই সন্ধ্যার কথাই চব্বিশ বছর পরে লরেন্স হাউসম্যান তাঁর *Echo de Paris* গ্রন্থে লিখেছেন এ কথা বলেছি। সমালোচকদের মতে, হাউসম্যান যদিও বলেছেন সব কথা ওয়াইলড মুখনিঃসৃত, তা হয়ত সম্ভব নয়, তবু কথাগুলি ওয়াইলডের কাছাকাছি। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত কথাগুলি স্বয়ং ওয়াইলডেরই কথা বলে মনে হয়ঃ

"As I sit here and look back, I realise that I have

lived the complete life necessary to the artist; I have had great success, I have had great failure. I have learned the value of each; and I know now that failure means more—always must mean more than success. Why, then, should I complain? I do not mean that a certain infirmity of the flesh, or weakness of the will, would not make me prefer that this should have happened to one of my friends on to one of you—rather than to myself; but admitting that, I still recognise that I have only at least come to the complete life which every artist must experience in order to join beauty to truth."

সেরার্ড এক সেপ্টেম্বর'দিনে হোটেল দ্য আলসাঁসে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ওয়াইলডের অপরিচ্ছন্ন কামরাটি লক্ষ্য করলেন সেরার্ড। ছোট্ট শয়নকক্ষ, দোতালায়, সামনেই উঠান, বিছানাটি ছোট্ট, অসকারের দৈর্ঘের চেয়ে বেশ কয়েক ইঞ্চি কম। ঘরে একটা নড়বড়ে টেবল, একটা তুলো বের করা সোফা, কয়েকটা বুক সেলফ। একটা পারা উঠে যাওয়া সুপ্রাচীন আয়না, আর একটা ঘড়ি এই হল আসবাবপত্র।

টেবলের ওর একগুচ্ছ কাগজ লক্ষ্য করে সেরার্ড বললেন—তাহলে আবার লেখাপড়া কাজ সুরু করেছ?

—কিছু ত করতেই হবে। এখন আর তেমন ভালো লাগে না। এখন সমস্ত ব্যাপারটি আমার পক্ষে এক কৃচ্ছ্রসাধন। যেন যন্ত্রণা ভোগ,—তবে কোনো রকম দুএকটি ঘণ্টা কেটে যায়।

এই সময় দু চার ফ্রাঁর বিনিময়ে অসকার খুচরো কিছু কিছু লিখতেন। সেরার্ড উঠে দাঁড়ালেন। অসকার বললেন—আর একবার এসে দেখা করে যেও, অবশ্য এই পরিবেশে কাউকে আসতেও বলি না তেমন!

সেরার্ড বিনীত-ভঙ্গীতে বললেন···আরে তাতে কি

হয়েছে। আমি ওসব তেমন লক্ষ্যই করিনি। পশ্চাদপটের কি প্রয়োজন ?

অসকার বললেন—সুরা যদি ঠিক থাকে তাহলে আর পান-পাত্রটা কে আর নজর করে ?

সেরার্ডের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি নোঙরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। অসকারের মুখে এই কথা কটিই তিনি শেষবারের মত শুনেছিলেন আঠারো বছরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের এই অন্তিম মুহূর্ত।

জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে পৌঁছে আরেকটি বন্ধু পেয়েছিলেন অসকার। তাঁর নাম লুই উইলকিনসন। এই উৎসাহী তরুণটি অসকারের লেখনী মিত্র বা পেন ফ্রেণ্ড হয়েই রয়ে গেলেন। দুজনে চাক্ষুষ দেখাশোনা হয়নি। চিঠিপত্রের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ প্রীতির বাঁধন গড়ে উঠেছিল। সাফোকের এক যাজকের পুত্র এই উইলকিনসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়াবার আগে উইলকিনসন তখন র‍্যাডলীর স্কুলের সমাপ্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, অর্থাৎ স্কুলের ছাত্র। ওয়াইলডকে একটি চিঠি লিখে ছেলেটি তাঁর অন্তর জয় করে নিল ! সে লিখেছিল

"I read your "Ballad of Reading Goal" and never been so deeply affected or fascinated by any other work of prose or verse before···I can not help but think very deeply of your cruel and unjust fate as I pass Reading on my way back to school here at Radley, and I trust you will not be iusulted by my earnest sympathy as well as deepest gratitude."

অনেকদিন এমন শান্তি পান নি অসকার, এই চিঠিখানি তাঁর মন ভরিয়ে তোলে। অনেক বছর একঘরে অছুতের মত দিন কাটানোর পর এ যেন স্বর্গ থেকে প্রেরিত ঈশ্বরের প্রসন্ন আশীর্বাদ। তিনি

উইলকিনসনকে তার ফটোসহ আর একখানি চিঠি লিখতে বললেন—তারপর তিনি তাকে একখণ্ড "দি ইমপর্টানস্ অব বিং আর্নেষ্ট" উপহার পাঠালেন।

উইলকিনসনের ছবি পেয়ে অভিভূত হলেন অসকার। কারণ এই ছবি অতীতের সুখস্মৃতি মনে জাগিয়ে তোলে, আকৃতিতে অসকারের তরুণ বয়সের অনেকখানি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উইলকিনসন পরবর্তী জীবনে লুই মারলো এই ছদ্মনামে কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু তখন তিনি কবিতা মক্স করতেন। অসকারকে একটি কবিতা ডাকে পাঠিয়েছিলেন উইলকিনসন, তিনি সেই কবিতাটি পড়ে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। গ্রীষ্মকালে উইলকিনসন জানালো যে শীঘ্রই সে কনটিনেণ্টে বেড়াতে বেরোবে, তখন আলসাঁসে এসে অসকারের সঙ্গে দেখা করবে।

অসকার এই নোঙরা পরিবেশে দেখা করতে রাজী ন'ন। উৎসাহী তরুণের মনে কোনো রূঢ় আঘাত দানে তিনি প্রস্তুত ন'ন, তিনি লুই উইলকিনসনের চোখে দেখেছিলেন নিজের প্রতিমূর্তি, যেমন নার্সিসাস দেখেছিলেন আপন প্রতিবিম্বে। তিনি বলেছেন—"I loved Narcissus, whispered the pool, because as he lay on my banks and looked down at me, in the mirror of his eyes I saw ever my own beauty mirrored." লুই উইলকিনসনের চোখে সেই নার্সিসাসের ছায়া।

পরে যখন উইলকিনসন চ্যানেল অতিক্রম করে এপারে এল, একেবারে দী য়ে পের কাছে, তখন আর অসকার সাক্ষাৎকারের লোভ সংবরণ করতে পারেন না। জীবনের আর কি সম্পদ আছে। এই সময় এমন এক তরুণ বন্ধুর সান্নিধ্য অনেক কাম্য, অনেক ঐশ্বর্যের মতই মূল্যবান। তাঁর স্নেহ ও সান্নিধ্যে অনেক তরুণতম ব্যক্তি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, এক একজন যেন এক একটি বিশিষ্ট পথচিহ্ন—যেমন রবার্ট সেরার্ড, রোবী রস, আলফ্রেড ডাগলাস, কিন্তু এই সব

পথচিহ্ন ভ্রাম্যমান পথিকের সঙ্গে সমান তালে চলে না, তাদের অতিক্রম করে পথিককে অগ্রসর হতে হয়। লুই উইলকিনসনের এভাবে এই সময়ে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করলেন অসকার, তাকে তাই আসার অনুমতি দেওয়া হল।

তারপর সব যখন ঠিকঠাক, তখন একটি তারবার্তায় সেই ব্যবস্থা বাতিল করা হল। অসকার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমন্ত্রণ রদ করা ছাড়া আর উপায় কি! এরপর যে চিঠি উইলকিনসন পেলেন সেই চিঠিতে এল অসকারের মৃত্যু সংবাদ, আর তার প্রেরিত সেই ফটোগ্রাফ। চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন রবার্ট রস।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে শরৎকালের ঠিক গোড়ায় অসকার ওয়াইলড মাথার যন্ত্রণায় ভীষণ কাতর হয়ে পড়লেন। নিদারুণ যন্ত্রণায় তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। ক্রমশঃই সেই যন্ত্রণা বেড়ে চলে। আফসিনথে সেবনের ফলে যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। ডাক্তাররা দেখে বল্‌লেন—এখনই অপারেশন করা প্রয়োজন।

অথচ এই অস্ত্রোপচার অতি সূক্ষ্ম এবং ব্যয়বহুল। অসকার যখন খরচের কথা শুনলেন তখন সেই যন্ত্রণার ভেতর বলে উঠলেন—

"Ah! well then, I suppose I shall die as I have lived—beyond my means."

জঁা দ্যু পয়রীয়র ছিলেন হোটেল ডি আলসাঁসের মালিক। একদিন বাড়িওলা কর্তৃক গৃহচ্যুত অসকারকে দেখে দুঃখপরবশ হয়ে তিনি নিজেই সব ধার দেনা মিটিয়ে নিজের হোটেলেই অসকারের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সূত্রে দ্যু পয়রীয়র সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

যন্ত্রণাকাতর অসকারের শয্যাপার্শ্বে সর্বদা উপস্থিত থাকতেন দ্যু পয়রীয়র, অসকার বারবার মাথায় হাত দিয়ে যন্ত্রণা নিরোধের একটা নিস্ফল চেষ্টা করতে থাকেন, তাঁর মাথায় বরফ দেওয়া হল ঘন ঘন মরফিন ইনজেকসন দেওয়া হল। কানের ভেতরকার

একটি ফোড়া অপারেশন করে সাময়িক স্বস্তি পাওয়া গেল। এই সমস্ত ঘটনা ১০ই অকটোবর ঘটেছিল।"

হ্যু পয়রীয়র সমস্ত ওষুধপত্তর ডাক্তার খরচা নিজেই বহন করলেন। তাঁর হাত দিয়ে রোবীকে তার পাঠানো হল—"operated on yesterday, try to come over soon !"

রোবীর প্যারিসে আসার কথা ছিল পরের সপ্তাহে, তিনি সে ব্যবস্থা রদ করে ১৫ই অকটোবর প্যারিসে চলে এলেন। তখন ওয়াইলডের অবস্থা অনেকটা ভালো। সমস্ত দিন ধরে অনেক রকম বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, মেজাজটাও বেশ চমৎকার ছিল সেদিন।

রোবী লক্ষ্য করলেন, অসকারকে দেখা শোনা করার লোকের অভাব নেই, একজন স্পেশ্যাল নার্স আছে। কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আসে। ডাক্তাররা যেমনটি বলেন, সেইমত সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম হ্যুপয়রীর নিজেই পকেট থেকে দিয়ে দেন। সমস্ত অসুখের কালটিতে যতদিন পর্যন্ত ডাক্তারদের তরফে কোনো বাধা আসেনি—অসকার প্রতিদিন স্যাম্পেন পান করেছেন। তাঁকে যে ডাক্তার দেখতেন, তিনি এমব্যাসীর ডাক্তার, তাঁর নাম টাকার। প্যারিসের একজন খ্যাতনাম স্পেশালিষ্ট অপারেশন করেছিলেন, যখন রোগনির্ণয় করা হল যে মেনিনজাইটিস হয়েছে তখন আর একজন স্পেশালিষ্টকে ডাকা হল।

ভিনসেন্ট ও' সুলিভান তাঁর Aspects of Wilde নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে শেষজীবনে ওয়াইলড দুটি চরিত্রের কথা উল্লেখ করতে ভালবাসতেন এক নেপোলিয়ন আর যীশুখ্রীষ্ট। একজন শৃঙ্খলিত বীরপুরুষ, আর অপর জন ক্রুশবিদ্ধ দেবতা ; সাধারণ মানবের চোখে দুজনেই অসফল। অসকার বলতেন—"there is something vulgur in success, the greatest men fail—or seem to the world to have failed"

ও' সুলিভানের মতে নিদারুণ ক্লেশ অসকার হাসিমুখে সহ্য করেছেন, অন্যায় অবিচার তিনি বিনা অনুযোগে সহ্য করেছেন, তাঁকে লোক নিন্দা করেছে, ঘৃণা করেছে এবং মানুষ হিসাবে বাতিল করে দিয়েছে। সমাজ তাঁকে আশ্রয়চ্যুত করেছে, প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে তাঁর কারাজীবনে। নিজের জীবনের ক্লেশকে নেপোলিয়ন ও যীশুর সঙ্গে সমতুল মনে করেছেন ওয়াইলড। ও' সুলিভান বলেছেন ঃ

"If terrible sufferings courageously borne, and enduring of dire injustice and reviling without complaint, be matter of saintliness, then Wilde was a Saint."

অসকার ইংরাজ ও ফরাসীদের ভালোবাসতেন, কিন্তু এই ইংরাজ এবং ফরাসী সমাজ তাঁকে চূড়ান্ত নির্যাতন করেছে। যে কোনো ইংরাজের মুখের একটি মাত্র কথায় পানশালার পরিচারক তাঁকে মদ্য সরবরাহ করতে বিরত হয়েছে, হোটেল পরিচালক তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে, নাপিত দাড়ি কামাতে অস্বীকার করেছে। অসকারকে পথ দিয়ে যেতে দেখলে বাপ-মা নিজেদের ছেলে-মেয়েকে সামলেছেন যেন পথে এক দানবের আবির্ভাব হয়েছে। যাঁরা এককালে অসকারকে ঘিরে অনেক আনন্দের আসর মাত করেছেন তাঁরা দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ফরাসীরা যখন তখন তাঁর সম্বন্ধে যা খুসী মন্তব্য প্রকাশ করেছে, অগ্রণী সাহিত্যিকরা তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন, দুঃসাহসী তরুণদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে সাহস করে এসে দেখা করে গেছেন। অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে নম্রভাবে অসকার এসব সহ্য করেছেন। যে ডাগলাসকে তাঁর সর্বনাশের মূল বলেছেন, যে তাকে দুঃসময়ে পরিত্যাগ করেছিল তাকেই আবার তিনি উদার আলিঙ্গণে গ্রহণ করেছেন, শেষ পর্যন্ত সকলের প্রতি বেশ মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন। ইংরাজের ওপর প্রতিশোধ পরায়ন হতে পারেননি। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে

সাউথ-আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের সময় আইরিশ ওয়াইলড ছিলেন পুরোপুরি ব্রিটিশ সমর্থক আর মার্কিন হুইস্‌লার বুয়রদের স্বপক্ষে।

রোবী রস প্যারিসে একমাস রইলেন। প্রত্যহ অসকারকে দেখাশোনা করেন। দ্যু পয়রীয়র নিয়মিত খানা-পিনা সরবরাহ করে যেতেন, তাঁর মহানুভবতার তুলনা নেই, কারণ, তিনি কোনোদিন রোবী রসের কাছে অসকারের দরুণ কি পরিমাণ পাওনা তা বলেন নি। ওয়াইলডের গায়ে চুলকানি জাতীয় গুটি বেরোল, তিনি বলতেন 'আমি বৃহৎ বাণরের মত গা চুলকাচ্ছি, তবে, রস, তাই বলে তুমি যেন আমাকে লাঞ্চের বদলে শুধু বাদাম খেতে দিওনা।'

২৯শে অক্টোবর, অপারেশনের পর এই প্রথম দুপুর বেলা উঠে পড়লেন অসকার, ডিনার শেষ করে 'কোয়ার্টার লাইন' নামক কাফেতে গেলেন রসের সঙ্গে। এখানে অ্যাফ্‌সিনথে পান করলেন। এর পরদিন দুজনে বই দ্যু বুলোঁয় গাড়ি চড়ে ভ্রমণে বেরোলেন, পথে প্রতিটি পানশালায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে মদ্যপান করলেন। রোবী রস বারণ করেছেন, মিনতি করেছেন, এভাবে আত্মহত্যা করবেন না। গম্ভীর গলায় অসকার বল্‌লেন "কি জন্যে বাঁচব বলতে পারো রোবী ?"

অসুখের বিষয়ে ডাক্তারদের মধ্যে রোগ নির্ণয় করার ব্যাপারে মতভেদ হল। রেজিন্যালড্‌ টার্নার এলেন দেখতে, একদিন অসকার বল্‌লেন : "কাল এক ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন দেখলাম যেন মৃত মানুষদের সঙ্গে ভোজসভায় বসেছি।"

টার্নার বল্‌লেন—"ভাই অসকার ! আমি মনে করি তুমি নিশ্চয়ই সেই ভোজ-সভার মধ্যমণি ছিলে, তুমিই তার প্রাণ।"

একথায় প্রীত হলেন অসকার, তৎক্ষণাৎ তাঁর মানসিক অবসাদ দূর হল এবং তিনি উপস্থিত আসর জমিয়ে তুললেন। তাঁর পাওনাদারদের সম্পর্কে তিনি চিন্তিত, বিশেষতঃ মঁাসিয়ে দ্যু পয়রীয়রের ঋণ কিভাবে শোধ হবে ?

মধ্য-নভেম্বরে একটা সাময়িক উন্নতি দেখা গেল। কারো কিন্তু মনে হয়নি যে অন্তিম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে অতি দ্রুতগতিতে। রোবী রস নীসে তাঁর মার কাছে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন। ঘর থেকে সকলকে বার করে দিয়ে অসকার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আর দেখা হবেনা। রোবী রস কিন্তু তা ভাবের আতিশয্য বলে মনে করলেন, পরে এই নিয়ে অনুতাপ করেছেন। কারো মনে হয়নি যে শেষের দিনটি আসন্ন। কি করেই বা মনে হবে! ডাক্তাররাই কিছু স্থির করতে পারেন নি। বারোই নভেম্বর তারিখে মাকে দেখার জন্য রোবী রস দক্ষিণাঞ্চলে যাওয়ার পর রেজী টার্নার রোগীর দেখাশোনা করতে থাকেন। অসকারকে নিয়ে তিনি বেড়াতে বেরোন, অসকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে হাস্যপরিহাস করেন। কিন্তু অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং বেশীক্ষণ ঘুমাতেন। তাঁর মনে মনে তখনও পরিকল্পনা রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলে নীসে রসের কাছে বেড়াতে যাবেন।

রবিবার ২৫শে নভেম্বর শরীরটা খারাপ মনে হল, মাথা ঘুরছে সকাল থেকেই। কানের সেই ফোঁড়াটার জন্য মস্তিষ্ক স্ফীত হয়েছিল। সারাদিন বিছানায় পড়ে রইলেন, রাতে মাথাটা হালকা হল। অবস্থার কিন্তু দ্রুত অবনতি ঘট্‌তে থাকে। রসকে তার পাঠানো হল ২৮শে নভেম্বর, "অসকারের অবস্থা প্রায় নিরাশাজনক—" তিনি তাড়াতাড়ি প্যারিসে ফিরে এলেন।

মৃত্যুর পূর্ব রজনীতে সন্তানদের কথা বার বার বলতে থাকেন অসকার, বললেন, জানো ভিভিয়ান যখন এগারো বছরের, একদিন সোফায় বসে আছে, আমি বললাম—কি করছ? বল্‌লে কি জানো? বলে—আমি এখন এখন একটু চিন্তা করছি, আমাকে বিরক্ত কেরোনা। বারবার ছোট ছেলের গলা অনুকরণ করে এই কথাই বলতে থাকেন অসকার!

রস এসে দেখলেন অবস্থা অতিশয় জটিল। হাত-পা অসাড়

হয়ে আসছে। বন্ধুর বাসনা ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চের আশ্রয় পাওয়ার। রস নিজে এ বিষয়ে লিখেছেন—'যখন আমি পুরোহিতের কাছে গিয়ে মৃত্যুশয্যায় আসার অনুরোধ জানিয়ে তাঁকে নিয়ে এলাম তখনও তাঁর চৈতন্য ছিল। তিনি পুরোহিতের প্রশ্নের জবাব দিলেন। এই যাজকের নাম ফাদার কুথবার্ট ডান। এই ঘটনাটি ঘটে মৃত্যুর আগের দিন সকালে, এবং তিনি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সচেতন ছিলেন, (এমনকি আমি যে তারবার্তা পেয়ে নীস থেকে এঁসেছি তাও বুঝতে পেরেছিলেন), অসকারকে অন্তিম আশীর্বাদ দান করা হল।"

৩০শে নভেম্বর অপরাহ্নে মৃত্যু পথযাত্রী অসকার পরিপূর্ণভাবে চেতনহীন হয়ে পড়লেন। দুটো বাজতে দশ মিনিটের সময় শেষ জীবনের হিতকামী সুহৃদ ফরাসী হোটেল মালিক জঁা দ্যু পয়রীয়রের বুকের মাঝে শেষ নিঃশ্বাস পড়ল এক দুর্দমনীয় বন্দী বিহঙ্গের। সে সময় রস বা টার্নার কেউই উপস্থিত ছিলেন না। দ্যু পয়রীয়র তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন, বড় কষ্ট তাই একটু স্বস্তিদানের চেষ্টা, এমন সময় সকল জ্বালার অবসান ঘটল। ডেথ সার্টিফিকেটে বলা হল—সেরিব্রাল মেনিনজাইটিস। সারারাত মৃতদেহ তত্ত্বাবধান করলেন সেই ইংরাজ পুরোহিত।

বন্ধুদের সংবাদ দেওয়া হল। স্কটল্যাণ্ডে আলফ্রেড ডাগলাসের কাছে খবর গেল। ঠিক সময়ে বোসী এসে হাজির। সঁা জারমেন দ্য প্রেসের চার্চের প্রাঙ্গনে শেষ উপাসনা হল। এই চার্চটির ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। ৩রা ডিসেম্বর আলসঁাসের সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে শেষবারের মত অসকারের দেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হল। আনা দ্য রেমো লক্ষ্য করেছিলেন তেরজন শবানুগামী মৃতদেহ অনুসরণ করেছিলেন, কয়েকটি ফুলের মালায় প্রেরকের নাম ছিল না, দ্যু পয়রীয়রের একটি মালা আর একটি সার্ভিস দ্য হোতেলে'র শ্রদ্ধাঞ্জলী। কোন রকম শোক সমারোহ নেই। চার্চের এক অজ্ঞাত

খিড়কির দরজা দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল। বিনা সঙ্গীতে মৃদু গলায় প্রার্থনা করা হল, তারপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল প্যারিসের সহরতলী ব্যাগানোর এক সমাধি ক্ষেত্রে। উপস্থিত রইলেন —আলফ্রেড ডাগলাস, রবার্ট রস, রেজী টার্নার, ড্যুপয়রীয়র আর কয়েকজন ফরাসী সাহিত্যিক। শেষকৃত্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করলেন আলফ্রেড ডাগলাস। হয়ত গরিমাহীন জীবনাবসান, কিন্তু কি এসে যায়। মৃত্যুর পরও যে কয়েকজন বন্ধু চোখের জল ফেলেছেন এই হয়ত যথেষ্ট।

ন'বছর ধরে ব্যাগানোর সমাধিক্ষেত্রে সামান্য নাম-ধাম তারিখ সহ একটি কবরে সাধারণভাবে শায়িত ছিল অসকারের মরদেহ। রোবী রসের তুলনা হয় না, রবার্ট সেরার্ড আলফ্রেড ডাগলাসের নিন্দা করেছেন, কিন্তু রোবী রস সম্পর্কে বলেছেন—'the most beautiful thing the history of noble friendship records'.—অবশ্য পরে অসকারের বন্ধুদের মধ্যে যে কলহের সূত্রপাত হয় তাতে সেরার্ড ডাগলাসের পক্ষ সমর্থন করেন।

জার্মানীতে ওয়াইলডের সাহিত্য-পুনরুজ্জীবিত হল, ফলে আর্থিক সুবিধা হল। ওয়াইলডের পাওনাদারদের কিছু কিছু দেনা শোধ হল, সামান্য বাকী রইল। এইবার রস অসকার ওয়াইলডের গ্রন্থাবলীর একটা প্রামান্য ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু সে দিকেও বিপদ কম নয়, বিভিন্ন ব্যক্তিকে সত্ব বিক্রয় করে গেছেন অসকার। রস দমবার পাত্র নয়, কপি রাইট আইনের সূত্র ভেদ করতে তিনি সকল সামর্থ্য নিয়োগ করলেন। ই, ভি, লুকাসকে দিয়ে সম্পাদনা করিয়ে অসকার রচিত কারাগারের সাহিত্য প্রকাশ করলেন, ডাগলাস প্রসঙ্গ আপাততঃ বাদ দিয়ে বাকী অংশ ছাপা হল। লুকাস এই কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নি। তিনি খেদ প্রকাশ করেছেন, অসকারকে জানার চেষ্টা করেন নি বলে। ১৯০৫-এর প্রথম দিকে 'মেথুয়েন' প্রকাশালয় "ডি প্রফুনডিস' প্রকাশ

করলেন। পাঠক যেভাবে তা গ্রহণ করলেন তা সংকলক ও প্রকাশক উভয়কেই পুলকিত করল। এমনকি রচনাবলীর প্রকৃত লেখক সম্পর্কে সন্দেহ করলেন অনেকে, অনেকের মনে আবার ওয়াইলডের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার ব্যাপার নিয়েও সন্দেহ ছিল। এ বিষয়ে প্রশ্ন করে প্রায় তিনশ চিঠি এসে পৌঁছেছিল রোনালড রসের কাছে। লোকে প্রশ্ন করে, জেলকয়েদীকে লিখতে অনুমতি দেওয়া হল কি করে? এই সন্দেহ নিরশন করা হল, 'ডেইলী হেরাল্ডে'র সম্পাদক হ্যামিলটন ফাইফ, ডঃ ম্যাক্‌সমেয়ার ফেল্‌ড (বার্লিন) এবং ইংরাজ প্রকাশক মিঃ মেথুয়েন এই তিনজনে গ্যারান্টি দিলেন রচনা যে অসকারের, সে বিষয়ে তাঁরা নিঃসংশয়। গ্রন্থটির সমালোচনা প্রকাশিত হল প্রচুর—পাঁচবছর আগেও তা সম্ভব ছিলনা, সমস্ত সমালোচনাই সহানুভূতিসূচক। মেজর নেলসন গ্রন্থটির প্রশংসা করলেন, অনেক ধর্মযাজকও অকুণ্ঠিত প্রশংসা করলেন। রোবী রসকে সবাই প্রশংসা করতে থাকে। এই সাফল্যের পর অসকার-গ্রন্থাবলীর একটি সীমিত সংস্করণ প্রকাশ করা হল, তাও বিক্রী হয়ে গেল। এর পরে আর এক সংস্করণ, তারপর জনপ্রিয় সিলিং সস্করণ-বইএর দোকানে ব্লু-গ্রে রঙের মলাটওলা বইগুলি সকলের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

এতদিনে রোবী রস সাফল্যের সঙ্গে বন্ধু অসকার ওয়াইলডের শিল্পগত পুনরুজ্জীবন করতে সমর্থ হলেন।

১৯০৮ এর ডিসেম্বর মাসে রিজ হোটেলে দুশজন অতিথির এক ভোজসভায় রোবী রসকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। এইচ, জি, ওয়েলস ও উইলিয়ম রোথেনষ্টাইন রোবী রসের স্বাস্থ্য কামনা করলেন। রস এই সম্মাননার প্রতিভাষনে বল্‌লেন:

"মিঃ এইচ, জি, ওয়েলসের শিষ্য হিসাবে আমি চিরদিনই অনুমান করেছি উত্তরকালকে এবং এক মুহূর্তের জন্যও মনে সংশয় রাখিনি যে কালের বিচারে ছোটখাটো এবং বিরাট অবিচার

শিল্পের ওপর হয়ে থাকে তা একদিন যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করবে। তবে আমি কোনোদিন অনুমান করিনি যে অসকার ওয়াইলডের মৃত্যুশয্যায় বসে যে প্রতিশ্রুতিদান করেছিলাম সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আমি এইভাবে সহৃদয় প্রশংসায় ধন্য হব···আপনাদের এই আথিয়েতার সুযোগ নিয়ে আমি কি বলতে পারি যে ঠিক হেতু না হলেও আমিই কারণ-স্বরূপ হয়ে অসকারের পুত্রদের হাতে তাদের পিতৃদেবের সম্মানপত্র অকলুষিত অবস্থায় প্রত্যার্পণ করেছি, শুধু অবশ্য চোখের জলটুকু মুছে দিতে পারিনি।"

এই অনুষ্ঠানের আগে সমস্ত পাওনাদার পাউণ্ডের হিসাবে পুরোপুরি পাওনা ও সুদ পেয়ে গেছেন। কুইনসবেরীর ষ্টেটের উত্তরাধিকারী অংশীদার হিসাবে লর্ড আলফ্রেড ডাগলাস চার পারসেণ্ট সুদসহ ওলড বেইলীর মামলার ব্যয় বাবদ পাওনা পেয়ে গেলেন।

যখন সমস্ত দেনা পাওনা মিটল, রস ওয়াইলডের মরদেহ অখ্যাত কবরশালা থেকে তুলে নিয়ে ফ্রান্সের সম্মানিত মানুষদের যেখানে সমাধিস্থ করা হয়, সেই পেয়র লা সেইস কবরশালায় স্থায়ীভাবে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করলেন। ব্যাগানোর কবরখানা যখন উন্মুক্ত করা হল তখন স্বয়ং রস "went down into yawning pit of death and corruption and with his own hands dug out and transferred to the new coffin the still decaying remains ot his friends body."

স্যার কোলরিজ কেননার্ডের সুন্দরী জননী মিসেস ক্যারু দু হাজার পাউণ্ড দান করেছিলেন একটি উপযুক্ত সমাধি ফলকের জন্য, এই ফলক বিখ্যাত মূর্তিকর এপিষ্টাইন তৈরি করেছিলেন, তা নিয়ে আবার সমালোচনার ঝড় বইল।

ওয়াইলডের মৃত্যুর পর তাঁর পুর্নবাসন ব্যবস্থায় প্রিয় বন্ধু রোবী রসের ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। রোবী রস, সেরার্ড, এলফ্রেড ডাগলাস প্রভৃতি অসকারের বন্ধুবৃন্দের যে সুতীব্র কলহ

অসকারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল চলেছিল, সেই সব ঘটনাও অসকার জীবনীর কিছু উপাদান সরবরাহ করেছে।

পের লা সেইস সমাধিভূমিতে সঁপা, বালজাক, আদলিনো পাত্তি, সারা বার্নহাড প্রভৃতির মরদেহ শায়িত।

এপিষ্টাইন অঙ্কিত সমাধিফলকের তলায় কবির স্বলিখিত এই চতুষ্পদী কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে ঃ—

'And alien tears will fill for him
Pity's long broken urn
For his mourners will be outcast men,
And outcasts always mourn."

সমাধিফলকে এই কয় লাইন কবিতার চেয়ে—রোগ শয্যায় যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় অসকার আসন্ন মৃত্যু নিয়ে অনেক রসিকতা করতেন, একদিন এইসূত্রে তিনি বলেছিলেন—

"When the last trumpet sounds and we are couched in our porphyry tombs, I shall turn and whisper "Robie, Robie, let us pretend we do not hear."

অনেকের মতে এই কথাগুলি উপযুক্ত 'এপিটাফ' হতে পারত, কারণ, এর মধ্যে অসকারের শিশুসুলভ চরিত্র মাধুর্য ও সুগভীর রসজ্ঞানের পরিচয় আছে।

কুড়ি

বৃত্তশেষ

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অসকার ওয়াইলডের স্মৃতির প্রকাশ্য সম্মান-লাভ ঘটল, এক হিসাবে অসকারের পুর্নবাসন বলা যায়। অসকারের বিশ্বস্ত বন্ধু রোবী রসের আত্মারও এতদিনে তৃপ্তি হল। প্যারিস এবং ডাবলিন শহরে মহাসমারোহে অসকার ওয়াইলডের জন্ম শতবার্ষিকী প্রতিপালিত হল। লণ্ডনের টাইট ষ্ট্রীটের যে বাড়িটিতে অসকার বাস করতেন সেই বাড়িতে খুব ধুমধাম করে একটা 'স্মৃতি ফলকের' আবরণ উন্মোচিত হল। এর আগের দশকে লর্ড আলফ্রেড ডাগলাসের মৃত্যুর পর অসকারের জীবনী ও সাহিত্য ও বিষয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল ১৯৪৬-এ মিঃ হেসকেথ পীয়রসন রচিত "অসকার ওয়াইলড : হিজ লাইফ অ্যাণ্ড উইট"। এরই দু বছর পরে মিঃ মনটগোমারী হাইড ওলড বেইলী আদালতে অনুষ্ঠিত অসকারের বিচার সম্পর্কিত তথ্যাবলী একটি সুন্দর মানবিক ভূমিকাসহ প্রকাশ করলেন। অসকার তনয় মিঃ ভিভিয়ান হল্যাণ্ড-সম্পাদিত রিডিং জেল থেকে অসকার লিখিত পত্রাবলী ও ডি প্রফুনডিস প্রকাশিত হল। এই বছরেই লর্ড কুইনসবেরী আর পারসী কুলসন "অসকার ওয়াইলড অ্যাণ্ড ব্ল্যাক ডাগলাস" প্রকাশ করলেন। কুইনসবেরী এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে তাঁর পিতামহের পাপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্খালন করলেন। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হল অসকার তনয়কে অকৃত্রিম অনুরাগে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লুইস ব্রড লিখিত "দি ফ্রেণ্ডসিপ অ্যাণ্ড ফলিস অব অসকার ওয়াইলড" প্রকাশিত হয়। এই সব গ্রন্থাবলীর মধ্যে একমাত্র সেণ্ট জন আরভিন রচিত—"অসকার ওয়াইলড—এ প্রেসেণ্ট টাইম

"এপরাইস্তাল" গ্রন্থটি একটি ব্যতিক্রম। গ্রন্থটি পক্ষপাতদুষ্ট এবং অভিসন্ধিমূলক। অসকার সাহিত্যসম্পর্কিত আলোচনায় যদি কিঞ্চিৎ উদার এবং পক্ষপাতহীন মতবাদ থাকত তাহলে হয়ত গ্রন্থটির কিছু মূল্য হত।

অসকার ওয়াইলড সম্পর্কিত সকল আলোচনাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র মিঃ ভিভিয়ান হল্যাণ্ড রচিত "সন অব অসকার ওয়াইলড" প্রকাশিত হওয়ার পর, এতদিনে বৃত্ত শেষ। এই গ্রন্থেরও প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪-এ এবং গ্রন্থটিতে অসকারের স্ত্রীর অকালমৃত্যু, নিঃসঙ্গ নির্বাসনের কথা ও তাঁর দুই শিশুপুত্রের ভাগ্যবিড়ম্বিত শৈশবের কাহিনী সুনিপুণ ভঙ্গীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

পিতার চরিত্রের যে ভিত্তিগত পুরুষালিভাব, ব্যক্তিত্ব এবং স্নেহময় গৃহস্থের ভাব ছিল, গ্রন্থের উদ্বোধনী অংশে ভিভিয়ান হল্যাণ্ড তা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

পুত্রের এই প্রচেষ্টা শ্রদ্ধা এবং সুবিচারের যোগ্য। তা ছাড়া সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে খ্রীষ্টীয় মনোভংগীর পরিচয় আছে তা পাঠকচিত্তে শ্রদ্ধার ভাব বাড়িয়ে তোলে। কোথাও এতটুকু তিক্ততা বা আত্ম অনুকম্পা প্রকাশের চেষ্টা নেই। করুণ মধুর ভঙ্গীতে সমগ্র কাহিনীটি বিধৃত। অসকার সম্পর্কে যখন আলোচনা করি তখন তাঁর নির্যাতন এবং তার ফলে তাঁর নিজের জীবনে যে লজ্জা এবং অসম্মানের ভার পড়েছিল তা পড়ে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ও আত্মীয়-স্বজনের ওপর যে যন্ত্রণার ভার চাপিয়েছিলেন তার কথা ভাবিনা। তাঁর নিজের পরিবারের নির্যাতন কোনোমতেই কম নয়। 'ডি প্রফুনডিসে'র জন্য ওয়াইলড জীবন নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে অনেকখানি অংশ জুড়ে আছেন, পাশে আছেন ডাগলাস। ভিভিয়ান হল্যাণ্ডের গ্রন্থটি এই জীবন নাটকের মূল চরিত্র থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে টেনে আনে। এখন আলো এসে পড়ে এক নীরব

নম্রমুখ বিষাদাচ্ছন্ন রমণী এবং দুটি শিশুপুত্র সিরিল ও ভিভিয়ানের ওপর। অসকার জীবননাট্যের এই চরিত্রগুলি উপেক্ষিত। কিন্তু কোনোমতেই এঁদের যন্ত্রণার পরিমাণ কম নয়।

ভিভিয়ান হল্যাণ্ড বলেছেন, সাধারণতঃ কোনোরকম স্বপ্ন বা প্রত্যাদেশে তাঁর বিশ্বাস নেই। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনার মূলে আছে একটি স্বপ্নের ইতিহাস, সেই স্বপ্নে যেন অসকারের স্ত্রী কনসটানস এসে ভিভিয়ানকে বলছেন :

"আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার শৈশবে এবং অসকার ওয়াইল্ডের পুত্র এই কারণে যে নিঃসঙ্গতার দুঃখভোগ করেছ, যখন তিনি জীবিত ছিলেন বা সদ্য পরলোকগমন করেছেন সেই দূর অতীতের কথা নিয়ে কিছু লেখ। হয়ত কিছু লোক তোমাকে এই কারণে নিন্দা করবে, কিন্তু অনেকেই তোমার সমর্থন করবেন, এ ছাড়া তোমার নিজেরও একটি ছোট সন্তান আছে, তার জন্যই তোমার এ কাজ করা কর্তব্য।"

হল্যাণ্ড এই কারণে স্মৃতিচারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণ এবং প্রাক্-স্নাতককালীন অসকার রচিত কিছু চিঠিপত্র আর দুটি অপ্রকাশিত গদ্য কবিতা এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থারম্ভে অসকারের পরিচয় প্রসঙ্গে হল্যাণ্ড বলেছেন যে তাঁর পিতামহ এক আইরিশের মৃতদেহ নিয়ে ক্যাসেলরীয়া থেকে ডাবলিন পর্যন্ত ভ্রমণ করিলেন, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রের বেতন তিনি দ্রব্য দ্বারা দিয়েছিলেন অর্থমূল্যে নয়। তাঁর পিতা ছিলেন ডাবলিনের বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক কিন্তু তাঁর স্বভাব এবং চরিত্র ছিল লম্পটের, তাঁর জননী স্প্যারানজা ছিলেন এক রোদনাতুরা বিশাল রমণী, এঁর কাছ থেকে অসকার উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর বিশালাকৃতি লাভ করেছিলেন, আর পেয়েছিলেন প্রদর্শনস্পৃহা এবং কদর্যতা। এরপর হল্যাণ্ড তাঁর পিতৃদেবের অকস্‌ফোর্ডের জীবন আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায়

অসকারের শারিরীক শক্তি, পুরুষালি মনোভংগী, এবং অদম্য উৎসাহের কথা আলোচনা করেছেন। এই সূত্রে অসকারের বয়ঃসন্ধিকালীন মনে ওয়ালটার পেটারের শুভ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়ালটার পেটারের নীতি ছিল ঃ

"Physical sensation is an end in itself, to which it is noble to aspire."

এই প্রসঙ্গ থেকে হল্যাণ্ড সেইকালে পৌঁছেছেন, যে কালে কনষ্টানস্ লয়েডের সঙ্গে অসকারের বিবাহ হয়। সেইস্থান থেকে যে সময়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোন্মেষ হয়েছে সেই কালকে তিনি সখেদে "দি হ্যাপী ইয়ারস" বলে উল্লেখ করেছেন। এই হ্যাপী ইয়ারস সেই কাল যেকালে টাইট ষ্ট্রীটের বাসায় অসকার ও কনষ্টানস্ দুটি শিশু-সন্তান নিয়ে বাস করেছেন। গ্রন্থটির এই অংশে লেখক হল্যাণ্ড অসকারের চেলসিয়াস্থিত বাসভবনের সাজসজ্জার কথা, দৈনন্দিন কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা অতিশয় স্পষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী। এই করুণ কাহিনীর মধ্যে এই অংশ বিশেষ উপভোগ্য। শিশুর দৃষ্টিতে মরিসীয় ভঙ্গীর এক আধুনিকতম বাসভবনের বিস্তারিত বর্ণনা, প্রতিটি ঘরের বর্ণনা এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াইলডের ধূমপানকক্ষের বর্ণনা আছে। সেই কক্ষটিতে উত্তর আফ্রিকার রীতিতে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছিল, মূর পদ্ধতির চিত্রকলা, উজ্জ্বল লণ্ঠন। আর বাতায়নে ছিল পুঁতির পরদা।

হল্যাণ্ড লিখেছেন,

"The walls were covered with the peculiar wall paper of that era known as Lincrusta-Walton and had a William Morris pattern of dark red and dull gold ; when you poked it with your finger, it popped and split and your finger might even go through so this was not encouraged."

হল্যাণ্ড বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতৃদেব নার্সারি কক্ষে ছেলেদের

নিয়ে খেলা করছেন, খেলার জিনিষ ভেঙে গেলে সেই ভাঙা খেলনা স্বহস্তে মেরামত করে দিয়েছেন। ওয়াইলড যে তাঁর সন্তানদের প্রতি মমতাময় ছিলেন, সেই বিষয় কোনো সংশয় নেই। কারণ 'ডি প্রফুনডিসে'র সুর যতই অপছন্দ হোক না কেন যখন অসকার তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সিরিলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কথা জেনেছেন তখন তিনি আতংকিত হয়ে উঠেছিলেন, সে কথা যেভাবে ডাগলাসকে লিখেছেন তার মধ্যে আছে এক পিতৃহৃদয়ের আন্তরিকতার নিবিড় পরিচয়। এই গ্রন্থ থেকে এ কথা বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে সিরিলকেই অসকার বেশী পরিমাণে ভালোবাসতেন—

That beautiful, loving lovable child of mine, my friend of all friends, my companion beyond all companions, one single hair of whose little golden head should have been dearer and more valuable to me, than, I will not say you from top to toe, but the entire chrysolite of the whole world."

যদিও নিজের সন্তানদের চোখে দেখার জন্য এই উদগ্র বাসনার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন অসকার, তথাপি তিনি একবারও মনে হয় কল্পনা করেন নি যে তাঁর কারাবাসের ফলে তাঁর সন্তানদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটবে। হল্যাণ্ড লিখিত এই বইটিতে দেখা যায় যে অসকার তনয়দ্বয় সকল দুয়ারেই অস্পৃশ্যের মত ব্যবহার পেয়েছেন, অসকারের দু চারজন বিশ্বস্ত বন্ধুরা অবশ্য এর ব্যতিক্রম। শুধু যে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড তাদের এইভাবে জাতিচ্যুত করেছে তা নয় গ্লীয়নের সুইস হোটেল-রক্ষক যে মুহূর্তে ওঁদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছে তৎক্ষণাৎ হোটেল থেকে বার করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওদের পদবী পরিবর্তন করতে হয়েছে, নাম থেকে ওয়াইলড অংশটুকু বর্জন করতে হয়েছে।

ছোট ভাই ভিভিয়ান এই ভাবে তাঁর জীবনের প্রায় অর্ধাংশ "chased from pillar to poet through nearly half of my short life—"

আর তাঁর বড় ভাই বিষাদভরা তিক্ত জীবন নিয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করেছেন, প্রথম যৌবনে তাঁর দিন কেটেছে ভারতের নির্জন প্রান্তরে সৈনিক হিসাবে এবং তারপরে প্রথম মহাযুদ্ধে মৃত্যুর পর জীবনের সব যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। ১৮৯৫-এর মে মাসে কেন যে ইংলণ্ড থেকে হঠাৎ এক সহানুভূতিহীনা ফরাসী গভর্ণেসের সঙ্গে তাদের সরিয়ে দেওয়া হল এই চিন্তা শিশু ভিভিয়ানের মনে ছিল, তা ছাড়া কোন অপরাধে পিতার কারাদণ্ড হয়েছে তা জানা ছিলনা, তিনি কি হত্যাকারী, না ব্যাভিচারী, কে জানে? কেন যে টাইট ষ্ট্রীটের বাসভবন আর সেই সঙ্গে সমস্ত খেলার সামগ্রী চোখের সামনে থেকে চিরতরে সরে গেল কে বলবে, বিচার সংক্রান্ত কিছু রিপোর্ট সিরিলের হাতে পড়েছিল, ন'বছর বয়সে সব পড়ে কিছু বোঝার মত জ্ঞান তার হয়েছিল। তখন ছোট ভাইটিকে আসল তথ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই তার কাছে সর্বপ্রধান মনে হয়েছিল। হল্যাণ্ড লিখেছেন:

"The only person with whom he ever discussed my father was my mother. This self-enforced reticence turned him, while yet a child, into a taciturn pessimist. কয়েক বছর ধরে এই দুটি বালক ভাগ্যহীনা জননীর সঙ্গে কনটিনেটে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ফরাসী ও জার্মান স্কুলে পড়াশোনা করেছেন আর হোটেল নয়ত ভাড়াটে বাড়িতে বাস করেছেন। মিসেস ওয়াইলড ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, শিরদাঁড়ায় আঘাত লাগায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

হল্যাণ্ড বর্ণিত এই ক'টি বছরের বৃত্তান্ত বড়ই মর্মস্পর্শী। তাদের জীবনের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণানুসন্ধানের প্রচেষ্টা

বেদনায় ভরা। এমন কি এক সময় আশংকা ছিল হয়ত সিরিল এবং ভিভিয়ান কনষ্টানসের অবৈধ সন্তান, শেষ পর্যন্ত লুসানে এক মাসীর মুখে প্রকৃত কাহিনী শুনে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রত্যয় মনে জাগল।

জননীর এক মধুর এবং করুণ ছবি এঁকেছেন হল্যাণ্ড। শরীর ভেঙে পড়ছে, ছুটি সন্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা আর ব্যক্তিগত জীবনের আঘাত ও অপরিসীম লজ্জা তাঁকে নিয়ত উৎপীড়ন করেছে। তবে হল্যাণ্ডেরও বিশ্বাস, কারাগার থেকে ফেরার পর স্বামীকে সাহায্য করা উচিত ছিল মিসেস ওয়াইলডের। পারিবারিক অনুশাসন উপেক্ষা করে স্বামীকে ত্রাণ করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু হয়ত তা সম্ভব হতনা, ডি প্রফুনডিসের—অনুতাপ আর বার্নিভাল থেকে ডাগলাসকে লিখিত পত্রাবলী তার প্রমাণ। তা ছাড়া আত্মীয়রা বিরক্ত হতেন, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হত। আজ, বর্তমান জগতের পরিপেক্ষিতে ওয়াইলড-নির্যাতন আমাদের কাছে কঠোর বলে মনে হয়। কিন্তু সেই কালের নিরিখে সমগ্র ঘটনার বিচার করতে হবে। এইসব বিস্তারিত বিবরণ সমৃদ্ধ হল্যাণ্ডের "সন অফ অসকার ওয়াইলড" এক অনন্য পরিপূরক গ্রন্থ।

আশা করা হয়ত অন্যায় হবেনা, এইখানেই বৃত্তশেষ, অসকারের জীবনী এবং সাহিত্য নিয়ে সকল বিরূপতার এখানেই অবসান ঘটবে।

অসকার ওয়াইলড এক আশ্চর্য সুন্দর এবং হয়ত অমর ইংরাজী কমেডির হিসাবে অমর হয়ে থাকবেন, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'ব্যালাড' রচয়িতার খ্যাতিতে, আর তাঁকে মনে থাকবে "দি সোল অব ম্যান আনডার সোস্যালিজম" পুস্তিকাটির জন্য। তাঁর রূপকথা, তাঁর অনন্যসাধারণ গদ্য, কয়েকটি অন্য জাতের নাটক, আর পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে'র কাহিনী

আর তাঁর যে বিখ্যাত পত্রটি 'ডি প্রফুনডিস' নামে পরিচিত, কে ভুলতে পারবে তার মূল্য।

বর্তমানের আলোকে ওয়াইলডের চরিত্রগত দুর্নীতি একালের মানুষকে সচকিত করে না, যেমন করেছে তাঁর সমকালীনদের, এখন কিন্তু অসকারের রচনাবলীর মূল্যায়নের সময় সমাগত।

স মা প্ত